বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব

সতাং মনঃপঙ্কজমৎ প্রকাশকঃ। অসাধুচেতস্তমসাং বিঘাতকঃ॥
অশেষজীব-ভ্রমনিদ্রিকাহরঃ। উদেতি বিজ্ঞানক-চক্রবান্ধবঃ॥

১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা] বৈশাখ,—১২৭৮ সাল। [মূল্য চারি পয়সা।

পরমাত্মার স্তুতি।

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
মুং মাং তং॥

হে পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বলোকের একাশ্রয়, সদ্রূপ, বিশ্বরূপী, চিৎস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। হে নাথ! তুমি নির্গুণ, পরব্রহ্ম, অদ্বৈত তত্ত্বস্বরূপ, মোক্ষপ্রদ, সর্ব্বব্যাপি, তোমাকে নমস্কার করি।

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥

হে ব্রহ্মণ্! তুমিই এক জগৎশরণ্য, তুমিই এক বরেণ্য অর্থাৎ বরণীয় তেজোরূপ, তুমিই এক জগৎকারণ বিশ্বরূপ, তুমিই এক জগৎকর্ত্তা, জগৎপাতা, জগৎ সংহর্ত্তা হও, তুমিই এক পরমেশ্বর, নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প, তোমাকে নমস্কার করি।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতি প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥

হে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মন্! তুমি সমস্ত ভয়ের ভয়, সমস্ত ভয়ঙ্করের ভয়ঙ্কর, সমস্ত প্রাণীর এক গতি, সমস্ত পবিত্রের পবিত্র কারণ, এবং যত উচ্চ পদ আছে সে সকল পদই তুমি। তুমি এক নিয়ন্তা, তুমি পরাৎপর, সর্ব্বরক্ষকের রক্ষাকর্ত্তা, পরমেশ্বর হও।
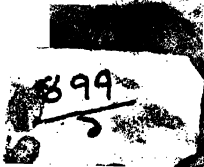
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশি-ন্ন
নির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্যং।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্বা—
জপাভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥

—

হে পরেশ! হে প্রভো! হে সর্ব্বরূপ! হে অবিনাশিন্! হে অনির্দ্দেশ্য! হে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য! হে সত্য স্বরূপ! তুমি অচিন্ত্য, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপক, অব্যক্ত তত্ত্বস্বরূপ, অজপাভাসক, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণ স্বরূপ। হে সর্ব্বাধীশ্বর! অপায় হইতে রক্ষা কর; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।

—

তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজাম—
স্তদেকং জগৎ-সাক্ষি-রূপং নমামঃ।
তদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

—

হে পরমাত্মন্! আমরা এক মাত্র তোমাকেই স্মরণ করি, একমাত্র তোমাকেই ভজনা করি, একমাত্র জগৎ-সাক্ষিরূপ দ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই এক মাত্র সকলের আশ্রয়, সৎস্বরূপ, নিরালম্ব, পরমেশ্বর। তুমিই ভব-সমুদ্র পারের তরণী স্বরূপ জগৎ শরণ্য, মনোবাক্যে তোমাতেই অধিগমন করি।

—

পদ্য।

জগত তোমার ওহে জগত তোমার।
তোমা ছাড়া এজগতে কিবা আছে আর॥
জগতের কর্ত্তা তুমি জগন্নাথ নাম।
তোমার আশ্রয়ে চলে এজগত ধাম॥
জগত কারক তুমি জগত কারক।
জগত পালক তুমি জগত পালক॥
জগত ধারক তুমি জগত ধারক।
জগত নাশক তুমি জগত নাশক॥
জগতে রয়েছ ব্যাপ্ত হয়ে নিরাকার।
জগতে রয়েছ ব্যাপ্ত হয়ে নিরাধার॥
জগতে রয়েছ ব্যাপ্ত হয়ে নির্ব্বিকার।
জগতে রয়েছ ব্যাপ্ত হয়ে সর্ব্বসার॥
এ জগত তব পদে দিয়ে উপহার।
নমস্কার করি নাথ চরণে তোমার॥

—

ভাক্ত ব্রাহ্ম মুদ্গার।

সার সংগ্রহ।

বর্ত্তমান সময়ে মহানগর কলিকাতা নিবাসি জনৈক মহাপুরুষ ভাক্ত ধর্ম্ম প্রচারের মানসে নানা স্থানে গমনাগমন পূর্ব্বক হিন্দু ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। যে হেতুক হিন্দুগণের বাদ্যকর সংখ্যার সহস্রাংশের একাংশ স্বরূপও তাঁহার দলপুষ্টি হয় নাই।

মহাপুরুষ কোন স্থানে কহেন, ঈশ্বর নাই; কোন স্থানে কহেন, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁহার পূজা বা পরিচর্য্যা নাই। কেন না, তাহার ফল দৃষ্ট হয় না, এবং তাহা অগ্রাহ্য। আবার শুনিতে পাই যে তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ করেন যে,

শাস্ত্রকারেরা স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রতারণা পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ, পূজা, ও ব্রতাদি কল্পনা করিয়া শাস্ত্র সকল জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। মনুষ্যগণ বাল্যকালাবধি পিতৃ পিতামহাদির ভ্রান্ত্যাচার দৃষ্টে তৎ-পথবর্ত্তী হইয়া অনর্থক কষ্ট পায়, কেবল অনবধানতাই কষ্টের কারণ জানিবে। মহাপুরুষ সর্ব্বদা ঐ সকল বক্তৃতা করিয়া অজ্ঞ সমাজে বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার কোন শিষ্য কহেন যে, তিনি ঈশ্বর জানিত; কেহ কহেন, যে তিনি অবতার; কোন কোন শিষ্য কহেন যে, তিনি যখন বক্তৃতা করেন তখন তাঁহার ষড়ানন লক্ষিত হয়। কোন শিষ্য কহেন যে যখন তিনি বিলাত গমনের সময় ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষাগ্রহণ করেন, তখন আমার বোধ হইল; যেন তিনি বিংশতি হস্ত বাহির করিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভিক্ষা সর্ব্ব সহিতে ৩৸৹ বা ৪ টাকার অধিক নহে। বোধ হয় পাছে ঝুলিটি ভিক্ষার ভরে ছিঁড়িয়া যায় এবং গুরু ভিক্ষার গুরুভার বহনে কাতর হয়েন; শিষ্যেরা এই বিবেচনা করিয়াই স্বল্প-ভিক্ষা দিয়া থাকিবেন। আবার কোন কোন শিষ্য কহেন যে, যখন তিনি গমন করেন তখন যেন তাঁহাকে চতুষ্পাদ জ্ঞান হয়। আমাদিগের মতে ঐ সকল শিষ্যের নজরই বিলক্ষণ পরিষ্কার; যেহেতুক তাঁহারাই গুরুর সঠিক, রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সে যাহা হউক; এক্ষণে মহাপুরুষের উপ-রোক্ত বক্তৃতা শ্রবণে এবং তাঁহার প্রচারিত কতক সংস্কৃত কতক ফার্সি এবং কতক ইংরাজি মতের যে খিচুড়ি গ্রন্থখানি দৃষ্টি পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় এক ক্ষুদ্র পুরুষ যাহা কহিতেছেন। হে পাঠকগণ! তাহা আপ-নারা নিম্নভাগে পাঠ করুন।

উপরি উক্ত মহাপুরুষের ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণে এবং তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র দৃষ্টে এই মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি মহাপুরুষ নহেন, অন্য কোন রূপ হই-বেন। কেন না মহাপুরুষের এরূপ ধর্ম্ম নহে যে বিবিধ স্থানে বিবিধ প্রকার বক্তৃতা করেন; বোধ হয় তিনি সর্ব্ব শাস্ত্র-বেত্তা হইলে ধর্ম্ম বিষয়ে এরূপ বিভীষিকা দর্শন করিতেন না কেবল শাস্ত্রাজ্ঞতা প্রভা-বেই নানা স্থানে নানা কথার উল্লেখ করিয়া জনসমাজে হাস্যাস্পদের আস্পদ হইতে-ছেন। মহাপুরুষের ভাব ভঙ্গিতে এই মাত্র জানা যায় যে তাঁহার কোন গতিকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ছিল; এই কারণে তাঁহার নিন্দা এবং স্বীয় মহাপুরুষত্ব প্রতি-পাদনের কারণ বহুপ্রকার চেষ্টা করিতে-ছেন। ফলত তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান জানা যায় না, বরং অজ্ঞানতা জানা যাই-তেছে। কারণ, তিনি সর্ব্বদা ইতর ব্যক্তি-গণকে কহেন যে, "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী" ইহাতেই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান গ্রাহ্য নহে। ফলত তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম বিবেচনা করিলে সমূহ প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইয়া তাঁহার শ্রমের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মায়, এবং তাঁহার নিন্দার বারণ না হইয়া বরং আধিক্য হইয়া উঠে।

হে পাঠকগণ! আমাদিগের মতে

মহাপুরুষকে ক্ষুদ্র পুরুষের ওরূপ তিরস্কার করা যুক্তি সিদ্ধ নহে; কেননা তিনি মহাপুরুষের মনোগত ভাব কিরূপে জানিতে পারিলেন? যদিও তিনি জানিয়া থাকেন, তথাপি মহাপুরুষের নিন্দা ও দোষ দেওয়া উচিত হয় নাই; কারণ, এই জগতীতলে এমন বিস্তর লোক আছে যে, তাহারা তাহাদিগের দোষ গোপন করিবার মানসে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া অধিক নিন্দা গ্রস্ত হইয়াছে এবং ভাল হইবার চেষ্টা করিয়াও মন্দ হইয়াছে। যথা এক বণিক তনয়া তাহার উপপতির সহিত প্রেমালাপ করাতে তাহার পঞ্চবর্ষীয় বালক তাহা দৃষ্টি করিয়াছিল। বণিক-দুহিতা স্বীয় দুশ্চরিত্র গোপন করিবার মানসে ঐ পুত্রকে সংহার পূর্ব্বক পরে আপনিও পুত্র শোকে জীবন পরিত্যাগ করিল; অতএব সেই রমণী কি আপনার ভালর চেষ্টা করিতে যাইয়া অধিক মন্দগ্রস্ত হয় নাই? এস্থলে যদি মহাপুরুষেরও সেই রূপ হইয়া থাকে: তাহাতে ক্ষুদ্র পুরুষের ক্ষতি কি? ক্ষুদ্র পুরুষ কি জানেন না যে, (যথা ব্রহ্মখণ্ডে ১৩শ, অধ্যায়ে) স্বকার্য্যসাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ জগতীতলে। ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থ-তৎপরাঃ॥ অর্থাৎ এই ভূমণ্ডলে সকলেই স্বকার্য্য সাধন জন্য ব্যগ্র হয়েন; কেবল স্বকীয় প্রয়োজন সংগ্রহে কামুক হইয়া অন্য বস্তুর সত্ত্বা বা অসত্ত্বাদি কিছুই জানেন না।

হে পাঠকগণ! মহাপুরুষ বলেন যে ঈশ্বর নাই। তাঁহার ঐ আযুক্তি বাক্য শ্রবণে ক্ষুদ্র পুরুষ কহেন যে, "নহি কারণং বিনা কার্য্যোৎপত্তিঃ" অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হয় না; সুতরাং 'ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্য্যত্বাৎ' এই ন্যায় প্রযুক্ত জগতের চিত্র বিচিত্র কার্য্যের কারণ ঈশ্বর রূপে বিশেষ এক পদার্থ মানিতে হয়। (তথাচ মহিম্নঃ) "অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতামধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি। অনীশো বা কুর্য্যাৎ ভুবনজননে কঃ পরিকরং যতো-মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে," ইত্যাদি॥ অর্থাৎ লোক সকল জন্ম গ্রহণ না করিয়া কি অবয়ব বিশিষ্ট হয়? সৃষ্টি নিয়ম কি জগতের অধিষ্ঠাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং উৎপন্ন হয়? হে অমর শ্রেষ্ঠ ভুবনের উৎপত্তি কি যত্ন, অথবা ঈশ্বরাভাবই করে? যেহেতু এই সকল মন্দ লোক তোমার প্রতি সংশয়াপন্ন হইতেছে। যদি তাহাতে স্বভাব কি সংযোগ কি কালাদির বশতাপন্ন হও যে এই তিনের কি একের ঘটনায় জগদুৎপন্ন হয়; হে মহাপুরুষ! তাহাতেও আমার ঈশ্বরের সত্ত্বা সিদ্ধ হইল। কেননা, ঐ স্বভাব, কি সংযোগ, অথবা কালাদি আমার ঈশ্বর ছাড়া নহে। কিন্তু সচেতন ঈশ্বর না মানিলে অচেতনের কৃতিমত্ত্বা নাই। যদি বল অচেতন অয়স্কান্ত মণি কি লৌহকে আকর্ষণ করে না? তাহার উত্তর এই যে, হাঁ, চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহার নিয়ন্তৃত্ব ঈশ্বরেই লক্ষিত হইতেছে। যেহেতু তদ্ব্যতিরেকে নিয়ন্তৃত্বাবছিন্নের অভাব। (তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) অনেকার্থাস্মৃতিঃ কস্য কোবাস্বপ্নস্য

কারকঃ। অর্থাৎ; কাহার অনেক বস্তু স্মরণ হয় কিন্তু স্বপ্ন কারক কে? ইত্যাদি উপক্রম করিয়া উপসংহার করেন যে, যত এতানি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তে পরমাত্মনঃ। তস্মাদস্তি পরো দেহাদাত্মা সর্ব্বগ ঈশ্বরঃ অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিরাট দেহ হইতে যে চিহ্ন স্বরূপ জগৎ সকল দৃশ্য হইতেছে; সেই বিরাট দেহ হইতে ভিন্ন, সকলের আত্মা ঈশ্বর আছেন অতএব এক কারণ হইতে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। ঈশ্বরকে এই কারণেই কারণের কারণ কহে।

হে পাঠকগণ? এই স্থলে ক্ষুদ্র পুরুষের বাক্য শুনিয়া আমরা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলাম। কেননা ঈশ্বরকে মানা কি না মানাতে মহাপুরুষের ঐহিক সুখের কিছু মাত্র ব্যাঘাত নাই। বিশেষত যদি তিনি ঈশ্বর মানেন, তাহা হইলে অনেক বিষয়ে তাঁহার ঐহিক সুখের বাধা জন্মিতে পারে; আর যদি না মানেন তবে ভোগের বিষয়ে কিছু মাত্র ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। এ বিষয় যদি মহাপুরুষ ঈশ্বর মান্য না করেন তাহাতে তাঁহার কি ক্ষতি হইতে পারে? বরং অব্যাঘাতে বিলাত গমন, গোমাংস ভক্ষণ, দিব্য পরিচ্ছদ ধারণ, সর্ব্বাঙ্গে দিব্য সৌগন্ধিক অনুলেপন এবং স্ত্রীগমনাদি নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। পরন্তু অনেক বুদ্ধিযোগ না থাকিলে ঈশ্বর মানা যায় না; কিন্তু মহাপুরুষের সে বুদ্ধি কোথায়? যে, কার্য্য কারণের অন্বয় ব্যতিরেক তর্ক দ্বারা ঈশ্বর মানিবেন? হে পাঠকগণ! মহাপুরুষ্ কহেন যে, যদিও ঈশ্বর আছেন বলিয়া স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহার সেবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। কেননা তাঁহার সেবা না করিলে কৈ কোনরূপ শারীরিক কার্য্যের তো বাধা হয় না?

মহাপুরুষের উক্ত প্রশ্ন শুনিয়া ক্ষুদ্র পুরুষ কহেন যে, "নৈককারণাৎ কার্য্য নিষ্পন্নং" এই ন্যায় মতে ঈশ্বরের অতিরিক্ত অনুকূল এক অদৃষ্ট বস্তু অবশ্য মান্য করিতে হইবে। যেহেতুক ঈশ্বর সৃষ্টিতে কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হইয়া কাল যাপন করিতেছে। অথচ তাঁহার সুহৃৎ বা বহিরঙ্গ কেহই নহে। তথাচ। নরাগো নদ্বেষঃ ক্বচিদপি জনে তস্য ভবতি। অর্থাৎ; তাঁহার রাগ বা দ্বেষ কোন প্রাণীতেই নাই। অগত্যা সুখ দুঃখের কারণ অদৃষ্টকেই বলিতে হয়। এই অভিপ্রায়ে কুসুমাঞ্জলিতে কহিয়াছেন যে, একস্য নক্রমঃ ক্বাপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন। শক্তিভেদোনচাভিন্নঃ স্বভাবোদুরতিক্রমঃ। অর্থাৎ—একের ক্রম কোথাও নাই, সমানের বৈচিত্র নাই, স্বভাব দুরতিক্রম, অর্থাৎ যাহাকে অতিক্রম করিতে কোন পদার্থই নাই। অতএব স্বস্বাদৃষ্ট প্রমেয় বটে; সেই অদৃষ্টবশাৎ ঈশ্বর জীব সকলকে সুখী এবং দুঃখী করেন। (তথাহি মনু। ১। ২৮) যন্তু কর্ম্মনি যস্মিন্ সন্যযুঙ্‌ক্ত্যং প্রথমং প্রভুঃ। স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥ কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবচয়েৎ। দ্বন্দ্বৈরয়োজয়চ্চেমাঃ সুখ দুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ॥ অর্থাৎ; সেই প্রভু যে কর্ম্মেতে প্রথমে যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে পুনঃপুনঃ

সৃজ্যমান হইয়াও স্বয়ং তাহাই ভজনা করে।

(ক্রমশঃ।)

পদ সংগ্রহ।

মহানগর কলিকাতার যোড়াসাঁকো নামক পল্লী নিবাসি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরচিত "বুধসম্ভব" নামক এক খানি নাটক, তাঁহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া এই বিজ্ঞানচন্দ্রবান্ধব পুস্তকাভ্যান্তরে ক্রমশঃ প্রকাশারম্ভ করিলাম। যথা—

বুধসম্ভব নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

নান্দী।

হে মন! এই অচেতন ভবসংসারে তুমি বিচেতন হইয়া আর কতক্ষণ শয়ন করিয়া রহিবে। তুমি কি জাননা যে "জাগরণে ভয়ং নাস্তি", তোমার জ্ঞান থাকিতে কেন অজ্ঞান হইতেছ? বোধ থাকিতে কেন নির্ব্বোধ হইতেছ? দিব্য নয়ন থাকিতে কেন অন্ধ হইতেছ? এবং শ্রবণ থাকিতে কেন বধির হইতেছ? আহা! তুমি আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ। হে মন! তুমি সচেতন হও, জ্ঞাননেত্র উন্মীলন কর, নিদ্রা পরিহার কর, পরিহার কর।

গীত।

ঘুমায়না আর মন ঘুমায়না আর।
জাগিয়ে ঈক্ষণ কর অখিল সংসার॥
দেখ জীব বহুতর, নদনদী রত্নাকর,
মরু তরু ধরাধর, সকলি অসার।
কোরে দেখ অনুভব, মায়াতে নির্ম্মিত সব
দেহ গেলে কোথা রব, ভাব একবার॥
চিরস্থায়ী দেহ নয়, নশ্বর এ দেহ হয়,
কখন্ যে হবে লয়, স্থির নাই তার।
ভাই বন্ধু দারা পুত্র, সকলি মায়ার সূত্র,
ভুলেও ভেবনা তারা, হয় আপনার।
যখন এ দেহ যাবে, কারে তুমি সঙ্গে পাবে,
একক চলিয়া যাবে, ত্যেজিয়া সংসার।
তাই তোরে বলি মন, কর কর জাগরণ,
ভাব নিত্য নিরঞ্জন, যিনি সর্ব্বসার॥

বক্তৃতা।

স্থির কথা বলি তোরে শোন্ ওরে মন।
এখনি হইবে তোর অজ্ঞান ভঞ্জন॥
যতক্ষণ বেঁচে আছ এই চরাচরে।
ততক্ষণ সকলেতে নিজ বোধ করে॥
মুদিলে নয়ন তুমি মুদিলে নয়ন।
পরস্পর পর হবে নিশ্চয় তখন॥
যদি বল সহগতা হয় নিজ দারা।
মায়াতে অনর্থ সুধু প্রাণে হয় সারা॥
আগে ভাগে যদি তুমি কর পলায়ন।
পশ্চাতে যাইলে কোথা পাবে দরশন॥
হীনমতি হয় নারী নাহি কোন বোধ।
বড়ই অবোধ নারী বড়ই অবোধ॥
সংসার সমুদ্রে জীব সঙ্গী কোথা পাবে।
আসিয়াছে একা জীব একা চলে যাবে॥
মায়াময় সমুদয় এই চরাচর।
সকল নশ্বর মন সকল নশ্বর॥
বিধাতা যখন বিশ্ব করিল সৃজন।
পালনের কর্ত্তা হোল প্রভু নারায়ণ॥

উভয়ের ক্রিয়া দেখে শঙ্কর তখন।
মৃত্যু রূপে রহিলেন ব্যেপে ত্রিভুবন॥
যে জন করেছে এই সংসার সৃজন।
সময়ে তাঁহার হবে জীবন পতন॥
পালনের কর্ত্তা যিনি বিষ্ণু নাম ধারী।
তিনিও মৃত্যুর কাছে হন আজ্ঞাকারী
অধিক কহিব কত যিনি মৃত্যুঞ্জয়।
তিনিও হবেন মন সময়েতে লয়॥
সমুদয় হলে নাশ রহিবেন তিনি।
পরমাত্মা নাম যাঁর ইচ্ছাময় যিনি॥
তাঁহার ইচ্ছায় মন এই সমুদয়।
তাঁহার ইচ্ছায় পুনঃ সব হবে লয়॥
ইচ্ছাময় হন্ তিনি দয়ার নিধান।
দয়াময়ে ডাক সদা পাবে দয়াদান॥
তাঁহার হইলে দয়া ঘুচে যাবে দুখ।
চিরকাল হবে ভোগ ব্রহ্মানন্দ সুখ॥
সামান্য সুখের চেষ্টা কেন কর মন।
সে সুখতো সুখ্ নয় দুখের কারণ॥
চরাচরে যাহাদের আছে বহু ধন।
বল দেখি তাহাদের সুখী কোন্ জন॥
অতএব হেন সুখে নাহি প্রয়োজন।
ব্রহ্মানন্দ অভিলাষ কর অনুক্ষণ॥
ওরে কর অনুক্ষণ॥

প্রস্তাবনা।

শুন শুন সভ্য জন, করি আমি নিবেদন,
স্থির ভাবে ভাব সবে লহ।
প্রকাশিব অভিনয়, যে রূপে প্রণয় হয়,
তারা আর তারা পতি সহ।
দেখিলে এ অভিনয়, সবাকার সুখোদয়,
দুখোদয় নাহি হয় এতে।
কামিজনে হয় বশ, বীর পায় বীর রস,
সাধুগণে দেখে নেত্র পেতে॥
ভ্রষ্টা নারী কুলছাড়ে, সতীর সতীত্ব বাড়ে,
এ নাটক টক নয় মিটে।
কর সবে আস্বাদন, সরস হইবে মন,
মনের বিরস যাবে মিটে॥

নান্দী পাঠান্তে সূত্রধারের আলাপ বচন।

অহো! কি চমৎকার, কি চমৎকার; সভার শোভার আর সীমা পরিসীমা নাই। নগরের সমুদয় মহোদয়গণ সভামণ্ডলে আগমন করিয়াছেন, অতএব ইহাঁরদিগের মনোরঞ্জনার্থে আমাকে সাধ্যানুসারে শ্রম স্বীকার করিতে হইল, কিন্তু প্রথমতঃ নাটকের ভাবার্থ প্রকাশ না করিলে সকলের সুমিষ্ট বোধ হইবে না, অতএব আমাকে প্রথমেই নাটকের উপক্রমণিকা বিজ্ঞাপন করিতে হইল। হে সভ্যগণ! আপনারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

পুরাকালে ভগবান দ্বিজরাজ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেবতা এবং দেবীদিগকে নিমন্ত্রণ পত্রের দ্বারা আহ্বান করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে দেব গুরু বৃহস্পতি দারা তারা চন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তারাপতি তারার অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া মদনবাণে কাতর হইয়া নানারূপ বাক্যের দ্বারা তারার মন হরণ করিলেন। দেবগুরু দ্বিজরাজের কুকার্য্যের

প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত প্রথমতঃ বাসবের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিষয় অবগত করিলেন। দেবরাজ দ্বিজরাজের কদর্য্য ব্যবহার শ্রবণে, আরক্ত নয়নে, চন্দ্র ভবনে গমন করিয়া চন্দ্রকে বহুতর বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার তারাকে পরিত্যাগ করিতে কহিলেন, কিন্তু চন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না। পুরন্দর স্ব বাক্যের অনাদর দৃষ্টে চন্দ্রের প্রতি কোপ দৃষ্টে চাহিয়া সমর প্রার্থনা করিলেন।

সুধাকর তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রয় লইলেন। এই সূত্রে দেবাসুরে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষে জয় পরাজয় না হওয়াতে দেব গুরু ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। পিতামহ পীযূষময় বচনে বৃহস্পতিকে সান্ত্বনা করিয়া চন্দ্রালয়ে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রকে বহুরূপ বাক্যের দ্বারা ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রদেব বিধাতার বচনে নিরুত্তর ও লজ্জিত হইয়া তারাকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু যে সময়ে তারা, চন্দ্রালয় হইতে গমন করেন তখন তিনি গর্ব্ভবতী হইয়াছিলেন। দেব গুরু সহধর্ম্মিণীকে গর্ব্ভিণী জানিয়া যোগ বলে প্রসব হইতে কহিলেন। তারা স্বীয়পতি বাক্যে সুবর্ণ সদৃশ কান্তি কলাপ বিশিষ্ট একটি নপুংসক পুত্র প্রসব করিলেন, এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন।

অহো! এ অভিনয় বড় সামান্য নয়, ইহা প্রকাশ করা একার কর্ম্ম নয়, অতএব হৃদয় রঞ্জিনী গৃহিণীকে ডাকিতে হইল।

পদ্য।

কোথা ওহে প্রাণসমা প্রিয়তমা নারী।
তোমা বিনে অভিনয় প্রকাশিতে নারি॥
পরিহরি লাজ ভয় সাজ অঙ্গে দিয়ে।
রঙ্গে ভঙ্গে রঙ্গভূমে এস এস প্রিয়ে॥
তোমা বিনে কোন কাজ করিতে কি পারি।
তুমি প্রিয়ে হৈমবতী আমি ত্রিপুরারী॥
তুমি লতা আমি তরু প্রভেদ তো নাই।
দোহাই দোহাই প্রিয়ে তোমার দোহাই॥
শয়নে স্বপনে হেরি তোমার বদন।
দিবানিশি হৃদি মাঝে করি দরশন॥
কোন স্থানে পেলে কিছু অশন কারণ।
তোমারে না দিয়ে কভু করিনে গ্রহণ॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তোমার শয়নে হয় আমার শয়ন॥
তোমার হইলে দুঃখ বাড়ে মম দুখ্।
তোমার হইলে সুখ বাড়ে মম সুখ্॥
হাসি হাসি মুখখানি দেখিলে তোমার।
উথলে আনন্দ বারি হৃদয়ে আমার॥
যখন ঈক্ষণ করি বিরস বয়ান।
দেহ পুরে কাঁদে সদা মন আর প্রাণ॥
কখন না হয় তব স্বভাবে অভাব।
মম মনে কোন কালে না হয় অভাব॥
ভাবের প্রভাব অতি তোমায় আমায়।
এমন প্রণয় প্রিয়ে আছে কি কোথায়?॥
তোমা বিনে আছি আমি অঙ্গহীন হয়ে।
অবিলম্বে এস ধনি কাল যায় বয়ে॥
এ সময়ে যদি তুমি হও নিরদয়।
অঙ্গহীন হবে তবে এই অভিনয়॥

ভঙ্গ হবে অভিনয় অঙ্গহীন হলে।
কুটিলে হাসিবে দুঃখ যাবেনাকো মলে ॥
কুটিলের কুবচন আর মান নাশ।
এর চেয়ে কিবা আর আছে সর্ব্বনাশ ॥
কুজনের মনবাঞ্ছা যাহাতে না পোরে।
কর কর কর তাই মম কর ধোরে ॥

গীত।

কোথা আছ বিধুমুখি কর আগমন।
তোমা বিনে তমোময় হেরি অনুক্ষণ ॥
তোমার বিরহে প্রাণ,বুঝি প্রাণ যায় প্রাণ,
আর প্রাণ অভিমান, সাজেনা এখন।
অভিমান পরিহর, নিজ সাজ কর কর,
অধীনের দোষ হর, ধরলো বচন ॥
না হেরে সে হাস্যমুখ, বিদীর্ণ হতেছে বুক,
পেতেছি অশেষ দুখ, বিরহ কারণ।
দিয়ে দরশন জল, নিবাও বিরহানল,
তা হলেই সুশীতল, হয়লো জীবন ॥

নটীর প্রবেশ।

গীত।

বল নাথ বল কেন ডাকিছ আমায়।
লোক লাজে সভা মাঝে আসা নাহি যায়।
আমি হে অধিনী তব, তুমি মম দেহ ধব,
একাকিনী কোথা রব, তেজিয়ে তোমায়।
তোমাকে সঁপিয়ে প্রাণ,নাহি আর কুলমান,
নাহি ভাব অপমান, আনিতে সভায় ॥

হইয়া নটের নারী নাহি আর মান।
যেথা সেথা যাই যেন বেশ্যার সমান ॥
রহিল না আর কিছু রমণীর ধারা।
লজ্জা ভয় কুল মান গেল সব মারা ॥
দেখিনে এমন আমি দেখিনে এমন।
পতি হয়ে রমণীর নাশে কুল-ধন ॥

লজ্জা ভয় কুলমান নাথের বচন।
এ সকল রক্ষা করে রমণী রতন ॥
তোমার কারণ নাথ তোমার কারণ।
অধীনীর রমণীর নাই হে লক্ষণ ॥
দেখিনে এমন আমি দেখিনে এমন।
পতি হয়ে রমণীর নাশে কুল-ধন ॥

রমণীর যদি হয় চঞ্চল স্বভাব।
পতির সহিতে তার রহেনা সুভাব ॥
কুভাব সর্ব্বদা হয় পতির সহিতে।
নাথের মুখের বাণী না পারে সহিতে ॥
রহিতে না পারে কভু স্বনাথের ঘরে।
কুল নাশ করি শেষে উপপতি করে ॥

রমণী অখল অতি রমণী অখল।
সহজে কি হয় নারী স্বভাবে চঞ্চল।
পতি মুখ বিনে যেই দেখে নাই আর।
তাহার অন্তরে আছে সতীত্ব আধার ॥
দেখিলে রমণী জাতি আর আর নরে।
কুল নাশ করি শেষে উপপতি করে ॥

সাবাস আমায় বল সাবাস আমায়।
গিয়েছি তোমার সঙ্গে কতই সভায় ॥
তথাচ টলেনি মন অপরের প্রতি।
সমভাবে তব ভাবে আছে মম মতি ॥
অন্যনারী হলে যেতো তোমাকে হে ছেড়ে।
এত দিনে হোতে তুমি ন্যাজ কাটা বেঁড়ে ॥

কি আর কহিব আমি ওহে রসময়।
নিজ গুণ নিজ মুখে ব্যক্ত করা নয় ॥

সভায় আমায় দেখে কত শত জনে।
ভুলেও দেখিনে আমি তাদের বদনে।
সে যা হোক প্রাণনাথ জিজ্ঞাসি তোমায়।
কি জন্যে সভায় তুমি ডাকিলে আমায়॥

নট।

প্রিয়ে! আর কি জন্যে? যে জন্যে সভায় গিয়ে থাক সেই জন্যে; ধনি! তুমিই ধন্যা, এবং নটী মধ্যে অগ্রগণ্যা; প্রিয়ে তোমার মতন আর অন্যা নাই; আমি তোমারই প্রসাদে সকল সভায় বাহবা পাই। এক্ষণে আর কথায় কাজ নাই; চল সাজ ঘরে যাই; অবিলম্বে অভিনয় দেখাইয়া বাবুদের আশা বাই নিবৃত্তি করি।

নটী।

হে হৃদয়বল্লভ! ভালো, জিজ্ঞাসা করি তুমি কোন্ নাটকাভিনয় দেখাইয়া সভাস্থ জনের মনোরঞ্জন করিবে?

নট।

হে প্রিয়ে! আমি মনন করিয়াছি যে কবিবর শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত বুধসম্ভব নাটকের অভিনয় করিয়া সভাস্থ জনগণের মনোরঞ্জন করিব।

নটী।

মুদ্রিত নয়নে প্রার্থনা।

কোথায় অখিল পতি নিখিল রঞ্জন।
লজ্জা নিবারণ কর লজ্জা নিবারণ॥
নগরের সমুদয় মহোদয়গণে।
এসেছেন অভিনয় দর্শন কারণে॥
অভিনয়ে কারো যেন না হয় বিষাদ।
এই মাত্র তব কাছে চাই হে প্রসাদ॥
আগে ভাগে তব নাম করিয়া স্মরণ।
সর্ব্বজনে অভিনয় করাব দর্শন॥
তাহাতে যদ্যপি হয় কিঞ্চিৎ ব্যত্যয়।
তোমার সে অপযশ আমাদের নয়॥
দেখ দেখ দেখ নাথ রেখ তব নাম।
ভালো রূপে সাধি যেন সভাতে স্বকাম॥

গীত।

দয়াময় তুমি দয়াদানে হোয়না কৃপণ।
দীনের সুদিন তুমি অজ্ঞান-ভঞ্জন॥
তুমি হে গোলকবর, তুমি বিধি মহেশ্বর,
ভয়হর! ভয় হর, প্রকাশি নয়ন।
হয়ে তুমি মানদাতা, হোয়না হে মানঘাতা,
মান রেখ বিশ্বপাতা, জীবের জীবন॥

(গীতাবসানে)

হে নাথ! তবে চল আমরা সাজ্ কোরে আসি।

নট।

প্রিয়ে! তবে চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

[প্রস্থান।

পট-প্রক্ষেপণ।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

ক্রমশঃ

মহানগর কলিকাতার যোড়াসাঁকো নামক পল্লী নিবাসী কবিবর শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরচিত "সাবিত্রী সত্যবান" নামক যাত্রাটি তন্নিকট হইতে

সংগ্রহ করিয়া এই বিজ্ঞান চক্র বান্ধব পুস্তকাভ্যন্তরে ক্রমশঃ রূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। যথা—

সাবিত্রী সত্যবান যাত্রা।

বন্দনা।

আরে আমার মন, কেন উচাটন।
ভাব সদা শ্রীদুর্গার শ্রীচরণ,
সে পদে বিপদ হয় নিবারণ॥
ভাবিলে অভয়া পদ, তুচ্ছ হবে সম্পদ,
বিপদ যাবে, আরে আমার মন,
বিপদ যাবে, বিপদ যাবে,
হবে হরিসুত দমন॥

গীত।

তার আমায় তার মা তারা।
শৈলসুতা ভবদারা, হলেন প্রাণে সারা,
ওগো সারাৎসারা॥
অজ্ঞান তিমিরে পড়িয়ে নাহি মম জ্ঞান,
সদা কুসঙ্গে কুরঙ্গ রঙ্গে মজে,
আতঙ্গেতে মরি, হয়ে মা জ্ঞানহারা॥

ছড়া।

শুন শুন সভ্যজন স্থির করি মন।
পতিব্রতা মাহাত্ম্য এ ব্যাসের লিখন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির খেলায় হারিয়া।
বিপিনে করেন বাস স্বগণ লইয়া॥
একদিন বনেতে মার্কণ্ড মুনিবর।
উপনীত হইলেন রাজার গোচর॥
প্রণমিয়া মুনিবরে রাজা যুধিষ্ঠির।
কহিছেন মৃদুস্বরে নেত্রে বহে নীর॥
শুন শুন তপোধন করি নিবেদন।
সর্ব্বদা শোকার্ত্ত আমি দ্রৌপদী কারণ॥
পাইতেছে কত কষ্ট আমার কারণে।
তথাপি সমান ভক্তি আছে তার মনে॥
মনে মনে অনুক্ষণ চিন্তা করি তাই।
হেন কুলবতী সতী ত্রিজগতে নাই॥
কহ কহ মুনিবর জিজ্ঞাসি তোমায়।
হেন সতী ছিল কিম্বা আছে কি কোথায়॥
শুনিয়া কহেন মুনি শুনহে রাজন।
কহিব সাবিত্রী কথা আশ্চর্য্য কথন॥

ধূয়া।

কহি শুন তবে ওহে রাজন।
সাধ্বী সতী পতিব্রতা সাবিত্রী কথন॥
শুনিলে এ ইতিহাস, পূর্ণ হয় অভিলাষ;
পাপ তাপ হয় নাশ, ব্যাসের লিখন॥
কুলবতী সতী হয়, করে পতি পদাশ্রয়;
নষ্ট নারী শিষ্ট হয়, করিলে শ্রবণ॥
হেন সুধামাখা সার, উপাখ্যান নাহি আর;
দ্বৈপায়ন মুনি যার, করেন কীর্ত্তন॥
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে, শুন সবে কুতূহলে;
কহিব সংগীত ছলে, করিয়ে বর্ণন॥

ছড়া।

মদ্রদেশ অধিপতি, নাম তার অশ্বপতি,
রতিপতি জিনিয়ে সুন্দর।
ধার্ম্মিক সুশীল অতি, সর্ব্বক্ষণ শান্তমতি,
ধনে রায় যেন ধনেশ্বর॥
প্রাপ্ত হতে পুত্রধন, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ,
করি রায় সাবিত্রী উদ্দেশে।
এক লক্ষ পরিমাণ, নিত্যাহুতি সম্প্রদান,
করিতেন দিবসের শেষে॥

রাজারে হেরিয়ে ভক্তি, আনন্দে সাবিত্রীশক্তি
আসি কন রাজার গোচরে।
শুন বাছা নরস্বামী, সন্তোষ হয়েছি আমি,
বর লও যা লয় অন্তরে ॥
প্রণমিয়া কন্ রায়, নিবেদন রাঙ্গা পায়,
অন্য বরে নাহি প্রয়োজন।
এই বর আমি চাই, পুত্র কন্যা কিছু নাই,
যেন হেরি পুত্রের বদন ॥

শুনিয়ে রাজার বাণী সাবিত্রী তখন।
কহিছেন মৃদুভাষে শুনহ রাজন ॥
এই বর আমি ভূপ করিতেছি দান।
হইবে তনয়া তব হবে না সন্তান ॥
বিধাতার বাক্য ইহা হবেনা খণ্ডন।
কন্যার যশেতে কিন্তু ভরিবে ভুবন ॥
বর দিয়ে অন্তর্হিতা হইলেন সতী।
রাজার মহিষী ক্রমে হোল গর্ব্ভবতী ॥
দশ মাস দশ দিনে প্রসবিল কন্যা।
রূপেতে চপলা যেন সবে বলে ধন্যা ॥
দিন দিন বাড়ে সুতা শশিকলা প্রায়।
রাজার আনন্দ অতি হেরিয়ে তাহায় ॥
হয়েছে সাবিত্রী বরে বিচারিয়ে মনে।
রাখিল সাবিত্রী নাম যত বুধগণে ॥
সাবিত্রীর হলো ক্রমে যৌবন উদয়।
মনোমত পতি বিনে বিবাহ না হয় ॥
রাজা কন্ শুন কন্যা আমার বচন।
পতি অন্বেষণে তুমি করহ গমন ॥
যারে অভিলাষ তব হইবে হিয়ায়
তারে সম্প্রদান আমি করিব তোমায় ॥
পাইয়ে পিতার আজ্ঞা সাবিত্রী তখন।
পতি অন্বেষণে ধনী করিল গমন ॥

যাত্রারম্ভ।

রাজা অশ্বপতি এবং দ্বারবানগণের প্রবেশ।
নারদ নেপথ্য হইতে গীত।

ভাব ওরে মন, স্থির করে মন,
হরির চরণ হর্ষে।
শুনেছি পুরাণে, সাধু সন্নিধানে,
হরিভক্তগণে হরি নাহি স্পর্শে।
পাইয়ে সম্পদ, ভুলনা শ্রীপদ,
সদা হরি পদ, মুক্তি সুধা বর্ষে ॥

মহারাজের জয় হউক জয় হউক।

রাজা। আসুন আসুন তপোধন নারদ আসুন।

নারদ। মহারাজের সমস্ত মঙ্গল তো?

রাজা। হে মুনে! আপনকার আশীর্ব্বাদে আমার সমস্তই মঙ্গল।

সাবিত্রী। মহারাজ! প্রণাম হই, আশীর্ব্বাদ করুন।

রাজা। এস এস বৎসে সাবিত্রী এস।

নারদ। মহারাজ! তোমার তনয়াটির যৌবন কাল উপস্থিত হইয়াছে তথাপি সৎপাত্রসাৎ কোর্চ্চেন না কেন?

রাজা। হে মহর্ষে! আমি তনয়াকে স্বাভিমত পাত্র অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

বৎসে সাবিত্রী! তুমি কাহাকে স্বামিত্বে মানস করিয়া আসিয়াছ, আমাকে সবিশেষ জ্ঞাত কর।

সাবিত্রী। মহারাজ! শাল্ব দেশের অধিপতি দ্যুমৎ সেন নামে ভূপতি দৈব

ক্রমে অন্ধ এবং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পুত্রের নাম সত্যবান, আমি সেই সত্যবানকে স্বামিত্বে মানস করিয়া আসিয়াছি।

নারদ। হে রাজন্! তোমার তনয়া সবিশেষ না জানিয়া সত্যবান্‌কে স্বামিত্বে মানস করিয়া অতিশয় অকার্য্য করিয়াছে।

রাজা। হে মুনে! আপনার বাক্যে আমার মন উচাটন হইল; আমার কন্যার কি জন্যে অকার্য্য করা হইয়াছে আপনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাত করুন।

নারদ। মহারাজ! সত্যবান সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সুর গুরুর ন্যায় বুদ্ধিমান; দেব রাজের ন্যায় বলবীর্য্য-সম্পন্ন! এবং ধরণীর ন্যায় ক্ষমাবান্। হে রাজন্! সত্য-বান সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট; কিন্তু এক মাত্র দোষে তাহার সমুদয় রূপ এবং গুণকে বিনষ্ট করিয়াছে।

রাজা। হে তপোধন! কোন্ দোষে সেই গুণবান্ সত্যবানের রূপ এবং গুণকে বিনষ্ট করিয়াছে তাহা আপনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন।

নারদ। নররাজ! অদ্যাবধি সত্য-বানের আর এক বৎসর মাত্র পরমায়ু আছে; এই অল্পায়ু দোষেই তাহার সমুদয় রূপ এবং গুণকে বিনষ্ট করিয়াছে।

ক্রমশঃ

মহানগর কলিকাতার যোড়াসাঁকো নামক পল্লী নিবাসি মহাকবি মহাত্মা রাম চাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরচিত নন্দবিদায় নামক যাত্রাটি আমরা তৎপুত্র বদান্যবর শ্রীযুত বাবু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুমত্যানুসারে এই বিজ্ঞান চক্র বান্ধব পুস্তকাভ্যান্তরে ক্রমশঃ রূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। যথা—

নন্দ বিদায় যাত্রা।

বন্দনা।

আরে ভাব মন কালী করালে।
বারে বারে আমারে মজালে,
যাতায়াতে ভবজালে বন্দিলে।।
অকারণ বিষয়ে ভুলে,
তত্ত্ব পথ হারালে,
কি হবে শেষে আরে আরে মন,
কি হবে শেষে,
তাতো মনে কিছু না করিলে।

উপক্রমণিকা।

অভিমন্যু পুত্র মহারাজ পরীক্ষিত।
ধার্ম্মিক সুশীল সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত॥
দৈবে মৃতসর্প দিলে ব্রাহ্মণের গলে।
ক্রোধে মুনিপুত্র তারে ব্রহ্মশাপ দিলে॥
সপ্তাহ মধ্যেতে আসি তক্ষকে দংশিবে।
অন্যথা না হবে বাক্য অবশ্য মরিবে॥
রাজ্য ত্যেজি রাজা গিয়ে ভাগীরথীতীরে।
শুক মুখে কৃষ্ণ কথা শুনে কাল হরে॥
কহ কহ মহামুনি কহগো আমায়।
কি কর্ম্ম করিল কৃষ্ণ গিয়ে মথুরায়॥

কি রূপেতে কংস বধ করিলেন কৃষ্ণ।
কি রূপে বা দেবকীর ঘুচালেন কষ্ট ॥
দয়া করি সেই কথা বলগো আমায়।
কি বলি বুঝায়ে নন্দে করিল বিদায় ॥
মুনি বলে ভাল কথা আমারে সুধালে।
শ্রীনন্দ বিদায় যাত্রা শুন কুতূহলে ॥

ধূয়া।

কহি শুন তবে নব প্রসঙ্গ।
একথা শুনিলে বাড়ে প্রেমতরঙ্গ ॥
কৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করিলেন বেদব্যাস।
সেই লীলা ভাষাতে রচিল কালীদাস ॥
সুকবি সুছন্দ রসে করিল বর্ণন।
শ্রবণে শ্রবণ সুখ তৃপ্তি হয় মন ॥
তাল তান রাগ আর স্বরের সহিত।
কৃষ্ণের মাধুরী লীলা গাহিব কিঞ্চিৎ ॥
আশার সংসারে জীব আত্ম তত্ত্ব শূন্য।
পাপেতে জড়িত সদা নাহি লেশ পুণ্য ॥
দারা সুত ধন লয়ে থাকয়ে আনন্দে।
মায়াজালে বদ্ধ, নাহি ভাবয়ে গোবিন্দে ॥
দ্বিজ রামচন্দ্রের উক্তি যুক্তি এ আমার।
সকলি অসার ভাই কৃষ্ণ নাম সার ॥

অমাত্যগণ সহিতে কংসরাজার প্রবেশ।

কংস, অমাত্যগণ প্রতি।

ওহে অমাত্যগণ! এক্ষণে কি উপায় দ্বারা মহা শক্রদ্বয় রামকৃষ্ণকে সংহার করিতে পারা যায়, তাহার সুযুক্তি কর। দেখ, যে পুতনা মায়া বিস্তার করিলে, দেবতাগণও মোহিত হইত; সে পুতনা বালকের হস্তস্থিত মৃণ্ময় পুত্তলিকার প্রায় কৃষ্ণ হস্তে পতিতা হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। যে বকাসুর স্বীয় চঞ্চু বিস্তার বা ব্যাদান করিলে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে সক্ষম হইত, সেই বকাসুর প্রাকৃত বকের ন্যায় কৃষ্ণ হস্তে জীবন পরিত্যাগ করিল।

আহা! যে অঘাসুরের প্রতাপাগ্নিতে অঘমর্ষণ ইন্দ্রাদি সমস্ত সুরগণেও তাপিত হইত; সেই অঘাসুর যেন ধর্ম্মরূপী ভগবানের হস্তে অঘবান্ ব্যক্তির বিনাশের ন্যায় মহাশক্র কৃষ্ণ হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

হে মন্ত্রিগণ! এইরূপে তৃণাবর্ত্ত ও শকটাসুর প্রভৃতি প্রায় আমার সমস্ত বীর-সেনানীগণ একে একে আমার নিদেশানু-সারে কৃষ্ণ সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রোজ্জ্বলিত দীপাগ্নিতে পতঙ্গ পতনের ন্যায় সেই কৃষ্ণাগ্নিতে পতিত হইয়া স্ব স্ব জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব আর আমাদিগের রাম কৃষ্ণ সমীপে বীর পাঠাই-বার আবশ্যক করে না। কারণ, প্রেরিত বীরগণেরা গমন করিলেই অগস্ত্য যাত্রা প্রাপ্ত হয়, আর পুনরাগমন করে না। এ বিধায় মথুরানগরী বীর শূন্যা হইয়াছে। এক্ষণে আমি স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিয়া সেই রামকৃষ্ণ নামক বীরদ্বয়ের প্রাণ সংহার করিব। এ বিষয়ে তোমাদিগের মন্তব্য কি তাহা প্রকাশ করিয়া বল।

অমাত্যগণ। হে মহারাজ! রাম কৃষ্ণ সমীপে গমন করা আপনার পক্ষে কোন রূপেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। যদি সেই রাম কৃষ্ণ রাজা বা রাজপুত্র হইত কিম্বা

মহাশয়ের তুল্য বলী হইত অথবা ক্ষত্রিয় হইত, তাহা হইলে আপনি স্বয়ং যুদ্ধার্থে গমন করিলে কোন হানি ছিল না। কেন না, সমতুল্য ব্যক্তির নিকটে যুদ্ধার্থে গমন করাই বীরপুরুষগণের বীরত্বের পরম শ্লাঘনীয় হয়। আমরা শুনিয়াছি সেই রাম কৃষ্ণ সাতিশয় বালক এবং গোপ-নন্দন। অতএব তাহাদিগের নিকটে না যাইয়া, বরং ছলনা দ্বারা এই স্থানে আনাইয়া তাহাদিগের জীবন সংহার করুন। মহাশয়ের তথায় গমন করা কোন রূপেই যুক্তি যুক্ত নহে। এবং সামান্য শত্রু জ্ঞানে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য নহে। কারণ সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গের দ্বারাও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত হইতে পারে। অতএব যে কোন সূত্রে হউক, তাহাদিগকে আনাইয়া স্বাভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হউন।

কংস। হে মন্ত্রিগণ! তবে কি উপায় দ্বারা তাহাদিগকে এস্থানে আনিতে পারা যায়, তাহার মন্ত্রণা কর।

মন্ত্রি। হে মহারাজ! আমি একটি এ বিষয়ের উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি শ্রবণ করুন। আপনি ধনুর্যজ্ঞ ছলে পৃথক পৃথক পত্রের দ্বারা গোপপতি নন্দ এবং কৃষ্ণ বলরামকে নিমন্ত্রণ করুন। তাহা হইলে মহারাজের শাসন ভয়ে সেই গোপরাজ নন্দ অবশ্যই কৃষ্ণ বলরামের সহিতে এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

কংস। হে মন্ত্রিগণ! তোমাদের এ যুক্তি যুক্তিযুক্ত বটে। তোমরা শীঘ্র নগরে ঘোষণা কর যে, কল্য মহারাজ কংসের ধনুর্যজ্ঞ অতি সমারোহ সহকারে সুসম্পন্ন হইবে। এবং এমন এক ব্যক্তি উপযুক্ত পত্রবাহক নিশ্চয় কর যে তদ্দ্বারা অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে।

মন্ত্রি। হে নরনাথ! আপনি অক্রূরকে পত্রবাহক করিয়া প্রেরণ করুণ। তিনিই এ বিষয়ের উপযুক্ত পাত্র।

কংস। বার্ত্তাবহ! তুমি অবিলম্বে অক্রূরকে আনয়ন কর।

বার্ত্তা। যে আজ্ঞা মহারাজ! এই আমি চলিলাম।

অক্রুরের রঙ্গভূমে প্রবেশ।

গীত।

যাদব মাধব, কংসারি কেশব,
কে পারে তোমারে চিন্তে।
তুমি বিশ্বকর, বিশ্বের আধার,
ওহে বিশ্বম্ভর, নাশ ভবচিন্তে॥
হর নিরানন্দ, সচ্চিদানন্দ,
দ্বিজরামচন্দ্র ভণে, পদ প্রান্তে॥

মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক।

কংস। অক্রুর! তুমি অবিলম্বে নন্দালয়ে গমনানন্তর এই পত্র ত্রয় দ্বারা কৃষ্ণ, বলরাম, এবং নন্দকে ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিয়া কল্য প্রাতে কৃষ্ণ বলরামকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদীয় ভবনে পুনরাগমন করিবে। যেন কোন রূপে অন্যথা না হয়।

কংস রাজার আজ্ঞা পেয়ে,
নিমন্ত্রণ পত্রলয়ে,
অক্রুর আনি দিল গোপরাজে।

অশ্রুজলে ভাসে নেত্র,
রামকৃষ্ণের প্রভেদ পত্র,
ঘোষণা হইল এই ব্রজে ।।
ডাকিয়ে কহিল নন্দ,
যত আছ গোপ বৃন্দ,
শ্রীদাম আদি ব্রজ শিশুগণ ॥
সবারে লয়ে প্রভাতে,
যাব আমি মথুরাতে,
প্রস্তুত থাকিবে সর্ব্ব জন ।।
ক্ষীর সর ভারে ভারে,
যার যত আছে ঘরে,
শকট পুরিয়া লয়ে সঙ্গে।
রাম কৃষ্ণের এসম্মান,
রাজা করিয়াছেন দান,
কৃষ্ণ লয়ে যাব কাল রঙ্গে ।।
নন্দের আদেশ পেয়ে,
ক্ষীর সর দধি লয়ে,
প্রভাতে সাজিল গোপ বৃন্দ ।।
যশদারে প্রবোধিয়ে,
কৃষ্ণ বল রাম নিয়ে,
আনন্দেতে চলিলেন নন্দ ।।
উপনিত মধুপুরে,
রাম কৃষ্ণ দেখিবারে,
নগরের সকলে আসিল ।
খঞ্জের হল চরণ,
অন্ধ পেলে দুনয়ন,
কালো রূপে নয়ন যুড়াল ॥
দ্বিজ রাম চন্দ্রের চিত্র, যুড়াইল দুটি নেত্র,
মন দুঃখ সকল ঘুচিল ।
ব্রজ শিশুগণ হৃষ্ট,
নেচে নেচে রাম কৃষ্ণ,
শক্তি গুণ গাইতে লাগিল ॥

গীত ।

কালি কাত্যায়নী, কাল কাদম্বিনী,
কাল নিবারিণী অম্বে ?
সুরনর বন্দিনী, ব্রহ্ম সনাতনী,
পতিত পাবনী তার নিরালম্বে ।।
এভব বন্ধনে, ভয় ভাবি মনে,
রাম চন্দ্র দীনে, হের জগদম্বে ।।

ক্রমশঃ ।

বিজ্ঞাপন ।

এই বিজ্ঞান চক্র বান্ধব কলিকাতা, যোড়াসাঁকো, চাষা ধোবা পাড়া ইষ্ট্রীটের মধ্যে ৩২ নং বাটী হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীবেহারিলাল রায় দ্বারা প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়প্রকাশিত হয় ।

CALCUTTA : PRINTED BY S. C. CHATTERJEE AT THE NEW BENGAL PRESS.

সতাং মনঃপঙ্কজমুৎপ্রকাশকঃ। অসাধুচেতস্তমসাং বিঘাতকঃ ॥
অশেষজীব-ভ্রমনিদ্রিকাহরঃ। উদেতি বিজ্ঞানক-চক্রবান্ধবঃ ॥

১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা] জ্যৈষ্ঠ,—১২৭৮ সাল। [মূল্য চারি পয়সা।

ভাক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-মুদ্গার।

সার সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এবং যোগবাশিষ্ঠে ;—

আত্মস্বভাববশতো
জাতং জগদিদং মহৎ।
স্থিতিং বাসনযাভ্যেত্য
ধর্ম্মাধর্ম্মবশে স্থিতং ॥

অর্থাৎ কর্ম্ম সমূহের বিচার জন্যই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে বিচার স্বরূপ করিয়াছেন। ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত এই লোক সমূহকে যোগ করিয়াছেন। তথা বেদান্তে (২।১।৩৪) বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি। সুতরাং—

অথো যথাত্রৈব মহীমহীন্দ্রঃ
সেবানুরূপস্য ফলস্য দাতা।
তথা জনানাং জগদীশ্বরোঽপি
কর্ম্মানুরূপস্য ফলস্য দাতা ॥

অর্থাৎ, আত্মার স্বভাব বশত এই বৃহৎ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বাসনা দ্বারা স্থিতি লাভ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীনে আছে। কেবল বৈষম্যাভাবের সাপেক্ষ হেতু এই দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। অনন্তর এই পৃথিবীতে সসাগরা-পৃথিবীপতি যেমন প্রজাগণকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলদান করেন ; পরম পিতা পরমেশ্বরও তাদৃশ মানবগণের কর্ম্মানুরূপ ফলদান করেন। তবে যে ঈশ্বর আমার তোমার অনুকূলতা চিন্তা করেন এমত নহে। যে হেতুক তিনি নিত্যেচ্ছাকৃতি বুদ্ধিমান, তাঁহার ইচ্ছা নিত্যা। যথা অগ্নির দাহিকা শক্তি, জলের শৈত্যগুণ, বায়ুর চঞ্চলতা, এবং হরিদ্রাচূর্ণের সংযোগে রূপান্তরাদি নিত্য নিয়ম আছে ; তাহা আপন আপন অদৃষ্টানুসারে প্রাপ্ত হই। তথাহি—

ঈশ্বরেচ্ছানিয়ম্যেন দিক্কালাঃ সহকারিণঃ।
স্বস্বাদৃষ্টেন সর্ব্বেপি ফলভাজঃ শরীরিণঃ ॥

অর্থাৎ, যাদৃশ দিক ও কাল সকল ঈশ্ব-

রের ইচ্ছা নিয়মের সহকারী হয়; তাদৃশ প্রাণী সকল স্বীয় স্বীয় অদৃষ্ট রূপ নিয়মের অনুরূপই কার্য্য করে। অতএব যেমন দ্রব্যত্ব জাতিব্যাপ্য পৃথিবীত্ব জাতি, সেই মত ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যাপ্য অদৃষ্টাদি জানিবে। আর যদ্যপি ঈশ্বর ফল দেন, আমি তদধীন; সুতরাং আমার অদৃষ্টও তাঁহার ইচ্ছাধীন; তবে যে আমার পৌরুষের কার্য্য বৃথা, এমত কহিতে পারি না। যে হেতুক ঈশ্বরেচ্ছা আর দৈব, অর্থাৎ পূর্ব্ব কর্ম্ম এবং পৌরুষেয় অর্থাৎ উদ্‌যোগ এই সমস্তই ফল সাধনেতে পরস্পর অপেক্ষা করে। যথা স্মার্ত্তধৃতবচনং—

দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম।
ত্রয়মেতন্মনুষ্যস্য পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলায় বৈ॥

অর্থাৎ, হে পুরুষোত্তম! দেবশক্তি, পুরুষত্ব এবং কাল, এই তিনটি মনুষ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য মিলিত হয়। মিতাক্ষরায়াং যাজ্ঞবল্ক্য বচনং যথা—

কেচিদ্দৈবাৎ স্বভাবাদ্বা
কালাৎ পুরুষকারতঃ।
সংযোগাৎ কেচিদিচ্ছন্তি
ফলং কুশলবুদ্ধয়ঃ॥

অর্থাৎ, কাহারা কোন উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বা দৈব বশতঃ, কাহারা স্বভাব বশতঃ, কাহারা কাল বশতঃ, কাহারা পুরুষত্ব বশতঃ, কাহারা সংযোগ বশতঃ কার্য্য ইচ্ছা করেন। অত্র দৃষ্টান্তস্তত্রৈব—

যথাহ্যেকেন চক্রেণ রথস্য ন গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

এতেন—

দৈবে পুরুষকারেচ
কার্য্যসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং
পৌরুষং পৌর্ব্বদৈহিকং॥

অর্থাৎ, যেমন কেবল চক্রের দ্বারা রথের গমন হয় না; অর্থাৎ অশ্ব প্রয়োজন করে; এই রূপ পুরুষত্ব ব্যতিরেকে দৈব সিদ্ধ হয় না। সে স্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে পূর্ব্বজন্মের উপার্জ্জিত পুরুষত্বই দৈব। এই মত প্রকৃতিখণ্ডে ৫৭ অধ্যায়ে বিস্তারিত আছে। হে মহাপুরুষ! যে প্রকার অকর্ত্তা হইয়াও সুখে প্রবৃত্তি এবং দুঃখে নিবৃত্তি করিতেছ; সেই রূপ পৌরুষের চেষ্টাও করণ যুক্ত হয়। যদি এ রূপ কহ যে, ঈশ্বর যখন প্রথমে সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, তখন আমার এবং তোমার পৌরুষেয় অদৃষ্ট কোথা ছিল? ইহার দুইটি উত্তর শ্রবণ কর। প্রথম এই যে, সৃষ্টির আদি চিন্তিত নহে। তথাহি বেদান্তে (১।৩।৩০) সমান-নাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধোদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ (১।৪।১৫) সমাকর্ষাৎ (২।১।৭) অসদিতিচেন্নপ্রতিষেধমাত্রত্বাৎ (২।১।১৭) অসদ্ব্যপদেশাদিতিচেন্নধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ। অর্থাৎ সমান নাম রূপ হেতু বৃত্তির অভাবেতে এবং স্মৃতির অদর্শন হেতু অবিরোধ। সমরূপে আকর্ষণ হেতু যদি প্রথম কহ, প্রতিষেধ হেতু তাহা নহে। অন্যায় ছলে যদি কহ, ধর্ম্মান্তর দ্বারা বাক্য শেষ হেতু তাহা নহে। অন্যচ্চ যোগবাশিষ্ঠে স্থিতি প্রকরণে (১২ সর্গে)

একং ব্রহ্ম চিদাকাশং সর্ব্বাত্মকমখণ্ডিতং।
রেখোপরেখাবলিতা যথৈকা পীবরী শিলা॥
তথা ত্রৈলোক্যবলিতং
ব্রহ্মৈকমিতি দৃশ্যতাং।
দ্বিতীয়কারণাভাবাদনুৎপন্নমিদং জগৎ।
তিষ্ঠতি ব্রহ্ম নিষ্কারে প্রতিভামাত্ররূপধৃক্॥

অর্থাৎ, এক চিদাকাশ স্বরূপ ব্রহ্ম অখণ্ড ও সর্ব্বাত্মক। যাদৃশ, এক স্থূল প্রস্তর রেখা হইতে রেখান্তরে যুক্ত হয়; তাদৃশ, ত্রৈলোক্যতে যুক্ত এক মাত্র ঈশ্বর ইহাই দৃষ্টি কর। দ্বিতীয় কারণের অভাব হেতু এই জগৎ উৎপন্ন হয় নাই। প্রতি বিশ্বরূপ জগৎ ব্রহ্ম স্বরূপেতেই আছে। অতএব —

আদ্যন্তে শূন্যেঽত্র জগৎপ্রবাহে
ক্রিয়া ভবেৎ কর্ম্মতএব পুংসাং।
কর্ম্মাপি পুংসাং ভবতি ক্রিয়াতো
বীজাঙ্কুরন্যায়তয়া ন দোষঃ॥

অর্থাৎ, এই আদ্যন্তশূন্য জগৎপ্রবাহেতে মানবদিগের কর্ম্ম হইতেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। পুরুষের ক্রিয়া হইতেই কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। বীজাঙ্কুরের বিস্তারতা হেতু দোষ নাই।

কেন না প্রকাশমান সমস্ত জগৎ ঈশ্বরেচ্ছাতেই উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, সৃষ্টি প্রারম্ভেও অদৃষ্ট ছিল। যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে, সৃষ্টি হউক; তখন আপনি জীব হইয়া জন্মিলেন। তথাহি বেদান্তে (১।৪।২২) অবস্থিতে রিতিকাশ কৃৎস্নঃ। এবং যোগবাশিষ্ঠে।
একস্যানেকসংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষানি লীয়ন্তে বুদ্বুদাইব॥

অর্থাৎ, যেমন সমুদ্রের বুদ্বুদ সকল সমুদ্রেতেই লয় প্রাপ্ত হয়; তাদৃশ অনেক সংখ্যা বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড কোন এক অণুবস্তুর অন্তরে লয় প্রাপ্ত হয়। এবং যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রায়শ্চিত্ত মিতাক্ষরায়াং—

নিঃসরন্তি যথা লোহ-
পিণ্ডাৎ তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্ব-
দাত্মানঃ প্রভবন্তিহি॥

অর্থাৎ, যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে অগ্নি কণা সকল নিঃসৃত হয়; সেই প্রকার আত্মার নিকট হইতে আত্মা সকল উৎপন্ন হয়। এবং যোগবাশিষ্ঠে উৎপত্তি-প্রকরণে (১ সর্গে)—

প্রাগকারণমেবাস
সর্গাদৌ সর্গলীলয়া।
স্ফূরিত্বা কারণং ভূতং
প্রত্যক্ষং স্বয়মাত্মনি॥

অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টির অকারণই ছিল। সৃষ্টিকৌতুক হেতু সৃষ্টি সময়ে স্বয়ংই কারণ রূপে প্রকাশ হইয়া আপনাতে দৃশ্য জগৎ হইলেন। (তথা ৭ সর্গে)

ব্রহ্মণঃ স্ফূরণং কিঞ্চিৎ
যদবাতাম্বুধেরিব।
দীপস্য থাপ্য বাতস্য
তং জীবং বিদ্ধি রাঘব॥

অর্থাৎ, হে রাঘব! বায়ু রহিত সমুদ্রের ও বায়ু রহিত দীপের ন্যায় ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ যে প্রকাশ, তাহাকেই জীব কহে। আর পঞ্চভূত, অর্থাৎ আকাশ বায়ু তেজ জল এবং ক্ষিতির পরমাণু হইলেন। এবং

এই জীবে অহঙ্কার হইলেন। তথাচ যোগ-বাশিষ্ঠে—

স তথা ভূত এবাত্মা স্বয়মন্য ইবোল্লসন্।
জীবতামুপযাতীব ভাবিনামকদর্থিতাং॥
ততঃ স জীবশব্দার্থঃ কলনাকুলতাং গতঃ।
মনোভবতি ভূতাত্মা মননাৎ মৎসরী-
ভবেৎ॥

এবং—

তদেব মনসম্বিত্যা
যাত্যহন্তামনুক্রমাৎ।
রুদ্ধাগ্নিঃ স্নেহনাধিক্যাৎ
স্বাং প্রকাশকতামিব॥

অহঙ্কারবিলাসেন মমতামললীলয়া।
ইদম্মমেতি ভাবেন চেতোগচ্ছতি পীনতাং॥

অন্যচ্চ—

জীবোভূত্বা ভবত্যাশু
বুদ্ধিঃ পশ্চাদহং মনঃ।
মনস্তু ৎ সমুপায়াতা
সংসারমবলম্ব্যতে॥

অর্থাৎ, সেই আত্মা সেই প্রকার হইয়া স্বয়ং অন্য রূপে প্রকাশ হইলেন। অনন্তর ভাবি নাম সমূহ রূপ জীবত্ব পাই-লেন। পরে তিনি জীবশব্দার্থ রূপ কল্পন সমূহত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতের আত্মা স্বরূপ মন হইলেন। এবং মনন প্রযুক্ত মৎসরযুক্ত হইলেন। সেই স্থূল সম্বিৎ হইতে ক্রমে অহংভাব হইল। যেমন কাষ্ঠের আধিক্য হেতু অগ্নি অতিশয় রূপে প্রকাশ পায়; তাদৃশ অহঙ্কারের প্রকাশ দ্বারা এবং মমতারূপ মলের লীলা দ্বারা আমার, এই ভাবেতে মন স্থূল হইলেন। আরও অগ্রে জীব হইলেন, তৎপরে বুদ্ধি হইলেন, তৎপরে মন হইয়া সংসার অবলম্বন করিলেন। তথাচ অদ্ভুত রামায়ণে—

প্রধানং পুরুষঞ্চৈব
তত্ত্বদ্বয়মুদাহৃতং,
তয়োরনাদি র্নির্দ্দিষ্টঃ
কালঃ সংযোগকঃ পরঃ।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি
ভুঙ্‌ক্তে চ প্রাকৃতান্ গুণান্।
আদ্যো বিকারঃ প্রকৃতি-
র্মহাত্মেতিচ কথ্যতে।

বিজ্ঞানশক্তি র্বিজ্ঞাতা
হ্যহঙ্কারস্তদুত্থিতঃ।
স জীবঃ সোঽন্তরাত্মেতি
গীয়তে তদ্বিচিন্তকৈঃ।

সচ বেদয়তে সর্ব্বং
সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু।

অর্থাৎ, প্রকৃতি এবং পুরুষ, এই দুই তত্ত্ব কথিত আছে। ঐ উভয়ের সং-যোজক-কর্ত্তা অথচ আদি-রহিত প্রকৃতি-দ্বয়ের অতীত তাহাকে কাল কহে। পুরুষ, প্রকৃতিতে থাকিয়া প্রকৃতি কার্য্য সকল ভোগ করেন। পুরুষের রূপান্তর; তাহার নামই মহাত্মা। উহাকে বিজ্ঞান-শক্তি কহে। ঐ বিজ্ঞান হইতে অহঙ্কার উত্থিত হয়, তাহাকে জীব কহে। ঐ জীবই অন্তরাত্মা রূপে কথিত হয়। তিনিই উৎপত্তিতে সুখ দুঃখ বোধ করেন। কিন্তু সেই মায়া এবং অহঙ্কার অনিত্য।

যদি বল ঈশ্বর মিথ্যাবলম্বী কি রূপে হই-লেন ? তাহার উত্তর এই, যে, জগৎ প্রসূতি অবিদ্যা মায়া, অর্থাৎ যাঁহাকে প্রকৃতি বলা যায়, তিনি সন্নিধান মাত্র। পুরুষ চেতন, ঈশ্বর সঙ্গ পাইয়া জগৎ-রূপে পরিণাম করেন। যথা—

পুংসঃ সঙ্গসমুজ্ঝিতস্য গৃহিণী
মায়েতি তেনাপ্যসৌ।
অস্পৃষ্টাপি মনঃ প্রসূয় তনয়ং
লোকানসূতে ক্রমাৎ ॥

অর্থাৎ, সঙ্গরহিত পুরুষের মায়া নামে গৃহিণী আছেন। ঐ মায়া নিজ স্বামী কর্তৃক অস্পৃষ্টা হইয়া মনকে প্রসব করেন। পরে ক্রমে যাবতীয় ভুবন লোক সকল প্রসব করেন। অতএব সাংখ্যঃ—অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাৎ লোহবৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং। অর্থাৎ, অন্তঃকরণের মায়া কর্তৃক প্রকাশ হেতু লৌহের ন্যায় অধিষ্ঠান হয়। এবং যোগবাশিষ্ঠে—

সংকল্পোন্মুখতাং যাত-
স্ত্বহংকারোভবত্যতঃ।
চিত্তং চেতো মনো মায়া
প্রকৃতিশ্চেতি নামভিঃ।
ক্বচিন্মনঃ ক্বচিদ্বুদ্ধিঃ
ক্বচিৎজ্ঞানং ক্বচিৎ ক্রিয়া
ক্বচিদেতদহঙ্কারঃ
ক্বচিৎ পুর্য্যষ্টকং মতং।
ক্বচিৎ প্রকৃতিরিত্যুক্তং
ক্বচিৎমায়েতি কল্পিতং।
ক্বচিদর্থ ইতিজ্ঞাতং
ক্বচিৎ চিত্তমিতি স্ফুটং।
প্রোক্তং ক্বচিদবিদ্যেতি
ক্বচিদিচ্ছেতি সম্মতং।
জ্ঞত্ব কর্তৃত্ব ভক্তৃত্ব-
সাক্ষিত্বাদ্যভিমানিনী ॥

অর্থাৎ, অহঙ্কারই সংকল্পেতে উন্মুখ হইয়া চিত্ত, মন, মায়া, প্রকৃতি এই কয় নাম প্রাপ্ত হয়েন। কোন স্থানে মন, কোন স্থানে বুদ্ধি, কোন স্থানে জ্ঞান, কোন স্থানে ক্রিয়া, কোন স্থানে অহঙ্কার, কোন স্থানে পুর্য্যষ্টক, এবং কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে মায়া, কোন স্থলে অর্থ, কোন স্থলে চিত্ত, কোন স্থলে বিদ্যা, কোন স্থলে ইচ্ছা, ইত্যাদি নামেতে কথিত হয়।

যা সম্বিজ্জীব ইত্যুক্তা
তদ্ধি পুর্য্যষ্টকং বিদুঃ।
জীবনাজ্জীব ইত্যুক্তা
মননাচ্চমনঃ স্থিতা।
সংকল্পাচ্চৈব সংকল্পা
বোধাদ্বুদ্ধিরিতিস্থিতা।
অহংকারাত্মতাংযাতা
সৈষা পুর্য্যষ্টকাভিধা।
তাদ্বৈতসমুদ্ভেদৈর্জগন্নির্ম্মাণলীলয়া।
পরমাত্মময়ী শক্তিরদ্বৈতেব বিজৃম্ভতে

এমতে——

আত্মন্যেবাত্মনা ব্যোম্নি
যথা সরতি মারুতঃ।
তথেহাত্মা স্বশক্ত্যৈব
স্বাত্মন্যেবৈতি লোলতাং ॥

অর্থাৎ, জ্ঞত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সাক্ষিত্ব ইত্যাদিতে অভিমান বিশিষ্ট সম্বিৎ স্বরূপ জীবকে পুর্য্যষ্টক কহে। জীবন হেতু জীব

কহা যায়। মনন হেতু মন কহা যায়। সংকল্প হেতু সংকল্পক কহা যায়। বোধ হেতু বুদ্ধি কহা যায়। অহঙ্কারময়ী সম্বিৎকে পুর্য্যষ্টক কহে। জগন্নির্ম্মাণ-লীলা হেতুক অদ্বৈত সমুদ্ভেদ দ্বারা পরমাত্মময়ী শক্তিই অদ্বৈতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। বায়ু যেমন আকাশেতে আত্ম দ্বারা আপনাতে গমন করেন; তাদৃশ আত্মা আপনাতে স্বশক্তি দ্বারা চঞ্চলত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং যেমন সূর্য্য জলাশ্রিত না হইয়াও জলস্থ বিম্বরূপে জলের কম্পাদি ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া কম্পিত হয়েন; তন্ন্যায় সৃষ্টি সংকল্পাব-চ্ছিন্ন জীব, ব্রহ্ম হইতে পৃথক হওয়া মাত্রই অহঙ্কার বিশিষ্ট হয়েন। এমতে অবিদ্যোপাধি ভেদ ভিন্ন হইলে তৎ-ক্ষণাৎ আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন; আমি দ্বিতীয় ঈশ্বর, আমি আপনি হইলাম; অথবা আমি ঈশ্বর হইতে অভেদ, কি আমি ঈশ্বরাধীন্। ঈশ্বর আমার পূজ্য ইত্যাদি অহঙ্কারের বিকারীভূত মানসা-দৃষ্ট ঐ জীবের জন্মিল। সেই অদৃষ্ট, ইন্দ্রাদি কীট পর্য্যন্ত বিশিষ্ট শরীর গ্রহ-ণের এবং সুখ দুঃখের কারণ হয়।

(ক্রমশঃ।)

বুধ সম্ভব নাটক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর দৌবারিকের রঙ্গভূমে প্রবেশ।)

[গীত।]

কোথায় তারক ব্রহ্ম তার হে আমারে।
দ্বারী হয়ে কত কাল রব আর দ্বারে।
পরের অধীন হয়ে, পরের নিকটে রয়ে,
পরের বচন সয়ে, বাঁচি কি প্রকারে।
পরাধীন পারাবার, কর নাথ কর পার,
তোমা বিনে বল আর, বলি আমি কারে॥

[বক্তৃতা।]

ভূতনাথ কা অলঙ্কার রজনীনাথ আওতা হৈ, কোই গোল্‌মাল্ মত্‌কর, চুপ্‌চাপ্ সে বৈট্ রহ, বৈট্ রহ।

আসিছেন নিশাকর শঙ্কর-ভূষণ।
সুশীতল নিরমল যাঁহার কিরণ॥
অতএব সকলেতে শান্ত ভাব ধর।
কথোপকথন সবে পরিহার কর॥

আহা! কি মনোহর, কি মনোহর! হে সভ্যগণ! কি মনোহর, ভুবন প্রফুল্ল-কর নিশাকর মনোহর কর বিস্তার করিয়া নক্ষত্র নিকর সহিত রঙ্গভূমে আগমন করিতেছেন, ভুবনের অন্ধকার হরিতে-

ছেন, চকোর চকোরীর সুধাদানে উদর ভরিতেছেন।

(সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সহিত চন্দ্রের রঙ্গ-ভূমে প্রবেশ।)

চন্দ্রমা।

[গীত।]

আমার মণ্ডলে যদি ইচ্ছা কর বাস।
ভজ তবে ভজ জীব ভজ কীর্ত্তিবাস॥
শিবময় সদাশিব, যদি তাঁরে ভজে জীব,
অশিব থাকে না আর, কাটে মায়াপাশ।
শিবের সদৃশ হয়, চিরকাল সুখে রয়;
হয় হয় হয় তার, পূর্ণ অভিলাষ॥

[বক্তৃতা।]

আমার মণ্ডলে যদি ইচ্ছাকর বাস।
কিম্বা যদি ইচ্ছা কর ভূধর কৈলাস॥
জীব ঘুচে শিব হতে যদি চাও জীব।
সাধনা পূরাতে তবে সাধ সদা শিব॥
দয়াময় হন্ তিনি করুণানিধান।
সেবকে করেন প্রভু সদা কৃপাদান॥
শিবের সদৃশ কেহ নাই নাই আর।
হর বিনে হরি-ভয় নাশে সাধ্য কার॥
দাবানল যে প্রকার হলে বলবান।
মেঘ বিনে নাহি পারে করিতে নির্ব্বাণ॥
সে প্রকার শিব বিনে শমনের ভয়।
নাশিবারে বিশ্বমাঝে দৃশ্য নাহি হয়॥
তাই বলি ওরে জীব ভজ ত্রিলোচন।
আমার মতন হবি শঙ্কর-ভূষণ॥

শঙ্করে সাধিতে জীব নাহি চাই জল।
নাহি চাই ধূপ দীপ নাহি চাই ফল॥
নাহি চাই পট্টবাস নানা অলঙ্কার।
নাহি চাই পরিকর দ্রব্য আর আর॥
শিব বোলে মনে মনে ভক্তি আছে যার।
ভক্তাধীন ভোলানাথ অধীন তাহার॥
নাহি ছাড়ে সদাশিব সে জনার সঙ্গ।
স্পর্শিবারে নারে তারে অশান্ত অনঙ্গ॥
দূরে যায় কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ।
শিব হয়ে পায় সেই শিবের সম্পদ॥
তাই বলি ওরে জীব ভজ ত্রিলোচন।
আমার মতন হবি শঙ্কর-ভূষণ॥

দেব দেব মহাদেব দেবের প্রধান।
দেবতা সমাজে নাই শিবের সমান॥
সর্ব্বক্ষণ শান্ত ভাব কোরে দরশন।
আশুতোষ নাম তাঁর দিল দেবগণ॥
অন্য দেবে পূজিবারে যদি হয় মন।
চাই চাই চাই তার নানা প্রকরণ।
ধূপ চাই দীপ চাই চাই ফুল ফল।
তবে সে সাধক পায় মনোমত ফল॥
পূজাতে যদ্যপি হয় কিঞ্চিৎ ব্যত্যয়।
একেবারে সর্ব্বনাশ সাধকের হয়॥
তাই বলি ওরে জীব ভজ ত্রিলোচন।
আমার মতন হবি শঙ্কর-ভূষণ॥

দেখ দেখ দেখ জীব মায়া যাঁর জায়া।
কিছুই নাহিক তাঁর হৃদয়েতে মায়া॥
ভাণ্ডারী হয়েছে দেখ ধনেশ্বর যাঁর।
কোন ধনে অভিলাষ নাহিক তাঁহার॥
ভুবন হয়েছে যাঁর কৈলাস ভুবন।
শ্মশানে শ্মশানে দেখ তাঁহার ভ্রমণ॥

সংসারী শঙ্কর কিন্তু নহেন সংসারী।
ধনের অধিপ বটে অথচ ভিকারী॥
সুখ দুখ একেবারে দিয়ে বিসর্জ্জন।
শূলপাণি করেছেন ত্রিশূল ধারণ॥
তাই বলি ওরে জীব ভজ ত্রিলোচন।
আমার মত হবি শঙ্কর-ভূষণ॥

(ক্রমশঃ।)

সাবিত্রী-সত্যবান যাত্রা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাজা। বৎসে সাবিত্রী! যখন সত্যবানের আর এক বৎসর মাত্র পরমায়ু আছে,তখন তুমি তাহাকে পরিত্যাগানন্তর অন্য কোন পুরুষকে স্বামিত্বে বরণ কর।

সাবিত্রী। হে পিতঃ! আমি যখন মনে মনে সেই সত্যবানকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি; তখন তিনি অল্পায়ুই হউন, বা দীর্ঘায়ুই হউন, স্বগুণই হউন, বা নির্গুণই হউন; তিনিই আমার স্বামী।

[গীত।]

ক্ষমা কর ওগো পিতা, বোল না ও বাণী।
সেই আমার প্রাণপতি অন্যে নাহি মানি॥
অন্তরে কোরে বরণ, লয়েছি তাঁর শরণ,
এখন আমি তাঁর ধন, এই মাত্র জানি॥
শুনিয়ে বচন তব, করি এই অনুভব,
না হয় বিধবা হব, ভাবনা কি তার;—
পতিছেড়ে অন্য পতি,করে কি আর কুলবতী,
বল দেখি নরপতি, তুমি তো হও জ্ঞানী॥

হে পিত! সেই সত্যবান ব্যতিরেকে আমি কোন মতেই আর অন্যকে বরণ করিতে পারিব না; আপনি এই দুরাশা হইতে ক্ষান্ত হউন।

রাজা। গীতচ্ছলে সাবিত্রীর প্রতি।

[গীত।]

মন দিয়ে শুন কথা, প্রাণের নন্দিনী।
শুনিলে প্রভাতা হবে অজ্ঞান যামিনী॥
প্রকাশিয়ে নিজ ছবি,উদয় হবে জ্ঞান রবি,
প্রফুল্লিতা হবে তোমার প্রবৃত্তি পদ্মিনী॥
রমণী বিধবা হলে,সে জ্বালা না যায় মলে,
পোড়ে তার বিধবানলে যশের ভাণ্ডার;
তাই বলি স্নেহ ভরে, বর তুমি অন্য রে,
সুখে রবে এ সংসারে, হয়ে উল্লাসিনী॥

নন্দিনী! স্ত্রীগণের বৈধব্য যন্ত্রণার সদৃশ আর যন্ত্রণা নাই, আমি সেই কারণেই বলিতেছি, তুমি অন্য বরকে বরণ কর।

সাবিত্রী। হে পিতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য; কিন্তু জীবের অদৃষ্ট ছাড়া তো কোন উপায় নাই?

রাজা। বৎসে! সে কি প্রকার, আমাকে সবিশেষ জ্ঞাত কর?

সাবিত্রী। যে আজ্ঞা, তবে শ্রবণ করুন।

[গীত।]

যদি অদৃষ্টে রয় লিখন।
অবশ্য বিধবা হব কে করে বারণ॥
সীতা গুণবতী, রাম যাঁর পতি,
তাঁহার দুর্গতি করে, ছিল দশানন॥

তেজ্য কোরে তারে, আর বারে বারে;
বোল না আমারে, করিতে অন্যে বরণ॥

হে পিতঃ! যখন অদৃষ্টই সুখ দুঃখের কারণ, তখন আর আপনি আমার নিমিত্তে কাতর হইবেন না; আমি সেই সত্যবানকেই স্বামিত্বে বরণ করিব।

রাজা। বৎসে! অদৃষ্ট ছাড়া যে উপায় নাই তাহা জ্ঞানী মাত্রেই অবগত আছেন; কিন্তু আমি কিরূপে যে, সেই অল্পায়ু হস্তে তোমাকে সমর্পণ করি, অনুক্ষণ তাহাই চিন্তা করিতেছি।

[গীত।]

তাই তোমারে বলি মা যতনে।
ক্যামনে হেরি বিধবা তোয়,
বল্‌মা? বল্‌মা? বল্‌মা হেরি যুগল নয়নে॥
নাহি আর পুত্র কন্যা,
সবে মা তুমি মাত্র, নাই অন্যে,
কাজ কি তোমার সে জনে॥

নন্দিনী! ভানু-বিহীন দিবা, এবং শশী-বিহীন নিশার যথা শোভা হয় না; তদ্রূপ পতি-বিহীনা কামিনীর শোভা হয় না। অতএব, অল্পায়ু সত্যবানকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের অন্বেষণ কর।

সাবিত্রী। হে মহারাজ! আপনি পিতা এবং ভূপতি হইয়া আমাকে পাপ কর্ম্মে নিয়োগ করিবেন না। প্রজা বা পুত্রগণকে পাপে নিরত করা ভূপতির কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

[গীত।]

অধর্ম্ম করিলে লোকে ভূপতি করে শাসন।
রাজার অধর্ম্ম হোলে, রাজ্যের হয় পতন॥
নাহি তব ধর্ম্ম তত্ত্ব, অধর্ম্মে হয়েছ মত্ত;
রবেনা তব রাজত্ব, করি অনুমান;—
হতেছে প্রাণ অবসন্ন, দশদিক হেরি শূন্য,
নব কহে অকর্ম্মণ্য, করো না তুমি রাজন॥

হে পিতঃ! ভূপতির অধর্ম্ম করা কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে।

রাজা। বৎসে! আমি এমন কি অধর্ম্ম করিয়াছি বা করিতে উদ্যত হইয়াছি যে আমার রাজ্য নষ্ট হইবে?

সাবিত্রী। মহারাজ আপনি এখন পর্য্যন্ত অধর্ম্ম করেন নাই; কিন্তু অধর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

রাজা। সাবিত্রী! তুমি কিরূপে আমাকে অধর্ম্ম করিতে অগ্রসর দেখিলে তাহা প্রকাশ্য রূপে জ্ঞাত কর।

সাবিত্রী। যে আজ্ঞা, তবে শ্রবণ করুন।

[গীত।]

দানকরা ধন গ্রহণ কোরে,
দান করে যে অন্য জনে।
তার মতন অধর্ম্মী, পিতা!
বল কে আছে ভুবনে॥

সত্যবানে আমায় দিয়ে,
পুনশ্চ ফিরায়ে নিয়ে,
তুষ্ট হবে কারে দিয়ে বল না আমায়;—

তুমি তায় হবে সন্তুষ্ট,
ধর্ম্ম কিন্তু হবেন্ রুষ্ট,

এ কর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট,
দ্বিজ নবকৃষ্ণ ভনে ॥

হে মহারাজ! আপনি আমাকে অনুমতি করিয়াছিলেন, যে বৎসে! তুমি যাহাকে স্বামিত্বে মনন করিয়া আসিবে আমি অবিচারে তাহাকেই তোমায় সম্প্রদান করিব। এক্ষণে যখন আমি সেই সত্যবানকে স্বামিত্বে মানস করিয়াছি,তখন মহাশয়ের সম্প্রদান করা হইয়াছে।

রাজা। নন্দিনী! যাহা কহিলে তাহা সত্য, কিন্তু আমি প্রাণ ধারণেও সেই অল্পায়ু সত্যবানের করে তোমাকে সমর্পণ করিতে পারিব না।

সাবিত্রী। গীত ছলে রাজার প্রতি।

[গীত।]

বল ভেবে কি হবে এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥
তব আজ্ঞা অনুসারে, বরণ করেছি তাঁরে;
আপনার আজ্ঞা পিতা! কোর না লঙ্ঘন।
কহে দ্বিজ নবকৃষ্ণ বাৎসল্যে হয়ে আকৃষ্ট;
পতিব্রতা ধর্ম্ম নষ্ট, কোর না রাজন ॥

হে মহারাজ! আপনি আমার প্রতি মায়া ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি মায়া করুন,তাহা হইলে আপনার সর্ব্ব বিষয়েই মঙ্গল হইবে। মহারাজ! সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্ত হওয়াই সাধারণের কর্ত্তব্য।

রাজা। সাবিত্রী! সে কি প্রকার?

সাবিত্রী। মহারাজ! তবে শ্রবণ করুন।

[গীত।]

এ জগতে কেহ নহে কার।
মুদিলে নয়ন তারা সব অন্ধকার ॥
দারা সুত কন্যা ধন, কিছুই নহে আপন,
তবে যে বলে আপন, মায়ার বিকার ॥
নবকৃষ্ণের কথা ধর, মহামায়া ত্যাগ কর
মায়া-বশে ভুলনাক, ধর্ম্মের আচার ॥

হে পিতঃ! ধর্ম্ম যে কি রূপ বস্তু তাহাও শ্রবণ করুন।

[গীত।]

তরে জীব ধর্ম্মেতে হে রাজন!
যে না মেনে ধর্ম্মাধর্ম্ম, করে ইচ্ছামত কর্ম্ম,
জন্মান্তরে তাহার মর্ম্ম দুঃখেতে হয় পতন ॥
জানিয়ে ধর্ম্মের মর্ম্ম, কোরনা তুমি অধর্ম্ম;
ভূপতির উচিত কর্ম্ম, ধর্ম্ম আচরণ।
নবকৃষ্ণের ভারতী, শুনহে ধর্ম্মের গতি;
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম অতি,জ্ঞান চক্ষে হয় দরশন॥

নারদ। রাজার প্রতি—

মহারাজ! তোমার তনয়ার বুদ্ধি নিতান্ত স্থির; তুমি কখনই উহাকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। সেই সত্যবানে যে সমস্ত গুণ আছে; তোমার কন্যাতেও সেই সমস্ত গুণ লক্ষিত হইতেছে; অতএব তুমি সেই সত্যবানকেই কন্যা সম্প্রদান কর।

রাজা। হে মহর্ষে! আপনার বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারে এমন ব্যক্তি জগতে নাই। আপনি আমার পরম গুরু,আমাকে যাহা অনুমতি করিবেন আমি তাহাই প্রতিপালন করিব।

নারদ। মহারাজ! আমি তোমাকে অনুমতি করিলাম; তুমি সেই দ্যুমৎসেন-কুমার সত্যবানকেই কন্যা সম্প্রদান কর; এক্ষণে আমি স্বাশ্রমে চলিলাম।

[নারদের প্রস্থান।

রাজা। সাবিত্রীর প্রতি——

বৎসে সাবিত্রী! রাণী তোমার জন্যে অত্যন্ত চঞ্চলা হয়েছেন, তুমি অন্তঃপুরে গমন কর।

সাবিত্রী। যে আজ্ঞা আমি চলিলাম।

(রাণীর প্রবেশ।)

সাবিত্রী। রাণীর প্রতি—

জননি! প্রণাম হই, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

রাণী। এস এস বাছা সাবিত্রী এস!

[গীত।]

আয়কোলে মা বোলে,সাবিত্রী আয় কোলে।
যে অবধি বাছা গেলি দেশান্তর
সে অবধি সদা তাপিত অন্তর,
এখন হেরে তোরে জুড়াল অন্তর;
নিরন্তর মন আনন্দে দোলে॥

না হেরে কন্যার বদন কমল,
জননীর মন হয় কি শীতল,
দ্বিজ নব কহে বাৎসল্য প্রবল,
না হয় অপুত্রার হৃদয় কমলে॥

বাছা! তোমার সমস্ত মঙ্গল তো?

সাবিত্রী। জননী! সাবিত্রী দেবীর কৃপাতে আর তোমার আশীর্ব্বাদে আমার সমস্তই মঙ্গল।

রাণী। গীত ছলে—

[গীত।]

ওমা সুমঙ্গল সমাচার শুনে তোর।
হইল হৃদয় ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা রজনী ভোর।
উদয় হেরে পতঙ্গ, আনন্দে মন পতঙ্গ,
কোরে ইচ্ছা পদ্মসঙ্গ,মধুপানেতে অঘোর।
ওমা চির আশা প্রভাকর প্রকাশিয়ে নিজ কর
নিরাশ শশীর কর করে গ্রাসিল;—
কোরে ক্ষেত্র পরিহার, লুকাল হুতাশ নিহার,
মন দুঃখ নিশাচর নিদ্রাতে হইল ভোর॥

(ক্রমশঃ।)

নন্দ বিদায় যাত্রা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

(কৃষ্ণ বলরাম এবং ব্রজবালকগণের প্রবেশ)

ব্রজবালকগণ। হে কৃষ্ণ! এইতো আমরা মধুপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এই রাখাল বেশে রাজসভায় যাওয়া উচিত নয়। অতএব আমাদিগকে রাজসভা-গমনোচিত পরিচ্ছদ সকল পরিধান করাও, এবং তুমিও পরিধান কর।

কৃষ্ণ। হে সখাগণ! ঐ দেখ এক জন রজক বিপুল বস্ত্র লইয়া আগমন করিতেছে। বোধ হয় ঐ সকল বহুমূল্য বস্ত্র রাজা কংশের পরিচ্ছদ হইবে। অতএব আমি এখনি তোমাদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিতেছি।

[ধোবার রঙ্গ-ভূমে প্রবেশ।]

[গীত।]

ধোবানীকে একলা রেখে যেতে পারিনে।
রাজার বাড়ী ডাক পড়েছে থাক্‌বো কেমনে॥

সে যে আমার প্রাণের পাখী,
হৃদয় পিঞ্জরে রাখি ;
যখন ভাই ঘুমায়ে থাকি, দেখি স্বপনে ॥
ধোবানী পূর্ণিমের শশী,
প্রাণের সহিত ভালবাসি,
বিধু মুখে মধুর হাসি, সদা হয় মনে ॥

প্রশ্ন। ওহে রজক! তোমার ধোবানীর কি গুণে তাকে তুমি ভাল বাস? সে কি বড় রূপসী, না তোমাকে বড় যত্ন করে?

ধোবা। মহাশয়! আমি যে তাকে কি গুণে ভাল বাসি তা আপনি শ্রবণ করুন।

[গীত।]

এত গুণের ধোবানী তাই
ভাল বাসি ভাই।
রাত হোলে যায় বাবুর বাসায়
কেঁদে রাত কাটাই ॥

সকালে যাই আমি ঘাটে,
সাজো বাসি কাচ্‌তে পাটে ;
সে শুয়ে রয় ছাপর খাটে,
পায় ধোরে জাগাই ॥

আমি থাকি টেনা পোরে,
ঢাকাই সাড়ী পরাই তারে ;
মোণ্ডা খাওয়াই ঠোঙাভোরে,
সে বেড়ে দেয় ছাই ॥

কৃষ্ণ। ওরে রজক! তোর ঐ বস্ত্র সমুদয় দ্বারা আমাদিগকে সুসজ্জীভূত কর্।

রজক। আঃ কি আহ্লাদের কতা রে! আমি আমার কাপোড় চোপড় দিয়ে ওদের সাজিয়ে দোবো।

কৃষ্ণ। ওরে না দিলে তোর বিপদ হবে।

রজক। আমি দোবোনা, কৈ কি কর্‌বি কর্ দেখি?

কৃষ্ণ। ওরে তোর, হাতে মাতা কেটে ফেল্‌বো। তুই দিবি কি, না দিবি বল?

রজক। না আমি কখনই দোবো না, একি লুটের মাল না কি?

কৃষ্ণ। ওরে! তবে মজা দেখ্‌বি?

রজক। আঃ মজা দেখ্‌বি! কাল্‌কা যোগী, গাঁড়মে জটা! উনি আবার আমাকে মজা দেখাবেন ; কৈ কি মজা দেখাবি, দেখা দেখি?

কৃষ্ণ। ওরে! তবে মজা দেখবি, এই দেখ, আমি তোর হাতে মাতা কেটে ফেলি। (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্ত দ্বারা রজকের মস্তক চ্ছেদন করিলেন)

(ধোবার পুত্র উচ্চৈঃস্বরে।)—

ওমা! ওমা! বাবা হাঃ মাঃ কাঃ। হাঃ মাঃ কাঃ।

(ধোবানী ও তাহার সইয়ের প্রবেশ)

ধোবানীর গীত—

আমাতে কি আমি আছি সই!
কালার প্রেমে জ্বরজ্বর আমি যেন আমি নই।
ক্ষণেক দেখা কালার সনে,
আর কিছু লাগে না মনে,
মন ভুলেছে বাঁশীর গানে,
মরমেতে মরে রই ॥

রজকপুত্র। ওমা! ওমা! বাবা হা, মা কা, হা মা কা।

ধোবানী। ওরে, তুই কেঁদে কেঁদে কি বোলছিস্?

রজক পুত্র। হা, মা, কা।

ধোবানী। মর! পোড়ার মুখো ছেলে, কি বলে, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে।

পথিক। ওগো! একটি কাল কোলো ছেলে আপনার হাতে কোরে তোমার স্বামীর মাথা কেটে ফেলেছে। তাইতে ও হাঃ মাঃ কাঃ বলে কাঁদ্দেছে।

ধোবানী। আঃ রাম রাম! এই জন্যে হা, মা, কা, কোর্‌ছে; আর কাঁদ্দেছে। আঃ আমার কপাল! ওরে ছেলে! শোন্ শোন্! আর কাঁদিস্‌নে, কাঁদিস্‌নে। চোকের জল মোছ।

[গীত।]

হাবা ছেলে কাঁদিস্‌নে কো আর।
আমি থাক্‌লে বাবা হবে;
বাবার অভাব কি তোমার॥

আমার বিয়ের আগে তুমি,
জন্মে ছিলে যাদুমণী;
এম্‌নি সতী লক্ষ্মী আমি,
আমার গুণে এ সংসার॥

ওরে! তুই আর কাঁদিস্‌নে। তোর এই একটা বাবা মরেছে বৈতো নয়? তার আর ভাবনা কি? আমি তোর তিনুটে বাবা করে দেবো এখন্।

ধোবার ছেলে—

[গীত।]

পরের বাপ্‌কে বাবাবোল্লে শেষ রবেনা।
ছেঁড়া চুলে বাঁধ্‌লে খোঁপা,
দুদিন বৈ তিন দিন যাবে না॥

কি সুখ্ আমি পাব মনে,
আশমেটেনা পরের ধনে,
যেমন বাঁঝার ন্যানা টেনে,
কচি ছেলের পেট ভরে না॥

সই। হ্যাঁলা সই! তোর ভাতার মরাতে তোর চক্ষু দিয়ে একটু জল পোড়্‌লো না? একটু দুঃখু হোল না?

ধোবানী। সই! ভাতার মোরেছে তার আবার দুঃখ কি? তবে যে জন্যে দুঃখ হয়েছে তা শোন্।

[গীত।]

ভাতার মোল তাতে দুখী নোই।
দুখের মধ্যে মাসে দুটো
একাদশী ঘট্‌লো সই॥
সিঁতের সিঁদুর হাতের শাঁখা,
ঘুচে গেল এয়োত্ রাখা;
আর সকলি সুখের লেখা,
মনের কথা তোরে কোই॥

সই! ভাতার মোরেছে তার আবার ভাবনা। হায় রে আমার কপাল! আয় রে বাছা ঘরে আয়। তুই তোর বাপের জন্যে কাঁদ্‌চিস; এতক্ষণ হয়তো পাঁচ ছ জন এসে তোর বাবা হবার জন্যে বোসে রয়েছে। তোর আবার বাবার ভাবনা? আয় ঘরে আয়; ঘরে আয়!

[প্রস্থান।

ব্রজবালক্। হে কৃষ্ণ! তোমার প্রসাদে আমরা উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। কিন্তু মাল্য চন্দন ব্যতিরেকে

পরিচ্ছদের শোভা হইতেছে না। অতএব আমাদিগকে মাল্য চন্দন পরিধান করাও।

কৃষ্ণ। হে সখাগণ! ঐ দেখ এক জন কুব্জা মালিনী মালা এবং চন্দন পরিপূর্ণ চন্দনাধার হস্তে আগমন করিতেছে।

[গীত।]

কুব্জা। রূপে গুণেতে আমি বিদ্যাধরী
আমার মতন আর কে আছে নারী॥
বিধাতা হয়েছে অবুজ্,
আমার পিঠে দিয়েছে কুজ ;
শোবার সময়ে চিত্ হতে নারি॥

শ্রীদাম। ও কুজ্জি! ও কুজ্জি। আয় এইদিগে আয়। এইদিগে আয়।

কুব্জা। আ মরণ আর কি! আঁটকুড়ীর বেটার কথার শ্রী দেখ।

শ্রীদাম। ভাই কৃষ্ণ! ঐ কুব্জা অত্যন্ত কোপনস্বভাবা ও মন্দ বাক্যে আমাকে গালি দিতেছে।

কৃষ্ণ। হে সখে! তুমি কি জাননা যে অন্ধকে অন্ধ, বধিরকে বধির, খঞ্জকে খঞ্জ ও ইতরকে ইতর বলিলে ক্রোধান্বিত হয়। অতএব তুমি উহাকে মিষ্ট বাক্যে শিষ্ট সম্বোধন কর।

হে সখে। তবে তুমিই উহাকে আহ্বান কর।

কৃষ্ণ। ও সুন্দরী! বলি ও সুন্দরী!

[গীত।]

কুব্জা। আমায় কে ডাকলে হে সুন্দরী বোলে।
মধুর স্বরে আমার মন হরিলে॥
শুনে তোমার মধুর স্বর,
হৃদয়ে পশিল শর ;
মন নয়ন আমার রইল ভুলে॥

ওহে তুমি কেহে আমাকে সুন্দরী বোলে ডাক্‌লে? আহা! তোমার মধুর বাক্যে মনঃ প্রাণ সুশীতল হোল।

কৃষ্ণ। ওহে সুন্দরী! আমি তোমাকে ডাকছিলেম ; তুমি আমাদের মালা চন্দন পরিধান করাও।

কুব্জা। আমি কংস রাজার ধনুর্যজ্ঞের মালা চন্দনের জন্যে এই মালা আর চন্দন লোয়ে যাচ্চি। তোমরা একটু দাঁড়াও। আমি ফিরে এসে তোমাদের মালা চন্দন পরাচ্ছি।

কৃষ্ণ। সুন্দরী! তুমি ঐ মালা আর ঐ চন্দন আমাদিগের গলায় অর্পণ এবং অঙ্গে অনুলেপন কোরে দেও।

কুব্জা। ওহে কৃষ্ণ! তুমি যেমন আমাকে সুন্দরী বোলে ডাকছ ; তেমনি যদি আমাকে যথার্থ সুন্দরী কোর্ত্তে পার, তা হোলে তোমার ঐ মনোহর অঙ্গে চন্দন আর গলদেশে মাল্যার্পণ করি।

কৃষ্ণ। সুন্দরী! তার আর আশ্চর্য্য কি; আমি এখনি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিতেছি। তুমি আমাদিগকে মালা চন্দন অর্পণ কর।

কুব্জা। হে কৃষ্ণ! আমি কেবল তোমারি অঙ্গে চন্দন লেপন ও গলদেশে মাল্যার্পণ করিব। ইহাঁরা স্ব স্ব হস্তে, স্ব স্ব অঙ্গে, চন্দন লেপন ও গলদেশে মাল্য পরিধান করুন।

কৃষ্ণ। সুন্দরী! তাহাই হইবে।

কুব্জা। তবে কাছে এসো দিকি। তোমাকে মাল্য চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিই।

(কুব্জা, কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ করিবা মাত্র পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগানন্তর, দিব্য রূপ, অর্থাৎ ভুবনমোহিনী রূপ প্রাপ্ত হইলেন।)

কৃষ্ণ। সুন্দরী! এই দেখ তোমার আর পূর্ব্ব রূপ নাই, এক্ষণে দিব্য রূপ প্রাপ্ত হয়েছ। অতএব তুমি গৃহ প্রস্থান কর। আমারাও চলিলাম।

[গীত।]

কুব্জা। এখন যাও কোথা শ্রীহরি!
দয়া কোরে আজ আমারে হে,
তুমি কোরেছ সুন্দরী নারী ॥
তোমায় আগেতে পারিনে চিন্তে;
কত বলেছি হে মন ভ্রান্তে;
এখন পোড়ে রব পদ প্রান্তে,
তোমায় ছাড়িব না এ প্রাণান্তে,
এতে বাঁচি কি হে প্রাণে মরি ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে রূপ যৌবন-সম্পন্না কোরে কোথায় যাবে? আমি অদ্যাবধি তোমার ঐ চরণে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক দাসীত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলাম।

কৃষ্ণ। সুন্দরী! এক্ষণে তুমি স্বালয়ে গমন কর, পরে তোমার বাসনা চরিতার্থ করিব।

কুব্জা। হে কৃষ্ণ! আমাকে চাতুরী কোরো না। আমি তোমাকে বিলক্ষণ রূপে জানি।

[ধুয়া।]

উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা পঞ্চচূড়া তিলোত্তমা।
এ সব হইতে আমায় করেছ উত্তমা ॥
এরূপ যৌবন আমি কারে সমর্পিব।
চরণেতে রাখ কৃষ্ণ দাসী হয়ে রব ॥

[গীত।]

আমায় ভুলিও না বচনে।
তোমায় জানি ভাল জানি হে!
তুমি মন চোরা শ্রীবৃন্দাবনে ॥
তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস হয় না,
কৃষ্ণ যা বল সে কথা রয় না;
তোমায় বাকী কি হে আছে চিন্তে,
এলে মধুপুরে আমায় ছলতে;
যেমন মজাইলে ব্রজাঙ্গনে ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি আর কি আমাকে ছলনা কোরে ভুলাতে পার? এক্ষণে তুমি যথায় গমন করিবে আমিও তথায় তোমার অনুগামিনী হবো।

কৃষ্ণ। সুন্দরী! আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিতেছি যে কার্য্য সাধন পূর্ব্বক পুনরায় তোমার সহিতে সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে তুমি স্বালয়ে গমন কর।

কুব্জা। তবে দেখো, যেন আমাকে বঞ্চনা কোর না, আমি চলিলাম।

কুব্জায় আশ্বাস করি মদনমোহন।
কংস দ্বারে উপনীত ভাই দুই জন ॥
কুবলা হস্তীরে বধ করিলেন হরি।
দুই দন্ত দুই ভাই নিল ত্বরা করি ॥

চামর মুষ্টিক দুই মল্লে লোয়ে ঊর্দ্ধে।
ভূমেতে আছাড়ি মারিলেন মল্ল-যুদ্ধে ॥
দেখিয়ে কংসের ঘন হোল হৃদি কম্প।
সিংহাসন হোতে বীর মারিলেক লম্ফ ॥
সভাতে উঠিয়া বলে কোথা সেনাপতি।
সমর উদ্‌যোগ সবে কর শীঘ্রগতি ॥

[গীত।]

কংস। ধর ধর, মার শিশু দুজনে।
বধ জীবনে বধ জীবনে;
বাণে জ্বর জ্বর কর দেহ,
তাচ্ছল্য কোরো না কেহ,
বালক বলিয়ে স্নেহ কোরনা মনে ॥

ওদের দেখিতে ঐ শিশু কাল,
কাজে কালান্তক কাল,
বীরত্ব দেখিয়ে হোল সন্দ;
সবে কর কর শর জাল,
রণেতে হোক বিশাল,
শীঘ্র কোরে কাট দুটোর স্কন্ধ;—

দেখে হোল ভয়, কাঁপিছে হৃদয়;
যেন সম্মুখ দাঁড়ায়ে কাল,
এসেছে আমার কাল,
কালান্তক কাল সম হেরি নয়নে ॥

(অনন্তর কংসকে বিনাশ করিয়া কৃষ্ণ, বলরামের প্রতি)

হে বীর! এক্ষণে কংসকে সংহার করিয়া আমরা উভয়ে নিতান্ত শ্রান্তিযুক্ত হইয়াছি, অতএব বিশ্রাম-ঘাটের সোপানোপরি উপবেশন পূর্ব্বক, চলুন বিশ্রামসুখ অনুভব করি।

বলরাম। হে কৃষ্ণ! তবে চল আমরা সেই স্থানে গমন করি।

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞা, তবে অগ্রসর হইয়া গমন করুন।

[পদ্য।]

কংস ধ্বংস করি তবে কৃষ্ণ বলরাম।
বিশ্রাম ঘাটেতে বসি করেন বিশ্রাম ॥
অক্রূর আসিয়া পরে করে নিবেদন।
কংস কারাগারে উভে কর হে গমন ॥

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

যে কোন মহাত্মা বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব পুস্তক সম্বন্ধে যে কিছু পত্রাদি বা অগ্রিম মূল্য বা ডাক-মাসুল প্রেরণ করিবেন, তিনি যেন কলিকাতা, যোড়াসাঁকো, বলরাম দের ষ্ট্রীটের ১৩৩ নং বাটীতে সহকারী সম্পাদক শ্রীবেহারিলাল রায়ের নামে পত্র, মাসুল বা মূল্যাদি প্রেরণ করেন; কিন্তু বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

সর্ব্ব সাধারণকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, যে কোন ব্যক্তি এই বুধ-সম্ভব নাটক, সাবিত্রীসত্যবান বা নন্দবিদায় যাত্রা মুদ্রিত করিবেন, তাঁহাকে আইন আমলে আসিতে হইবেক।

শ্রীবেহারিলাল রায়
সহকারী সম্পাদক।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন "বং [illegible] চং বং" মোহর বর্জ্জিত [illegible] এই বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব গ্রহণ না করেন।

এই বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব কলিকাতা, যোড়াসাঁকো, বলরাম দের ষ্ট্রীটের মধ্যে ১৩৩ নং বাটী হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীবেহারিলাল রায় দ্বারা প্রতি মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।

PRINTED BY S. P. CHATTERJEE, AT THE NEW BENGAL PRESS, 149 MANICKTOLAH ST., CALCUTTA.

সতাং মনঃপঙ্কজমুৎপ্রকাশকঃ। অসাধুচেতস্তমসাং বিঘাতকঃ॥
অশেষজীব-ভ্রমনিদ্রিকাহরঃ। উদেতি বিজ্ঞানক-চক্রবান্ধবঃ॥

১ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা] আষাঢ়,—১২৭৮ সাল। [মূল্য চারি পয়সা।

ভাক্তব্রাহ্ম-মুদ্গার।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

তথা যোগবাশিষ্ঠে——

স্বং স্বং ভাবং বিদিত্বোচ্চৈঃ
রূপ্যানন্তপদং স্থিতা।
রূপং পরিমিতেবাসৌ
ভাবয়ত্যবিভাবিতা॥
ভাবয়ন্তী চিতিশ্চৈত্যং
ব্যতিরিক্তমিবাত্মনঃ।
সংকল্পতামিবায়াতি
বীজমঙ্কুরতামিব॥

অর্থাৎ প্রকৃতি রূপের অনন্তাবস্থায় স্থিতি করত নিজ নিজ ভাব জানিয়া চেতনময় পরমাত্মার চেতন-শক্তি ধ্যান করত, আত্মা হইতে ভিন্ন সংকল্পকে বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রাপ্ত হয়েন। আর এমত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে (৫। ৬) এবং প্রকৃতি খণ্ডের (৬। ২২। ২৩) অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে উক্ত আছে যে, যাঁহারা ঈশ্বরকে অধিক সেবা এবং স্তব করিলেন, তাঁহারা উত্তম হইলেন।

হে মহাপুরুষ! ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে ৬ অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে যে,

"তপস্যা যাদৃশী যাসাং
তাসাং তাদৃক ফলং মুনে।
এবং কৃষ্ণস্য তপসা
সর্ব্ব দেবাশ্চ পূজিতাঃ।
মুনয়ো মনবো ভূপা
ব্রাহ্মণাশ্চৈব পূজিতাঃ॥

অর্থাৎ হে মুনে! যাহাদিগের যে প্রকার তপস্যা, তাহাদিগের সেই প্রকার ফল হয়। এই প্রকার কৃষ্ণের তপস্যা দ্বারা সকল দেবতা, মুনিগণ, মনুসকল, রাজাগণ, এবং ব্রাহ্মণ সমূহ পূজিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ঐ অদৃষ্ট, পূর্ব্ব নাথাকার প্রস্তাবে যাজ্ঞবল্ক্য যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। যথা——

তত্রাত্মাহি স্বয়ং কিঞ্চিৎ
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ স্বভাবতঃ।
করোতি কিঞ্চিদভ্যাসাৎ
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ভয়াত্মকং॥

অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মময় কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করেন; স্বভাবতও কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করেন, এবং অভ্যাস বশতও কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করেন। এমতে শরীর গ্রহণ করিলেই জীবের জন্মাদি ভাণ হয়। তথাচ——

নিমিত্তমক্ষরঃ কর্ত্তা
যো ব্রহ্ম গুণী বশী।
অজঃ শরীর গ্রহণাৎ
স জাত ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

অর্থাৎ গুণ-রহিত, ইন্দ্রিয়-রহিত,ক্ষরহীন ব্রহ্ম; তোমাদিগের জননাদি বিষয়ে কারণ এবং কর্ত্তা। জনন রহিত হইয়াও শরীর গ্রহণ হেতু তাঁহাকে জাত কহা যায়।

হে মহাপুরুষ! যদি বল ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করণে ইচ্ছা করিলেন? তাহার উত্তর ঈশ্বরীয় ইচ্ছা অনির্ব্বচনীয়া। তথাচ বিষ্ণু পুরাণং —

ক্রীড়িতো বালকস্যেব
তস্য চেষ্টাং নিশাময়। (১)

এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণং——

অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ প্রথমঃ
প্রাদুর্ভূত স্তড়িৎ যথা। (২)——

আর যোগবাশিষ্ঠ্যে উৎপত্তি প্রকরণে দ্বাদশ সর্গঃ যথা——

দৈবী কঠিন মায়েয়ং
সংসারস্থিতিবোধনী।
মনোবিলাস সংসারং
ইতি যস্যাং প্রতীয়তে॥

সর্ব্বশক্তে রনন্তস্য
বিলাসোহি মনোজগৎ। (৩)

এবং গীতায়াং——

দৈবীহ্যেষাগুণময়া মমমায়া দুরত্যয়া। (৪)

অর্থাৎ বালকের ন্যায় তাঁহার ক্রীড়া এবং কারিক ব্যাপার শ্রবণ করহ। (১)

সম্পূর্ণ বোধ স্বরূপ প্রাচীন হইতেও প্রথম পরমাত্মা কখনও প্রকাশ পান। (২)

এই কঠিন দৈবী মায়া সংসারের স্থিতির জ্ঞান জন্মাইতেছেন, যাহাতে সংসার মনের বিলাসস্থান জানা হইতেছে। (৩)

সর্ব্বশক্তিমান অনন্তরূপী পরমেশ্বরের বিলাসরূপ মন জগৎরূপ হইয়াছে। আমার এই যে গুণময়ী দৈবীমায়া, অতি কষ্টেতে নাশকে পান। (৪)

দৈবী অকারণীভূতা ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা তর্ক্য নহে। দ্বিতীয় এই যে, যাহার যে সম্পত্তি থাকে,সে তাহা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না; এই মত গুণ বিকার। যথা ধনী লোকের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ও গুণী লোকের গুণ বিস্তার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।

তথাচ,—গুণাঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তন্তে।

গুণ সকল আপনা হইতেই প্রবর্ত্ত হয়। সেই ন্যায় পরমেশ্বরে যে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা জ্ঞানাদি গুণ সম্পত্তি আছে; তাহারা স্বয়ংই প্রকাশ পায়, প্রয়োজন অপেক্ষা করে না। যেমন মণির জ্যোতি আপনিই উদয় হয়।

হে মহাপুরুষ! ইহাতে মোক্ষের অনুপপত্তি হইতে পারে এমন আশঙ্কা নাই। কেন না জ্ঞান গুণের প্রকাশেই মোক্ষরূপ স্বরূপাবস্থার প্রকাশ হয়। তথাপি

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, এই সংসার অসার, রূপ দ্বারা প্রভুর ঐশ্বর্য্য বিস্তার। আর মনুষ্যজাতিরূপে প্রকৃত প্রভূত্ব সংস্থান প্রয়োজন হয়, অতএব সর্ব্বমতেই অদৃষ্টের কারণতা, আর পাপ পুণ্য সেই অদৃষ্ট জন্মায়। সুতরাং ঈশ্বরসেবাদি ব্যতীত পুণ্য নাই। তথাচ গীতা ১৮ অধ্যায়ে, যথা—

যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং
যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য
সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

অর্থাৎ গুণ সকল আপনা হইতেই প্রবর্ত্ত হয়। যাহা হইতে ভূতদিগের উৎপত্তি হয়,যৎকর্ত্তৃক এই জগৎ ব্যাপ্ত আছে, মনুষ্য স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া নিজ কর্ম্মের সিদ্ধি কে লাভ করে।

হে মহাপুরুষ! ঈশ্বরের আজ্ঞা, কি শৃঙ্খলার লঙ্ঘন অথবা পরস্পর দ্রোহাদিতে পাপ হয়। যথা ব্রহ্মখণ্ডে ২৪ অধ্যায়ে——

বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্ম স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।

অর্থাৎ বেদেতে কথিত বিধিকেই ধর্ম্ম কহে, তদ্বিপরীত বিধিই অধর্ম্ম হয়। একারণ ঈশ্বর-সেবার কর্ত্তব্যতা সিদ্ধ হইল।

যদি বল যে অবয়বী জন্তু অনেক আছে তাহারা তো ঈশ্বর সেবা করে না, কিন্তু বিষয় জ্ঞান অন্য সুখকেও প্রাপ্ত হয়; অতএব আমরাও সেই রূপ রক্ত মাংসাদি বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ রূপে বিষয় জ্ঞানীও বটি, তবে আমাদিগের ঈশ্বর সেবার প্রয়োজন কি? যথা, দেবী-মাহাত্ম্যং—

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং
কিন্তুতে নহি কেবলং।
যতোহি জ্ঞানিনোঃ সর্ব্বে
পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥—ইত্যাদি॥

অর্থাৎ মনুষ্য সকল সত্যই জ্ঞানী; কিন্তু যে তাহারাই কেবল জ্ঞানী এমত নহে, যে হেতু পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি সকলেই নিশ্চয় জ্ঞানী। তবে কি কারণে আমাদিগের কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইল?

তাহার উত্তর এই যে, মনুষ্যের মত অন্য জন্তু নহে, কেন না আহারাদি সমস্ত কার্য্য সমান হইয়াও বিশেষ ধর্ম্ম মনুষ্যে আছে। যথা সকল জীবের জীবনের প্রতি জনক জনন্যাদির আনুকূল্যাধীনতাপেক্ষায় মনুষ্যের তাহা গৌরব। আর অন্যান্য পশু সকল নিজ আহারার্থে তাহাদিগের স্বাভাবিকী বিবেচনাতেই দ্রব্য গুণ জানিয়া বিষাদিতে রুচি করে না। কিন্তু মনুষ্য তাদৃশ নহে, বরং ইহারা স্বজাতীয় পরীক্ষিত বস্তু বিনা কোন রূপেই আহারাদি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। যদি দৈবাৎ পরীক্ষা ব্যতীত বন্য বিষফল বা বিষ শাকাদি ভক্ষণ করে, তবে তাহারা,তজ্জন্য প্রাণ বিয়োগ হইলে জীবন পায় না। কিন্তু তাহা অবগত হইলে অন্যে পরীক্ষিত বিবেচক হয়, ইত্যাদি। এবং বিশেষ রূপে যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান মনুষ্যেতেই আছে; তাহার মত অন্য জন্তুতে নাই। এই জ্ঞানের বিশেষ এই, আমরা সামান্য জ্ঞান কহি; ব্যাপ্তি দ্বারা

অনুমান সিদ্ধ কহি। হকীমেরা তাহাকে কুল্লি কহে। যদি কহ কোথা সামান্য কুল্লি জ্ঞান, কোথা ব্যাপ্তি জ্ঞান উভয়ের মহদন্তর দেখি। তাহার উত্তর এই যে "পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে "যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্" ইত্যাদি যে গমক উদাহরণ, সে সামান্য জ্ঞানাধীন জানিবে। অতএব মনুষ্য কার্য্য দ্বারা কারণ অনুভব করিতে পারে। যথা—ঘট দ্বারা কুম্ভকার জ্ঞান হয়, এবং কারণ দ্বারা কার্য্য জানিতে পারে। যথা ফলোদ্দেশী হইয়া বীজবপন করা যায়, এমত অন্যের নাই।

হে মহাপুরুষ! কারণ-জ্ঞান-শূন্য মৃগ পক্ষী আদি আহার দেখিয়া তৎকারণ জালাদি-বিস্তারকের অনুমান করিতে পারে না; বরং অব্যবহিত কারণ দৃষ্টে দণ্ড পতন এবং মনুষ্যালয়ে তণ্ডুলাদি সম্ভব, আর সমবায়ি কার্য্য দৃষ্টে যদিও কারণানুসন্ধান করিতে পারে; অর্থাৎ ব্যাঘ্র-গন্ধ দ্বারা ব্যাঘ্রানুমান; কিন্তু ব্যাঘ্রের পাদচিহ্ন দ্বারা ব্যাঘ্রানুমান করিতে পারে না। অতএব সেই সকল কারণ প্রযুক্ত অদৃষ্ট জনিকা ক্রিয়া মনুষ্যেতেই বর্ত্তিল। তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে ২৪ অধ্যায়ে—

নরশ্চ কর্ম্মজনকো ন সর্ব্বে জীবিনঃ সতি ॥

অর্থাৎ নরই নানাকর্ম্মের জনক; নরকে সকল প্রাণী অতিক্রম করিতে পারে না।

হে মহাপুরুষ! আরও দেখ, যেমন মনুষ্যগণে অন্যান্য জন্তুগণের উপর পরাক্রম করে, তাদৃশ কোন জীব এই মনুষ্যের উপরে পরাক্রম করিতে পারে না। যথা, মনুষ্যগণ ভক্ষ্যাদি মৎস্যাদিকে অতি গভীর জল হইতে এবং আকাশস্থ পক্ষী ও গহন-কাননবাসী মৃগকুলকে জাল ও বড়সী দ্বারা কৌশলে আক্রমণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে; কিন্তু এমত প্রকারে ঐ সকল মীন, কুম্ভীর, কাক, গৃধ্র এবং ব্যাঘ্র ও শৃগালাদির ভক্ষ্য হইলেও মনুষ্যকে তাহারা কৌশলক্রমে আক্রমণ করিতে পারে না। যদি বল যে ঐ সকল জন্তুর স্বাভাবিক দন্ত নখাদি সামর্থ্যের প্রচুরতা প্রযুক্ত স্ব স্ব কার্য্য সাধনে জালাদি ব্যাজ বুদ্ধি-কৌশলের আবশ্যক রাখে না।

হে মহাপুরুষ! তাহার উত্তর এই যে এমতে বিবেচ্য হইতে পারে যে, ঐ সকল জন্তু অপেক্ষায় মনুষ্য দুর্ব্বলাঙ্গ হইয়াও যে তাহাদিগকে অর্থাৎ তিমী মৎস্য ও হস্ত্যাদি মহা পরাক্রমশালী জীবকে আক্রমণ করে, তাহা কেবল বুদ্ধিকৌশল বিনা আর কিছুই নহে। কিন্তু অন্য জন্তুরা মনুষ্যকে বুদ্ধিকৌশল দ্বারা কোন মতেই আক্রমণ করিতে পারে না। এই কারণ অন্যান্য জন্তু হইতে মনুষ্যের বিশেষ বুদ্ধি প্রযুক্ত বিশেষ পরাক্রম-সিদ্ধি আছে। ইহাতে সামান্য জীব হইতে মনুষ্যের বিশেষ কার্য্য স্বীকার্য্য হইল। অতএব এমতে মনুষ্যের ঈশ্বরারাধনা রূপ কর্ম্ম বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা প্রকাশ আছে তাহা শ্রবণ কর। যথা—

কস্তামনাদৃত্য পরানুচিন্তা
মৃতে পশুনসতীং নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যন্ জনং পতিতং বৈতরণ্যাং
স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপান্ জুষানং ॥

অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্ম জন্য পরিতাপ ভোগী নরকে যমযন্ত্রণায় পতিত দেখিয়া পশু ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি পরমেশ্বরের চিন্তাকে অনাদর করে?

হে পাঠক মহোদয়গণ! আমরা ক্ষুদ্র পুরুষকে এই বলি যে, হে ক্ষুদ্র পুরুষ! তুমি কি কিছুই বুঝিতে পার না? যে মহাপুরুষ বিষয়তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগে এমত ব্যগ্র এবং আসক্ত যে, তাহার ঈশ্বরসেবার অবকাশ মাত্র নাই। অধিকন্তু তিনি বুঝিয়াছেন যে, গবাদি পশুর ন্যায় আহারাদি কার্য্য না করিলে, অর্থাৎ আহারে বিচারশূন্য না হইলে শরীরে তেজ বর্দ্ধন হয় না। অতএব যখন পশুগণের ন্যায় যথেচ্ছাহারী হইতে হইল; তখন মনুষ্যের বিশেষ কার্য্য স্বীকারে প্রয়োজন কি? বরং তাহাতে বিষয় ভোগের অল্পতাই ঘটে।

হে পাঠকগণ! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন; যথেচ্ছাহার এবং যথেষ্টাচারাদি কোন মতেই মহাপুরুষের মত নহে; কেন না, অন্য পশু হইতে তাহার বিশেষ কি? তথাচ—

অহিত-হিত-বিচার-শূন্য বুদ্ধেঃ
শ্রুতিসময়ৈর্ব্বহুভির্ব্বহিস্কৃতস্য।
উদর-ভরণ-মাত্র কেবলেচ্ছোঃ
পুরুষপশোঃ পশোশ্চ কো বিশেষঃ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদবিধি মান্য করে না, ও হিতাহিত বিচারেতে বুদ্ধি রহিত এবং যাহার উদর ভরণ মাত্রে ইচ্ছা, এতাদৃশ ব্যক্তির পশু হইতে প্রভেদ কি?

(ক্রমশঃ।)

বুধসম্ভব নাটক।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

(অতঃপর চন্দ্রদেব রোহিণীকে লইয়া নেপথ্যে প্রবেশ করিলে পর অশ্বিনী অন্যান্য ভগ্নি-গণের প্রতি)

পদ্য।

অশ্বিনী। ১।

জন্মাবধি পতি সুখ হোলনা আমার।
বিচ্ছেদ-সাগর হৃদে বয় অনিবার॥
না জানি নাথের মন কিরূপ প্রকার।
মম সম অভাগিনী কেবা আছে আর॥

ভরণী। ২।

সুধু তুমি বোলে নয় তোমার মতন।
জ্বলিতেছি দিবানিশি পতির কারণ॥
করিতেছি সদাকাল মরণ স্মরণ।
তথাপি না হয় দিদি আমার মরণ॥

কৃত্তিকা। ৩।

এক পতি লোয়ে মোরা সাতাশ ভগিনী।
থাকিব অশেষ সুখে দিবস যামিনী॥
সে আশা মহীতে হোল নিরাশা কামিনী।
দুর্জ্জয় সতিনী হোল রোহিণী ভগিনী॥

মৃগশিরা। ৫।

কোথায় সতিনী থাকে জানি হেন গুণ।
কিল মেরে উপলেরে করি আমি চুন্॥
কি বলিব হয় সেটা আমাদের বুন্।
তা নহিলে দেখাতেম আপনারগুণ॥

আর্দ্রা। ৬।

সকলের গুণ আছে পতি ভুলাইতে।
কাহার বিষাদ বল সুস্বাদ লোইতে॥
তা বোলে কি আছে দিদি ভগিনী খাইতে।
সেই ভয়ে এই কাজে না চাই যাইতে॥

পুনর্ব্বসু। ৭।

অদৃষ্টের গুণে দিদি পতি সুখ ফলে।
কিল্ খেয়ে কিল্ চুরি কর গো সকলে॥
কমল নিকর ভাসে পুষ্কর কমলে।
মধুপ কি মধু খায় সকল কমলে॥

পুষ্যা। ৮।

যে কথা কহিলে তুমি সব বোঝা যায়।
বিরহ বেদনা কিন্তু সহা ঘোর দায়॥
জন্মেছি অমর কুলে মরণ কোথায়।
প্রাণ গেলে তার সনে সর্ব্ব দুঃখ যায়॥

অশ্লেষা। ৯।

নাহি চাই ওলো দিদি পতির আশ্রয়।
নাহি চাই ওলো দিদি পতির প্রণয়॥
ভুলেও বিচ্ছেদ বায়ু হৃদয়ে না বয়।
ন-দিদির সুখে সদা সুখোদয় হয়॥

মঘা। ১০।

মর্ মর্ মর্ মাগি তোদেরিত জন্যা।
হয়েছে রোহিণী দিদি পতি কাছে ধন্যা॥
আমরা কি নয় ওলো দক্ষরাজ কন্যা।
একাকী করিবে সুখ ক্যান সে কিজন্যা॥

পূর্ব্বফল্গুনী। ১১।

রোহিণীকে পতি সুখে দেখে পরিতোষ।
সকলে তাহার প্রতি করিতেছ রোষ॥
এ বড় আপ্‌সোস কিন্তু এবড় আপ্‌সোস।
ভুলেও না দাও কেহ স্বনাথের দোষ॥

উত্তরফল্গুনী। ১২।

কি দেখে পতির দোষ দিব বল মোরা।
সাধুবাদ কোন কালে পায় বল চোরা॥
নাথেরে করিয়া চুরি ধোরে হিংসা ছোরা।
কেটেছে রোহিণী দিদি প্রেমের পশোরা॥

হস্তা। ১৩।

হস্তিনী সমান আমি হস্তা নাম ধরি।
নিমেষেতে ত্রিভুবন হস্ত-গত করি॥
কিন্তু দিদি সাধ্য নাই নিজ পতি হরি।
ঠেকেছি সকলে আগে এক পতি বরি॥

চিত্রা। ১৪।

হিংসা কোরে বলা নয়, অথচ বলিতে হয়,
শ্রীপতির অতিশয় দোষ।
সাতাশ রমণী যার, উচিত না হয় তার,
এক জনে করা পরিতোষ॥

স্বাতী। ১৫।

যে কথা কহিলে দিদি,তাহাতো না মানে হৃদি
মন চায় পতিকে সদাই।
অন্তরের ভাব যাহা,কে দেখিতে যায় তাহা,
বাহ্যিকেতে ভাব রাখা চাই॥

বিশাখা। ১৬।

পাইতে পতির কোল, মিছে কর গণ্ডগোল,
সকলেতে প্রণয় না রয়।
প্রণয় যাহারে বলে, দ্বৈতাধিক নাহি চলে,
তিনে তিক্ত, চেরে নষ্ট হয়॥

অনুরাধা। ১৭।

ন-দিদিতো ফাঁকি দিলে,এসো দিদি সবেমিলে
সুধি তার শত্রুতার ধার।
শত্রু নদীপার হেতু,বাঁধিব কৌশল সেতু,
উপরোধ মানিব না আর॥

জ্যেষ্ঠা। ১৮।

যদি চাও মম মত, তব মতে অভিমত,
করিলাগ কহিলাম স্থির।
যাতনা সহে না আর, হেরি সব অন্ধকার,
দিবানিশি নেত্রে বহে নীর ॥

মুলা। ১৯।

এলোমেলো কথা কোস্,পাগলের মত হোস,
কেন তোরা কিসের কারণ।
এত ভাব রবেনাকো, এ প্রণয় সবেনাকো,
কোন বস্তু নহে চিরন্তন ॥

পূর্ব্বাষাঢ়া। ২০।

এ হয় জ্ঞানের কথা, এ কথায় আমি রতা,
তাই নাহি কোই গো বচন।
ঘুচে যাবে সব দুখ, পাইব অশেষ সুখ,
শুভ কাল হোলে আগমন ॥

উত্তরাষাঢ়া। ২১।

অদৃষ্ট ভাবিয়া যদি, বোসে রব নিরবধি,
তবে আর কি হবে কখন।
সুখালে কমল কলি,তাতে কি লো বসে অলি
উড়ে যায় কোরে দরশন ॥

শ্রবণা। ২২।

হাসি পায় কথা শুনে,মরি দিদি তোর গুণে,
ভুলাবার গুণ যদি আছে।
তবে নিজ গুণ ধর, মিছে কেন কেঁদে মর,
দাসী হয়ে কেন রও কাছে ॥

ধনিষ্ঠা। ২৩।

প্রাক্তনে লিখেছে যাহা,কার সাধ্য খণ্ডে তাহা
উত্তরার প্রলাপ বচন।
অদৃষ্টে থাকিলে দুখ,কোথা হোতে হবে সুখ
ও কথা কি কথার মতন ॥

শতভিষা। ২৪।

নারীর সতীন্ হোলে,সে জ্বালা নাযায় গোলে
এক ঘরে সাতাশ সতিনী।
কেন আর দুখরবে, কাতর হোতেছ সবে,
বিধাতা করেছে বিরহিণী ॥

পূর্ব্বভাদ্রপদ। ২৫।

যে দিদির ঘরে যাই, ও কথাটি ছাড়া নাই,
সকলেরি সমান আক্ষেপ।
আমি কিন্তু মন বেঁধে,দুহাতে দুখেরে ছেঁদে
দুরন্তরে করেছি নিক্ষেপ ॥

উত্তর ভাদ্রপদ। ২৬।

বোল না অমন বাণী, সবে করে কণাকাণী,
এর বাড়া দুখ কি গা আছে।
রোহিণী আহ্লাদি হয়ে,আছে সদা পতিলয়ে
ভগিনী বোলেকি কভু বাছে ॥

রেবতী। ২৭।

পড়িয়া নিরাশা নীরে,তুলিতে না পারি শিরে
ক্রমাগত হাবু ডুবু খাই।
নাহি জানি গুণজ্ঞান,নাহি জানি অন্য ধ্যান
পতি সুখ কপালেতে নাই ॥
একবার ভাবি মনে, রহিব না নিকেতেন,
দক্ষালয়ে করিব গমন।
মায়ের নিকটে রব, করিব না দুখ রব,
দেখিব না পতির আনন ॥
পুনরায় ভাবি মনে, যদি তেজি নিকেতনে,
নিন্দা বাদ করিবে সকলে।
পতির আলয়ে রব, সবো সব জ্বালা সব,
জ্বলুক যতই দেহ জ্বলে ॥

(ক্রমশঃ)

সাবিত্রী সত্যবান যাত্রা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাণী। বাছা সাবিত্রী! তোমার বিবাহের বিশেষ পরিচয় দ্যাও।

সাবিত্রী। জননী! আমি অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ কোরে পরে দেখ্‌লেম যে শালদেশের অধিপতি দ্যুমৎসেন ভূপতি দৈবযোগে অন্ধ এবং শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে স্ত্রী পুত্র সহিতে মহারণ্যে বাস কোরে আছেন। তাঁর পুত্রের নাম সত্যবান্; আমি সেই সত্যবানকে মনে মনে পতিত্বে বরণ কোরে এসেছি।

রাণী। ও বাছা! আমি তো তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবনা।

সাবিত্রী। ক্যান মা, তাঁর অন্ধ পিতা বোলে কি তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেবে না? না, তিনি বনবাসী ধনহীন বোলে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেবে না?

রাণী। বাছা! যে জন্যে বিবাহ দোব না তা শ্রবণ কর।

[গীত।]

আমি সকলের মুখেতে শুন্‌তে পাই।
বর্ষাবধি রবে বেঁচে আর তার আয়ু নাই॥
মা হয়ে মা কেমন কোরে,
দু হাতে তোমারে ধোরে,
ফেলি বিধবা সাগরে,
মনে মনে ভাবি তাই॥
ও মা, ব্রতান্তে সাবিত্রীবরে,
ধরেছি তোরে উদরে,
রাখিব সদা অন্তরে,
বিবাহে কাজ নাই!
কহে দ্বিজ কবিবরে,
রাণী তোমার ধরি করে,
বিবাহ দেও সেই বরে,
সুখে রবে ঝি জামাই॥

বাছা। আমি এই জন্যেই তার সঙ্গে তোর বিবাহ দোবনা।

সাবিত্রী। জননী! পিতা কিন্তু আমার বিবাহ দিতেসম্মত হয়েছেন।

রাণী। কি বল্লি, রাজা সেই অল্পায়ুর সঙ্গে তোর বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছেন?

সাবিত্রী। হাঁ মা, পিতা তাঁরই সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছেন।

রাণী। গীত ছলে——

[গীত।]

একান্ত যদি রায়, জামাতা করেন তায়,
প্রাণান্ত কোর্‌বো আমি বিষ খেয়ে।
মা হয়ে কেমন কোরে, বিধবা হেরে তোরে
প্রাণ ধোরে রব আমি ঘরেতে——
যার তনয়ার নাহি পতি,
কেমন সে ভাগ্যবতী,
সে মায়ের মরণ ভালো তার চেয়ে॥
না জানি কোন প্রাণে, অল্পায়ু সত্যবানে
সম্প্রদান কর্‌বেন তোমার মহারাজ—
নবকৃষ্ণের বাণী, কেঁদনা ওগো রাণী,
বিধবা হবে না তোমার মেয়ে॥

রাজা অশ্বপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ভার্য্যার প্রতি——

রাজ্ঞি! আজ আমাকে দেখে অভ্যর্থনা কোর্‌ছ না ক্যান? এবং তোমার নয়নে অবিরল জলধারাই বা পতিত হচ্ছে ক্যান, তাহা জ্ঞাত কর।

রাণী। গীতচ্ছলে——

[গীত]

কি কব তোমায়, ওহে নর রায়,
বিষাদে কাঁদে প্রাণ হে।
শুনিতেছি কোথা আছে সত্যবান,
অন্ধ পিতা তার,তার অল্প প্রাণ,
তারে নাকি তুমি কর্‌বে কন্যাদান,
তারেনাকি তুমি কর্‌বে কন্যাসম্প্রদান হে॥
করেছ ভালো হে দেখে সম্বন্ধ,
জামাতা অল্পায়ু বৈবাহিক অন্ধ,
হায় হায় হে,—
কন্যার প্রতি তোমার নাহি কিছু মায়া,
এত কি অপরাধ করেছে তনয়া,
করেছ হে তুমি দয়া মায়ার গয়া,
করেছ হে তুমি দয়া-মায়ার সমাধান হে॥

———

হে মহারাজ। যদি সাবিত্রী তোমার এত আপদ বালাই হয়ে থাকে,তবে আমি সাবিত্রীকে নিয়ে বনে যাই; তোমার বিবাহ দিতে হবে না।

রাজা। মহিষী! তুমি অনর্থক আমার উপরে অভিমান কোর্‌ছ; অভিমান ত্যাগ কোরে আমার কথা শোন।

রাণী। গীতচ্ছলে——

[গীত।]

দাও হে বিদায়, ধরি তোমার পায়,
কথাতে কাজ নাই হে।
রাজ্য ধনে আমার নাহি প্রয়োজন,
সুখে ভোগ তুমি কর হে রাজন,
কেবল মাত্র আমি লোয়ে কন্যাধন,
কেবল মাত্র আমি লোয়ে কন্যা,
বনে যাই হে॥

আমি হে ভূপতি, মা হয়ে কেমনে,
কন্যার যন্ত্রণা হেরিব নয়নে,
হায় হায় হে—
অত্যন্ত-কোমল রমণীর মন,
সহিতে না পারে পরের বেদন,
না জানি কেমন পুরুষের মন,
না জানি, কেমন পুরুষের,ভাবি তাই হে।

———

হে মহারাজ! আর তোমার কথায় কাজ নাই; এক্ষণে আমাকে বিদায় দেও, আমি সাবিত্রীকে নিয়ে বনপ্রস্থান করি।

রাজা। রাজ্ঞি! তুমি রাগাভিমান পরিত্যাগ কোরে আগে আমার কথা শুনে শেষে যা তোমার ইচ্ছা হয় তাই কোরো।

রাণী। গীতচ্ছলে ——

[গীত।]

কি কথা, কহিবে, কথায় নাই প্রয়োজন।
জ্বালার উপরেজ্বালা দিওনা তুমি রাজন॥
জ্বলিতেছে কলেবর, জ্বলিছে সদা অন্তর,
তবে হয় শীতল অন্তর;
অন্তর হলে জীবন॥
জ্বল্‌তেছি নিরাশানলে,
নেবে না তা বাক্য-জলে,
সে জলে দ্বিগুণ-জ্বলে, ওহে নর বর,—
নিবাতে নিরাশানল চাই হে আশা-পূর্ণজল,
সে জল অতি শীতল।
শীতল হয় তায় হুতাশন॥

———

মহারাজ! আর তোমার কোন কথা কবার আবশ্যক নাই।

রাজা। রাজ্ঞি! আমি কেবল নারদ-বাক্যে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছি।

রাণী। মহারাজ! আপনি কি বিবেচনায় সম্মত হয়েছেন, তা জানি না; কিন্তু আমি হোলে কোন মতেই সম্মত হতেম না।

রাজা। প্রিয়ে! আমি যে জন্য সম্মত হয়েছি তা তুমি শ্রবণ কর।

[গীত।]

শ্রবণে সমস্ত কর হে শ্রবণ।
এবিবাহে আমার কিছু ছিল না তিলার্দ্ধ মন॥
সত্যবানের নাম শুনি,
শিহরিয়ে নারদ মুনি,
অমনি কহিলেন আমায়, শুন হে রাজন,—
তাহারে দিও না কন্যা অল্পায়ু সে জন॥
শুনিয়ে নারদ বাণী,
কহিল আমায় নন্দিনী,
পতিব্রতা ধর্ম্ম নষ্ট, কোর না আমার,—
হই হব বিধবা আমি,
সেই আমার সর্ব্বস্ব স্বামী।
এ কথা শুনিয়ে মুনি কহিলেন আমায়,—
তোমার এ কন্যা সামান্যা নহে,
কর তারে সমর্পণ॥

মহিষী! আমি এই কারণেই সেই অল্পায়ুর সহিতে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছি।

রাণী। (সাবিত্রীর প্রতি) বাছা! যদিও মহারাজ সেই সত্যবানের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছেন, কিন্তু আমি কোন মতেই তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দোব না।

সাবিত্রী। গীতচ্ছলে ——

[গীত।]

কথা শুনে মা প্রাণ ক্যামন করে।
পতির কারণে, ভ্রমিয়ে ভুবনে,
হেরিলাম যত রাজনন্দনে,—
বিনে সেই সত্যবান সবারে হয় পুত্র জ্ঞান,
তাই আমি বরেছি সে বরে॥

রাণী। বাছা! বোলিস্ কি, সেই সত্যবান বই আর সকলকেই তোর পুত্র জ্ঞান হয়?

সাবিত্রী। জননী! আমি কি তোমার সাক্ষ্যাতে মিথ্যে কথা বল্‌ছি।

রাজা। রাজ্ঞি! আর তুমি সাবিত্রীকে কিছু বোল না।

রাণী। মহারাজ! আর বোলে কি কোর্‌বো বলুন? এক্ষণে ওর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

রাজা। তবে আমি বিবাহের দিন স্থির করি?

রাণী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। (বার্ত্তাবহের প্রতি) বার্ত্তাবহ! তুমি অবিলম্বে আচার্য্য ঠাকুরকে আমার নিকটে আনয়ন কর।

বার্ত্তাবহ। যে আজ্ঞা মহারাজ! —— (অনন্তর বার্ত্তাবহ মুক্তকণ্ঠে) আচার্য্য ঠাকুর ঘরে আছ গো, ওগো আচার্য্য ঠাকুর!

(আচার্য্য নেপথ্য হইতে)

[গীত।]

আমারমতন আচার্য্য আর, দেখিতে না পাই।
আমি মোলে কি হবে যে সদা ভাবি তাই।

যে জন মেয়ের বিয়ের তরে,
আমার পাঁজিতে দিন করে,
অবশ্য তার বাসর ঘরে মরে গো জামাই ॥
আসুক্ না যে সন, যে বর্ষ,
মঘা আদি ত্রয়স্পর্শ।
এ সকল দিন বিনে আমার,
পাঁজিতে দিন নাই ॥

(আচার্য্যের প্রতি দেওয়ান)

ওগো আচার্য্য ঠাকুর! তোমার বিদ্যা তো তবে চমৎকার দেখ্‌তে পাই?

আচার্য্য। আজ্ঞা, আজ নতুন নয়। আমার এই রকম '**চেরা বিদ্যা' ভূমিষ্ঠ হয়ে পর্য্যন্ত। আমার বিদ্যার সীমে পরিসীমে নাই।

দেওয়ান। ঠাকুর! কি রকম তোমার বিদ্যা, কোই বল দেখি?

আচার্য্য। যে আজ্ঞা, তবে শুনতে আজ্ঞা হয় ——

[গীত।]

বাপের জন্মে ক, খ, ক্যামন চক্ষে দেখিনে।
দোয়াত কলম্ কারে বলে তাও জানিনে ॥
গুরু মশাই ডাক্‌তে এলে,
পগারে পাত্তাড়ি ফেলে।
দৌড়ে গিয়ে লুকাইতেম্,
পাইখানার কোণে ॥
বাবা ব্যাটা মার্‌তো যে দিন,
গুঁড়ো কোরে ফেল্‌তো সে দিন,
ধুক্‌ড়ি মন্ত্র জান্‌তেম্ বোলে, তাইতে মরিনে॥

মশাই! আমার বিদ্যার দৌড়খানা শুন্‌লেন্ তো?

দেওয়ান। ঠাকুর! তোমার 'চেরা বিদ্যাই' বটে।

আচার্য্য। আজ্ঞা তাতো আগেতেই বোলেছি। এখন আমাকে ডাকলেন্ ক্যান, বলুন দেখি?

দেওয়ান। ঠাকুর! রাজকুমারীর বিবাহের একটি দিন স্থির কোর্ত্তে হবে।

আচার্য্য। (আহ্লাদে হাস্য করিতে করিতে) কি বল্লে, রাজকুমারীর বে হবে?

দেওয়ান। হাঁ ঠাকুর, রাজকুমারীর বিবাহ হবে।

আচার্য্য। (করে করে মর্দ্দন পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে) বলি দাওয়ানজী মশাই! তবে তো ফলারের বড় জাঁক দেখ্‌তে পাচ্চি গা?

দেওয়ান। ঠাকুর, তার কি আর সন্দেহ আছে।

আচার্য্য। হাঁ মশায়? চিঁড়ে মুড়্‌কী না লুচী মণ্ডা গা?

দেওয়ান। আচার্য্য ঠাকুর! ক্যান বল দেখি।

আচার্য্য। আজ্ঞে সে দিন কেষ্ট সেনের বোনের বেতে শেষ রাত্তিরে দেখি কিনা আঁট্‌কুড়ীর ব্যাটারা বোক্‌ড়া চিঁড়ে আর জোলো দোই বের্ কোরে কুটুম্বু আর বর-যাত্তর খাওয়াতে বোস্‌লো। তা কি করি; আমিও সেই সাটে পোড়ে শেষ রাত্তিরে চিঁড়ে ঠুসে, শেষ সকাল বেলা প্রাণ যায় আর কি, এ হেউ! এই মশায়, আজো তার চোঁয়া ঢেঁকুর উটচে।

দেওয়ান। হেঁ ঠাকুর! সেনেরা তো খুব্ ভাল খাওয়ায় শুনেছি?

আচার্য্য। আর মোশায়! আর কি সে পদ্মসেন আছে? এখন সে রাম্‌ও নাই, আর সে অযুদ্ধেও নাই; কেবল চারযুগ-অমর হনুমানটাই বেঁচে আছে।

দেওয়ান। ঠাকুর, বটে! মেয়েটি কেমন?

আচার্য্য। আজ্ঞে, মেয়েটি বড় মন্দ নয়; কিন্তু দোপড়া।

দেওয়ান। ও! তাইতেই; যেমন ব্যাগারে বিয়ে, তেম্নি পগারে ফলার দিয়েছে।

আচার্য্য। বোধ হয়, তাই হবে; কিন্তু এখানকার রকমটা কি বলুন?

দেওয়ান। ঠাকুর! এখানে কি আর কাঁচা রকম হবে, পাকা রকমই হইবে?

আচার্য্য। আজ্ঞে, আদপেটা রকম, না পেটভরা রকম গা?

দেওয়ান। ঠাকুর! আদপেটা কি? পেটভরা রকমই হবে।

আচার্য্য। আজ্ঞে, ফলার টা তবে কবে হবে?

দেওয়ান। ঠাকুর! ফলার কি একদিন হবে, গায়ে হোলুদের দিন হবে, বিবাহের দিন হবে, ফুলশয্যার দিন হবে, বৌ-ভাতের দিন হবে, আবার আমোদ কোরে আরো দুই এক দিন হবে।

আচার্য্য। তাই তো বলি, না হবে ক্যান; রাজার ভাণ্ডার অভাব কি, কিন্তু দাওয়ানজী মশায়! লুচি মোণ্ডা বাঁদ্ধে দেবে তো?

দেওয়ান। ঠাকুর! আর কেউ বাঁদুক আর না বাঁদুক, তুমি যত পার বেঁদে নিয়ে যেও।

আচার্য্য। আজ্ঞে, আপনি কদ্দিন খেউরি হন্‌নি?

দেওয়ান। বিলক্ষণ ঠাকুর, এখন ও সব পাগলামো কথা ছেড়ে দিয়ে বিবাহের দিন স্থির কর।

আচার্য্য। আজ্ঞে, দিন স্থির তো করাই হয়েছে, যখন গায়ে হোলুদের দিন ফলারের প্রথম দিন দেখ্‌তে পাচ্চি, তখন আজকেই গায়ে হোলুদ দিলে ভালো হয় না?

দেওয়ান। সে কি ঠাকুর, তাও কি কখনো হয়ে থাকে? একটা দিন দ্যাখ, তবে তো গায়ে হোলুদ হবে।

আচার্য্য। ক্যান, আজ তো উত্তম দিন, আজকের মতন দিন কি আর এ বছরে আছে?

দেওয়ান। সে কি ঠাকুর! আজ বৈকি আর এ বছরে দিন নাই?

আচার্য্য। কৈ আছে, আজ বৈতো আর সকল দিন কেবল অমাবস্যা, শনি-বার, ত্র্যহস্পর্শ, মঘা বৈতো না। আজি গায়ে হোলুদ দিন্।

দেওয়ান। ঠাকুর, তবু একবার পাঁজি খানা খুলে দেখ না।

আচার্য্য। আঃ আমার পোড়া কপাল! পাঁজি কি আর আমার আছে?

দেওয়ান। সে কি ঠাকুর! তোমার পাঁজি নাই?

আচার্য্য। দাওয়ানজী মশাই! দুঃখের কথা বোল্‌ব কি, বৌ এক দিন বার্ষেকালে ভাত রাঁদ্দে গিয়ে উনুন ধরাতে পারে না, শেষে কি করে, কাজে কাজেই সেই

আমার পৈত্রিক শুক্‌ন পাঁজি খানা দিয়ে চুলো ধরালে, তবে সেই চুলোমুকী আর ঐই চুলোমুকো ভাত খেয়ে বাঁচ্‌লো। বাবা! আপ্‌ ঠাণ্ডা তো জগত ঠাণ্ডা। নৈলে মোরে ছিলুম আর কি।

দেওয়ান। বটে ঠাকুর! তোমার গিন্নী তোমাকে ভাল বাসে ক্যামন?

আচার্য্য। মশাই! সে কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ক্যান, আমার দুঃখে শ্যাল কুকুর কাঁদে।

দেওয়ান। ঠাকুর! সে ক্যামনতর বল দেখি।

আচার্য্য। যে আজ্ঞা তবে শুনে জান্‌।

[গীত।]

বলিতে সে দুখের কথা প্রাণ ক্যামন করে।
নিত্য আমি শুয়ে থাকি একুলাটি ঘরে॥

হোলে আমি নিদ্রাগত,
পাড়ার বাবু আছে যত,
সত্যপীরের সিন্নির মত,
তারে লুট্‌ করে।
না জানি বিধির ক্যামন যোগ,
পরে তারে করে সম্ভোগ,
আমার কিন্তু হোলো না ভোগ,
এক দিনের তরে॥

দেওয়ান। ঠাকুর! তুমি তাকে কিছু বোল্‌তে পার না?

আচার্য্য। আজ্ঞে, আর তাকে কি বোল্‌ব বোলুন্‌? যা বল্‌বার তা হদ্দমুদ্দ বোলেছি।

দেওয়ান। তাকে তুমি কি বোলেছ বল দেখি?

আচার্য্য। আজ্ঞে, তার এই রকম্‌ সকম দেখে তাকে মা বলেছি।

দেওয়ান। ঠাকুর! তাকে শাসন না করে একেবারে খতম্‌ কোরে বসেছ? সেটা মেয়েমানুষ বৈতো না।

আচার্য্য। হুঁ হুঁ বাবা! সে যে ক্যামন মেয়ে তাতো জান না! এই শোন তবে বলি।

(গীত।)

তোমরা হোলে এত দিনে যেতে গো মোরে
কথায় কথায় খেংরা মারে আমাকে ধোরে॥

কথায় তারে আঁটে কেবা,
মেয়ে নয় পুরুষের বাবা,
দেখে শুনে হয়ে হাবা,
আছি চুপ্‌ কোরে॥
দেখিয়ে আমায় পোড়া চ্যালা,
কোর্ত্তে যায় সে কামের খ্যালা,
গুনের মধ্যে হয় না বেলা।
আসে খুব্‌ ভোরে॥

দেওয়ান। ঠাকুর! তবে তো তোমার গিন্নীর বড় গুণ দেখ্‌তে পাই? তাকে একবার আমার কাছে আস্তে পার?

আচার্য্য। ও বাবা, ইনি বড় কম নন্‌! ইনি আমার কাঁটাল্‌ আমার মাথায় ভেঙেই খেতে চান। খেতে হয় বাবা আপনি খাওগে; আমি দালালি টালালি কোর্ত্তে পার্‌ব না।

দেওয়ান। ঠাকুর! তুমি উল্‌টো বোঝ ক্যান? আমি তাকে সাশন কর্‌বার জন্যে ডাক্‌তে বোল্‌ছি।

আচার্য্য। কি বোল্লেন, আপনি তাকে শাসন কর্‌বার জন্যে ডাক্‌তে বোল্‌চেন? হায় রে আমার অদেষ্ট, হুঁঃ! সে আপনাকে না শাসন কোল্লে বাঁচি। সে মস্ত স্যানের মেয়ে, নাম তার চালাক-মোহিনী।

দেওয়ান। ঠাকুর! তোমার সে ভাবনায় কাজ কি, সে স্যানের মেয়েই হোক্‌ আর চালাকমোহিনীই হোক, তাকে ডেকেই আন না।

আচার্য্য। আচ্ছা মশাই, আমি তাকে ডেকে আন্‌চি, কিন্তু তুমি তোমার বাপের মুখ্‌খানিকে বাঁদা পিয়ারারমতন দিব্বি কোরে চট্‌টট্‌ দিয়ে বেঁদেটেদে রেখ। আমার কিন্তু কোন অপরাধ নাই।

(অনন্তর আচার্য্য নেপথ্য অবলোকন পুর্ব্বক উচ্চরবে)

বলি বৌ ঘরে আছ কি? ওগো লক্ষী! ওগো বৌমা! বলি ঘরে আছ, না ব্যাড়াতে গ্যাছ?

(আচার্য্যিণীর রঙ্গভূমে প্রবেশ,— আচার্য্য সভয়ে লুক্কায়িত।)

আচার্য্যিণী।—

[গীত।]

পোড়ার মুখে নাড়ার আগুণ তোর।
একেবারেভুলেচিস্‌কিমুড়োখ্যাংরারকতজোর
মেরে তোরে মেয়ে নাতি,
ভেঙে দোবো বুকের ছাতি,
জ্বালায়ে মদনের বাতি,
সুখে কোর্‌বো নিশি ভোর।
সাধে কি তোর ওপোর চটা,
কিছু নাই তোর রূপের ছটা,
দেখে তোর ঐ দীর্ঘ ফোঁটা,
তাতে কি মন ভোলে মোর॥

আঃ মরণ আর কি! আঁট্‌কুড়ীর ব্যাটা আমায় ডেকে আবার গ্যাল কোথা।

(আচার্য্য প্রকাশ্যে করযোড় পুর্ব্বক)

[গীত।]

শুভক্ষণে বিয়ে কোরেছি।
এমন মাগ পাব না আমি,
মেগের গুণে মরেছি॥
দেখে আমার হীন যোত্র,
ঘুরে ব্যাড়ায় যত্র তত্র,
আমি যেন পুষ্যি পুত্র,
হয়ে সদা রয়েছি॥

[পুনরায় প্রস্থান।

আচার্য্যিণী গীতচ্ছলে—

[গীত]

কোথা গেলি ওরে পোড়ার মুখ্‌!
তোর হাতে যে পোড়ে আমার,
হোল না, এক্‌কড়ার সুখ॥
ইচ্ছে হয় সদা অন্তরে,
পুড়য়ে দিয়ে পোড়া ঘরে,
মনোমত জনে ধোরে,
নিবারি অন্তরের দুখ্‌॥
নাইকো কিছু পেটের ছেলে,
চোলে যাবো তোরে ফেলে,
ব্যাড়াব দু হাত্‌ পা মেলে,
মুনের সুখে ফুলিয়ে বুক॥

আচার্য্য। (প্রকাশ্যে) বলি দাওয়ানজী মশাই! এখন চোক বুজলেন্ যে, আমি তো তখনিই বোলেছিলুম যে, সে তেমন মেয়ে নয়।

আচার্য্যিণী। (আচার্য্যের প্রতি)—— বলি হ্যাঁ রে মুকুপোড়া—কালামুকো! তোর আজো কি একটু আক্কেল হোল না? আঃ মরণ আর কি! আঁটকুড়ীর ব্যাটা মোলেই বাঁচি।

আচার্য্য। (করযোড়ে) আজ্ঞে জননী! আমার আক্কেল হবে কি; আপনার রকমসকম দেখে আমার আক্কেল গুড়ম্ হয়ে গ্যাছে।

আচার্য্যিণী। হাঁ রে কালামুকো! আমি তোর মা হই, না মাগ হই রে?

আচার্য্য। আজ্ঞে, আপনি মাগ হবেন ক্যামন কোরে? আপনি কি মাগের গ রেখেছেন? গয়ে যে গোবর দিয়ে বোসে-চেন। তা কি মনে নাই, না জানেন্ না।

আচার্য্যিণী। আচ্ছা মুকপোড়া, আগে ঘরে চল্, তার পর যা কর্‌বার তা কোর্‌বো অখন।

[আচার্য্যিণীর প্রস্থান।

আচার্য্য। আহা, বেটীর কি মিষ্টি কথা রে, যেন মধু মাখা রে।

রাজাঅশ্বপতি। দাওয়ানজী! আচার্য্য ঠাকুর এসেছেন কি?

দেওয়ানজী। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, তিনি সভায় আস্‌ছেন।

আচার্য্য। মহারাজের জয় হোউক, জয় হোউক, জয় হোউক।

রাজা। আসুন আসুন আচার্য্য ঠাকুর আসুন। ঠাকুর! আমার কন্যার একটি বিবাহের দিন স্থির কোর্ত্তে হবে।

আচার্য্য। মহারাজ! যখন পাত্রের আর এক বৎসর মাত্র পরমায়ু আছে, তখন আর দিন খ্যান দেখে কি হবে বলুন।

রাজা। ঠাকুর! আপনি উত্তম কথা বলেছেন। ওহে পারিষদগন! তোমারা অবিলম্বে বিবাহোচিত দ্রব্য সকল প্রস্তুত কর; আমি অন্তঃপুরে চল্লেম্।

আচার্য্য। মহারাজের অনুমতি হয় তো আমিও প্রস্থান করি।

রাজা। আচ্ছা, আপনি তবে আসুন।

আচার্য্য। যে আজ্ঞে, মহারাজের জয় জয়কার হউক।

(ক্রমশঃ)

নন্দ বিদায় যাত্রা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কৃষ্ণ কন্ কারাগারে কিবা প্রয়োজন।
সে খানে সুহৃদ এমন আছে কোন্ জন॥
দ্বিজ রামচন্দ্র বলে ওহে দয়াময়।
জানিয়ে সকল তত্ত্ব হতেছ বিস্ময়॥

(অক্রুরের পুনরাগমন ও কৃষ্ণের প্রতি)

হে কৃষ্ণ! তুমি অশান্ত দুর্দ্দান্ত মহাবলবন্ত দুর্ম্মতি কংসাসুরকে সংহার করিয়া সসাগরা ধরাধামকে সুশীতল করিলে। কিন্তু তোমার জনকজননী এখন পর্য্যন্ত

দুরাত্মা কংসাসুরের কারানল হইতে সুশীতল হইতে পারেন নাই। অতএব তোমারা অনতি কাল মধ্যে কংস-কারাগারে যাইয়া তোমাদিগের পিতামাতাকে কারামুক্ত কর।

কৃষ্ণ। হে অক্রূর! আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না। আমার জননী যশোমতী ব্রজধামে বিরাজমানা রহিয়াছেন; এবং পিতা নন্দ আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছেন, তবে আমার কোন্ জনকজননী কংস কারাগারে আবদ্ধ আছেন, তাহা আমাকে সবিশেষ জ্ঞাত কর।

অক্রূর। হে কৃষ্ণ! তবে তুমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। নৃপাধাম কংস দেবকী নাম্নী স্বীয় ভগিনীর মদাগ্রজ মহামতি বসুদেবের সহিত পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া ভগিনী ও ভগিনীপতিকে রথারূঢ় পূর্ব্বক স্বয়ং সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরমাহ্লাদে মথুরায় আসিতেছিল, এমন সময়ে তাহার কর্ণকুহরে এই মাত্র দৈববাণী প্রবৃষ্ট হইল যে, "রে কংস! তুমি তোমার যে ভগিনীকে লইয়া পরমাহ্লাদে গৃহ গমন করিতেছ, তোমার ঐ স্বসার অস্টম-গর্ভজ সন্তান তোমাকে যথাসময়ে সংহার করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।" পাপপরায়ণ কংসের কর্ণকুহরে এই রূপ দৈববাণী প্রবেশ করিবা মাত্র, ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় কক্ষস্থিত অসিকোষ হইতে অসিনিষ্কাসিত করিয়া বসুদেব ও দেবকীরে বিনাশ করিতে উদ্ধত হইল। ঐ সময়ে দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন। হে বীর! তুমি ইহাদিগকে বিনষ্ট করিও না। তোমার এই ভগিনীর অষ্টম-গর্ভ হইতে বহুকাল বিলম্ব আছে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব কলিকাতা, যোড়াসাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রীটের ৩২ নং বটী হইতে সহকারী সংপাদক শ্রীবেহারিলাল রায় দ্বারা প্রতি মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।

PRINTED BY S. P. CHATTERJEE AT THE NEW BENGAL PRESS, 149, MANICKTOLAH STREET, CALCUTTA:

সতাং মনঃপঙ্কজমুৎপ্রকাশকঃ। অসাধুচেতস্তমসাং বিঘাতকঃ॥

অশেষজীব-ভ্রমনিদ্রিকাহরঃ। উদেতি বিজ্ঞানক-চক্রবান্ধবঃ॥

১ ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা] শ্রাবণ,—১২৭৮ সাল। [মূল্য চারি পয়সা।

ভাক্ত ব্রাহ্ম মুদ্গর।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

হে পাঠকগণ! মহাপুরুষ কহেন যে, যে ব্রহ্ম সেই জীব এবং ইচ্ছা ও বিষয় তাহাতে কিছু ভেদ নাই, তবে আমাদের বিষয় চেষ্টা করার প্রয়োজন কি?

ক্ষুদ্রপুরুষের উত্তর। এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কেন না, যদি জীব ও ব্রহ্ম এবং বিষয়, সকলই এক হয়, তবে তুমি সুখীও নহ, দুঃখীও নহ এবং এমন বুদ্ধিও নাই; তবে উত্তম খাইব অধম খাইব না; সুখী হইব, দুঃখ সহিব না, এমন বুদ্ধি কেন কর? যদি এ রূপ বুদ্ধি কর, তবে সুতরাং অহঙ্কার আছে। তথাহি——

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

অর্থাৎ আত্মা অহঙ্কারেতে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণ কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ কর্ম্মের আপনাকে কর্ত্তা করিয়া জানেন। তথাচ বৃহন্নারদীয়ে——

আত্মনো দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরাপর বিভেদতঃ।
দ্বে ব্রহ্মণী বদিতব্যে ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতি॥

অর্থাৎ পরাপর ভেদ হেতু আত্মার ভেদ দুই প্রকার কহে; তজ্জন্য ব্রহ্মকে দুই প্রকার জানিবে, ইহা অথর্ব্ব শ্রুতি কহেন। গুণরহিত পরমাত্মা, অহঙ্কার যুক্ত অন্যাত্মা। যখন অহঙ্কার লোপ হয়, তখন জীব মুক্ত হয়; তাহার প্রমাণ বেদান্তাদি গ্রন্থে এবং বৃহন্নারদীয় ৩১ অধ্যায়ে——

যদাত্বভেদ বিজ্ঞানং জীবাত্ম পরমাত্মনো।
ভবেত্তদা মুনি-শ্রেষ্ঠাঃ পাশছেদোভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ হে মুনি-শ্রেষ্ঠ সকল! যখন জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান হয়, তখনই পাশ ছেদ হয়। আর যে জ্ঞানে ঐ অহঙ্কারকে নষ্ট করে, সেই ব্রহ্ম জ্ঞান; এমন জ্ঞান হইলে সুখ দুঃখ অনুভব থাকে না। তাহার নিদর্শন এই যে ভেদ, ভ্রান্তি-

জ্ঞানাধীন সুখ দুঃখ, তথাচ "ভ্রান্তি জ্ঞানবত্বং পুরুষত্বং" নতুবা বস্তুতে সুখ দুঃখ নাই। যেমন এক চটে শয়ন করিয়া কেহ সুখী হয় আবার সেই চটে শয়ন করিয়া অন্যে দুঃখী হয়। তথাচ বিষ্ণু পুরাণং দ্বিতীয়াংশে ষষ্ঠাধ্যায়ে —

মনঃ প্রীতিকরঃ স্বর্গো
নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরক স্বর্গসংজ্ঞেবৈ
পাপ পুণ্যে দ্বিজোত্তম।
বস্ত্বেকমেব দুঃখায়
সুখায়েষোদ্ভবায়চ।
কোপায়চ যতস্তস্মাৎ
বস্তুবস্ত্বাত্মকং কুতঃ।
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা
পুনর্দুঃখায় জায়তে।
তস্মাৎ দুঃখাত্মকং নাস্তি,
নচকিঞ্চিৎ সুখাত্মকং।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং
সুখ দুঃখাদি লক্ষণঃ॥

অর্থাৎ হে দ্বিজোত্তম! মনের প্রীতি যাহাতে হয় তাহাকেই স্বর্গ কহে, আর যাহাতে মনের অপ্রীতি জন্মে তাহাকেই নরক কহে। নরক ও স্বর্গকে পাপ এবং পুণ্য রূপে কথিত হইয়াছে। যেহেতু যে এক বস্তুই দুঃখ সুখ ইন্ট কোপের নিমিত্ত হয়; সেই হেতু বস্তুস্তর কোথায়। এক বস্তুই দুঃখের কারণ হইয়া পশ্চাৎ সুখের কারণ হয়। সেই হেতু দুঃখময় বা সুখময় কিছুই নাই। ইহা মনের সুখ দুঃখ স্বরূপ পরিণামাবস্থা মাত্র। এবং বেদান্তে (২।৩ ৪৩)——

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু রহিত
প্রতিসিদ্ধা বৈষর্ম্যাদিভ্যঃ।

অর্থাৎ যত্নাপেক্ষ্য বস্তু নিষ্ফলতাদি হেতুক চিরপ্রসিদ্ধ থাকে না। এই মত শোক ও মমতা, জন্য মাত্র জানিবে। যথা প্রবোধচন্দ্রোদয়ে; মার্কণ্ডেয় পুরাণং——

মার্জ্জার-ভক্ষিতে দুঃখং
যাদৃশং গৃহ কুক্কুটে
নতাদৃঙ্ মমতা শূন্যে
কলবিঙ্কেঽথ মূষিকে।

অর্থাৎ বিড়াল কর্ত্তৃক, পালিত কুক্কুট ভক্ষিত হইলে যাদৃশ দুঃখ হয়, অপালিত চড়ুই বা মূষিক ভক্ষণ করিলে তাদৃশ দুঃখ হয় না। হে মহাপুরুষ! যদি বল ঈশ্বর রোগ শোকাদি দুঃখ কেন করিলেন? যে হেতুক পরমেশ্বর কর্ত্তা, তাঁহার সমস্তই সুখময় করিতে বাধা কি ছিল? উত্তর, যদি ঈশ্বর দুঃখ না করিতেন, তবে সুখানুভব কি রূপে হইত? অতএব মনু —

কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবচয়েৎ।
দ্বন্দ্বৈরয়োজয়চ্চেমাঃসুখ দুঃখাদিভিঃপ্রজা॥

অর্থাৎ কর্ম্মের ভেদ নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্মকে সংস্থাপন করিয়াছেন। ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত এবং সুখ দুঃখাদির সহিত এই প্রাণী সকলকে যুক্ত করিয়াছেন। কিঞ্চ——

অপ্রার্থিতানি দুঃখানি
যথৈবায়ান্তি দেহীনাং।
সুখান্যপি তথা মন্যে
দৈবমত্রাতিরিচ্যতে॥

অর্থাৎ অপ্রার্থিত দুঃখ সমূহ যেমন স্বয়ং আইসে, সুখ সমূহও তাদৃশ স্বয়ংই

আগত হয়; এই দুই হইতে আত্মভাব ভিন্ন জানিবে। অতএব সকল বিষয়ই ঈশ্বর, ইহা জ্ঞান হইলে বাসনা জন্য সুখ দুঃখ থাকে না।

(ক্রমশঃ)

ভাক্ত বিবাহ।

আগা গোড়া নূতন কারখানা।

পদ্য।

পূর্ব্বদেশে ঢাকা নামে আছে এক পুর।
হেতা হোতে সে নগর হয় বহু দুর॥
তথায় সুমতি নামে কোন গুণাকর।
ঢাকা ভাবে বাস করে ঢাকার ভিতর॥
না জানি তাহার গাঁই গোত্র জাতি মেলে।
শুন্তে পাই গুণাকর হিঁদুদের ছেলে॥
নাহি তার পিতা মাতা ভগ্নী কিম্বা ভাই।
ভুত হয়ে আছে দিয়ে ভুতের দোহাই॥
এক মাত্র নারী তার এক মাত্র পোলা।
রমণী কৌপীনি আর পুত্র হয় বোলা॥
ছেলেটির রূপ গুণ অতি অনুপাম।
বয়েসে চব্বিশ হবে ব্রহ্মদাস নাম॥
এক দিন নিশি যোগে ব্রহ্মের জননী।
কহিতেছে সুমতিরে শুন গুণমণি॥
ছেলেটি ডাগর হ'য়ে উঠেছে আমার।
বিবাহের চেষ্টা তুমি শীঘ্র কর তার॥
অত বড় ছেলে থুব্‌ড়ো ভাবে ঘরে রয়।
এবার বিয়েটি কিন্তু না দিলেই নয়॥
ঘটক ঠাকুঝি আজ বোলেছে আমাকে।
ভালো কোনে এনে দেবো বলিস্ দাদাকে॥
পায়ে ধোরে আমি নাথ বলি বার বার।
এবার আনিলে কোনে ফিরায়োনা আর॥
বোলেছিলে ব্রহ্মদাস হইলে রোজ্‌গারী।
তবে আর বিয়ে দোষ দেখে সুকুমারী॥
রোজ্‌গারী হয়েছে বাছা দু তিন বছর।
তবু তার বিয়ে দিতে না হও সত্বর॥
শীঘ্র যদি বিয়ে তুমি নাহি দেও তার।
নিশ্চয় গিলিয়ে বিষ মরিব এবার॥
সুমতি কহিছে প্রিয়ে হোয়ো না চঞ্চল।
সুকন্যা আনিয়ে কুল করিব উজ্জ্বল॥
যে দিন বিবাহ দিতে হবে মম মন।
সে দিনেই বিয়ে দিব এই মম পণ॥
ব্রহ্মেরে সঁপিতে কন্যা এ ঢাকা নগরে।
মেয়ে নিয়ে কত লোক খোসামোদ করে॥
পাছে ছেলে বিগ্‌ড়ে যায় কোরে সেই ভয়।
তাই বিয়ে দিতে প্রিয়ে মন নাহি হয়॥
একান্ত যখন মন হয়েছে তোমার।
তখন বিবাহ দেোয়া উচিত আমার॥
অতএব আর প্রিয়ে বিবাহ কারণ।
হোয় না উৎকণ্ঠা তুমি স্থির কর মন॥
অতঃপরে উভয়েতে অগাধ নিদ্রাতে।
কাটাইয়া বিভাবরী উঠিল প্রভাতে॥
সুমতি ধুইয়ে মুখ আসিয়া বাহিরে।
কহিছে দাসের প্রতি অতি ধীরে ধীরে॥
শুন বাপু সনাতন এই চিঠি নিয়ে।
বৈকুণ্ঠ বাবুর হাতে শীঘ্র এসো দিয়ে॥
যে আজ্ঞা বলিয়ে সোনা চিঠি নিয়ে করে।
বৈকুণ্ঠ বাবুরে দিয়ে ফিরে এলো ঘরে॥
সুমতি কহিছে সোনা, মোড়া আছে যেথা।
শীঘ্র কোরে নিয়ে এসে পেড়ে রাখ হেথা॥
যে আজ্ঞা বলিয়া সোনা কোরে তাড়া তাড়ি
গোটা কত মোড়া নিয়ে এলো বার বাড়ী॥
সুমতি পাতিয়ে মোড়া আপনার করে।
আপনি বসিল এক মোড়ার উপরে॥

মুখেতে চুরুট গোঁজা করে ধূম পান।
পিক পিক পিক ফ্যালে ম্লেচ্ছের সমান॥
ব্রহ্মদাস বৈ নিয়ে বাপের সদনে।
পড়িতেছে ফিলজফি বোসে এক মনে॥
এমন সময় তথা এমন সময়।
সুমতির ফ্রেণ্ডগণ হইল উদয়॥

বৈকুণ্ঠনাথ বাবু, মণিভদ্র বাবু, ক্ষেত্রদাস বাবু, হীরণ্যকুমার বাবু ও দ্বিজদাস, কৃষ্ণদাস, এবং বৈষ্ণবদাস বাবু, প্রভৃতি সুমতি মহাশয়ের বন্ধুগণ আসিবা মাত্র, সুমতি মহাশয় গাত্রোত্থান কোরে ওয়েল! গুড্‌মরণিং গুড্‌মরণিং; কোয়াইট্ ওয়েল অল্ অফ্ ইউ?

বৈকুণ্ঠ বাবু। ইয়েস্,আউয়ার নোবল্ ফ্রেণ্ড! উইআর্ অল্ ওয়েল।

অতঃপর সকলে রাঙা চাম্ড়ার গোদি মোড়া এক একটা বেতের মোড়ার উপরে উপবেশন করিলে পর সনাতন আট আঙ্গুল মাপের এক একটি ম্যানেলা শিগার, আর এক্‌খেই দোড়ির মুখে একটু আগুন দিয়ে বাবুদের হাতে দিলে। বাবুরা সেই দোড়ির আগুণে চুরুট্ ধোরিয়ে সাহিবি আনা মেজাজে চুরুট্ ফুঁকতে আরম্ভ করিলেন। ধোঁয়ার গন্ধে কত শকুনি উড়তে লাগ্‌লো। চুরুট্ ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে বৈকুণ্ঠ বাবু সুমতি মহাশয়কে বোল্লেন, ফ্রেণ্ড! আমাদের আস্‌বার জন্য লেটার পাট্‌য়েছ ক্যান বল দেখি?

সুমতি। ফ্রেণ্ড বল্‌ছি তবে। আই সে ব্রহ্মদাস! ইউ বেটার গো ফ্রম্ হিয়ার। ব্রহ্মদাস তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গমন করিল। সুমতি বন্ধুগণকে কহিতে লাগিল।

শুন কোই ফ্রেণ্ডগণ সবার গোচরে।
পড়েছে বিষম এক কার্য্য মমপরে॥
সহিতে তাহার ভার একা সাধ্য নাই।
পত্রযোগে তোমাদের ডাকিয়াছি তাই॥
কৃপা কোরে এ ফ্রেণ্ডেরে কাঁধ দিয়ে সবে।
গুরুভার হোতে ভাই বাঁচাতেই হবে॥
ফ্রেণ্ড বিনে অন্য কোরে দেখ এ সংসার।
হইতে দায়ের দায়ী কেহ নাই আর॥
অতএব বন্ধুগণ করি নিবেদন।
পুত্রের বিবাহ দিতে করিয়াছি মন॥
কোন মতে একর্ম্মেতে যাতে পাই পার।
সুলভ উপায় ভাই চিন্তা কর তার॥
বলিতে কি লজ্জা বল ফ্রেণ্ড্‌দের কাছে।
কড়া মাত্র কড়ি যদি এ * * আছে॥
ছেলেটির সার মাত্র করা বি, এ, পাস।
গুটি ষোল টাকা আনে বোল্‌তে উপহাস॥
নটি মাত্র টাকা আমি পেন্‌সনের আনি।
কাজেই খরচে ভাই হয় টানাটানি॥
আমাদের বিবাহেতে ব্যয় বড় ভাই।
ক্যামনে বিবাহ দিব মনে ভাবি তাই॥
চার, পাঁচ, ছয়, শত নিয়ে আগে পণ।
তবে বরে করে শেষে কন্যা সমর্পন॥
ঐ এক মোটা ব্যয় এ দিকে আবার।
বিলক্ষণ দিতে হয় স্বর্ণ অলঙ্কার॥
যেন তেন প্রকারেন সমস্ত বিবাহ।
দুহাজার ন্যূনে নহে করিতে নির্ব্বাহ॥
কি কোরে যে এই দায়ে হবো আমি পার।
কিছুই নিশ্চয় বন্ধু নাহি পাই তার॥
কোন মতে বিয়ে দিতে মন নাহি হয়।
অথচ বিয়েটা কিন্তু না দিলেই নয়॥
বরঞ্চ দুদিন আমি থেমে যেতে পারি।
গিন্নীর না হয় মন বিষম ঝকমারি॥

তার মন এই কাজ আজি যদি হয়।
লক্ষ টাকা দিলে তবু কাল্ পশু নয়॥
গিন্নীর জেদেই মনে হইল আমার।
দিতেই তো হবে বিয়ে ভাবিব কি আর॥
এক ছেলে বিনে কিছু সাত পাঁচ নাই।
তার জন্য ব্যয় কোরে যাহা থাকে তাই॥
এই মত নানা মত করিয়ে চিন্তন।
ব্রহ্মের বিবাহ দিতে করিয়াছি মন॥
যাহাতে না মরে শাপ নাহি ভাঙে লাটি।
সকলে মিলিয়ে তার যুক্তি কর খাঁটি॥
ছেলেটির বিয়ে দিলে কোন দায় আর।
নাহিক আমার ভাই পাইব নিস্তার॥
যে রূপেতে বিয়ে হয় করিতেই হবে।
কি রূপেতে দিই বিয়ে বল দেখি তবে॥

(ক্রমশঃ)

বুধ সম্ভব নাটক।

[গত প্রকাশিতের পর।]

(রেবতীর বচনাবসান হইবা মাত্র রোহিণী নেপথ্য হইতে বহির্ভূতা হইয়া ভগিনীগণের প্রতি হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিতেছেন।)

ওলো! তোদের কথা আমি সব্ শুনেছি। তোরা কাল সাপিনী, তোদের বিশ্বাস নাই, তোরা সব্ কোত্তে পারিস্ তোদের অসাদ্ধি কোন কর্ম্মই নাই, "আ মরণ আর কি!" কালামুখীরা আবার কালামুখ নেড়ে পরামর্শ কোচ্ছেন।

আমার কপালে যদি থাকে সুখভোগ লো।
কার সাধ্য করে তায় দুখের সংযোগ লো॥
যাহারা দেখিতে নারে আমার সম্ভোগ লো॥
তাদের চোকেতে হোক ছানি পড়ারোগ লো॥

খোসে যাক মুখ তার খোসে যাক জীবলো।
চির কাল তাহাদের থাকুক অশিব লো॥
আমায় যে ভাল বাসে তার হোক শিব লো।
তোদের কথায় আমি না হই নির্জ্জীব লো॥

তোদের নিকটে আছে যত গুণ বল্ লো।
ফলা দেখি কিরূপেতে ফলে তার ফল্ লো॥
আমার নিকটে আছে হেন বুদ্ধি-বললো।
সকল বিফল হবে সকল বিফল লো॥

যত বল্ বুদ্ধি বল্ বলের প্রধান লো।
নাই নাই নাই বল তাহার সমান লো॥
বুদ্ধি-বলে বিধাতার কেটে দিই কাণ লো।
কাণ কাটা হয়ে তোরা করিস কি কান্‌লো॥

(চন্দ্র নেপথ্য হইতে আগমন পূর্ব্বক।)

হে মহিলাগণ! তোমরা কি নিমিত্ত কলহ করিতেছ, আমি তোমাদের কাহারই বশীভূত নই, তোমরা অনর্থক বিবাদ ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া অব্যক্ত বচনাবলী ব্যক্ত করিতেছ। আহা! রমণী কি ক্রূর জাতি! কি পাপ মতি! হা! ইহারা বশী-করণ মন্ত্রের প্রভাবে আমাকে বশীভূত করিতে চায়! আহা! ইহাদিগের কি ভ্রান্তি! এ রোগের শান্তি না করিলে

ক্রমেতে ভ্রান্তি নদী প্রবলা হইয়া প্রবাহিতা হইতে থাকিবে। হে অবিদ্যাগণ! তোমরা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর—

যে পুরুষ রমণীর বশীভূত হয়।
পুরুষ সে নয় কভু পুরুষ সে নয়॥
তার মত লোকাধম কেবা আর হয়।
পুরুষে পুরুষ তারে কখন না কয়॥

প্রকৃতির মতে মত করে যেই জন।
চিরকাল দুখ ভোগ করে সেই জন॥
কখন না হয় তার সুখ উদ্দীপন।
পুরুষ হোলে কি দেয় রমণীরে মন॥

রমণীর মুখে হাসি অন্তরে গরল।
ছলে পূর্ণ সদা কাল কে বলে সরল॥
সাক্ষাতে তোমরা কত করিতেছ ছল।
স্ববল বলিয়া মোর নাহি টুটে বল॥

বিশ্বাস ঘাতিনী নারী বিশ্বাস ঘাতিনী
দিবসে যামিনী করে দিবসে যামিনী॥
বরঞ্চ স্ববশে রয় সাপিনী শাঁখিনী।
কখন না বশে রয় রমণী ডাকিনী॥

তরঙ্গ বিহীন যদি হয় রত্নাকর।
ধরা শায়ী হয় যদি হিম ধরাধর॥
রতি পতি যদি ত্যজে ফুল-ধনুশর।
তথাচ না হয় নারী সরল অন্তর॥

রমণীর সদৃশ হীন মতি এবং হীন জাতি ত্রৈলোক্য মণ্ডলে বিরল। ইহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুই বিবেচনা নাই, যখন যাহা মনে করে; তখন তাহাই করে, কাহার অপেক্ষা করে না, পতির অপমানের আশঙ্কাও রাখে না, কিছুই বিবেচনা করে না, কেবল আত্ম- সুখ অন্বেষণেই পরি ভ্রমণ করে।

কি রূপ যে হয় নারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
মর্ম্মভেদি কর্ম্ম করে ধর্ম্ম নাহি মানে।
রমণী পাপের মূল, নাহি মানে জাতি কুল,
স্বনাথের কুল খেয়ে পরে ঘরে আনে॥
পতি যদি পায় টের, করে কত বাক্য ফের,
যে বলে রমণী মূর্খ মূর্খ সেই জন।
দেখিতেছি চিরকাল, রমণী চাতুরী জাল,
চাতুর্য্যেতে নয় কেহ নারীর মতন॥
হানিয়া কটাক্ষ বাণ, পুরুষের নাশে প্রাণ,
অভিমান ম্রিয়মাণ কথায় কথায়।
বাহ্যিকেতে ভাল বাসা, অন্তরে কপটপাশা,
কচেবার আড়ি মেরে সতত খেলায়॥
নারী বশীভূত যারা, ধনে প্রাণে হয় সারা,
কার সাধ্য রমণীরে হোতে পারে জোই।
যে জন সতীকান্তরে, রমণীরে ঘৃণা করে,
লোক শ্রেষ্ঠ তারে আমি মুক্ত কণ্ঠেকোই॥

হে মহিলাগণ! মদীয় বচনে তোমরা কষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয়ো না, আর এমন বিবেচনা কোর না, রোহিণীকে প্রাণ তুল্য, এবং তোমাদিগকে বিষতুল্য বিবেচনা করি, আমার সকলেই সমান, কেহ ছোট বড় নহে। তোমরা এক গর্ব্ভ জাতা এবং সকলেই সমান রূপসী, অতএব আমি কি নিমিত্তে তোমাদিগকে লঘু গুরু জ্ঞান করিব, ইহা কেবল তোমাদের মনোভ্রম, ভ্রমকে পরিহার কর, ভ্রম অতিশয় মন্দ জানিবে।

কোন মতে হৃদয়েতে রেখোনাকো ভ্রম।
ভ্রমেরে নাশিতে সবে কর কর ক্রম ॥
যাহার অন্তরে জাগে কাল রূপী ভ্রম।
লোকের নিকটে তার নাহি রয় ভ্রম ॥
ভ্রম-পরবশ হ'য়ে জ্ঞান হীন জনে।
অকালে গমন করে কালের সদনে ॥
জ্ঞানীর যদ্যপি হয় ভ্রম মুক্ত মন।
অজ্ঞানের কর্ম্ম করে ভ্রমেতে তখন ॥

হে অবিদ্যাগণ! আমি বারম্বার বলিতেছি, তোমরা ভ্রমকে ত্যাগ কর। আমি কাহারোই বশীভূত নই, কেবল এক মাত্র সদাশিব শঙ্করের বশীভূত হই।

ভ্রমের সমুদ্রে কেন গুণিতেছ ঢেউ।
রোহিণীরে কটু বাণী কোয়োনাকো কেউ॥
তোমরা যে রূপ মম রোহিণী সে রূপ।
দোহাই দোহাই আমি করিনে বিদ্রূপ ॥

হে অবলাগণ! ক্রোধ করা উচিত নয়, ক্রোধ অত্যন্ত অনুপকারী বস্তু জানিবে।

যদ্যপি কখন হয় রাগের উদয়।
অন্তরের রাগ কোর অন্তরেই লয় ॥
রাগের অধীন হোয়ে অসুরের দল।
ক্ষীরোদ মন্থন ফল করিল বিফল ॥
আমার নিকটে হও সকলে সমান।
তবে কেন হেন রাগে দেহে দাও স্থান ॥

তোমরা দুরন্ত রাগকে শরীর হইতে বিরাগ কোরে যশস্বিনী ধৈর্য্যের প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমাদিগের যশে ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হবে, এবং তোমরা রমণীর শিরোমণী হবে।

হৃদয় ভাণ্ডারে আছে ধৈর্য্য গুণ যার।
তার মত ত্রিজগতে জ্ঞানী নাই আর ॥
ধৈর্য্য গুণে পায় জীব পরমার্থ ধন।
তাই বলি ধৈর্য্য হৃদে করহ স্থাপন ॥
বার বার এই বাণী বলিতেছি সবে।
ধৈর্য্যের অধীন আর কবে সবে হবে ॥

হে জ্ঞানান্ধ ভামিনীগণ! তোমরা ক্ষমাকে সঙ্গিনী কোরে সংসার ক্রীড়ায় ক্রীড়া কর।

কটু কয় যদি কেহ জ্ঞানে কিম্বা ভুলে।
বিবাদ কোর না তায় বাদ সূত্র তুলে ॥
ধৈর্য্য গুণে ক্ষমাদান করিবে তখন।
যশে পূর্ণ হইবেক এ তিন ভুবন ॥
ক্ষমাতে যশের বৃদ্ধি আর বুদ্ধি মান।
ত্রিজগতে নাই আর ক্ষমার সমান ॥

হে কুটুম্বিনীগণ! তোমরা কটু কথা পরিত্যাগ কর, কটু কথা কলুষাধার জানিবে।

কটু বাণী বিষতুল্য জ্ঞানী করে জ্ঞান।
কটু-ভাষী কাল সর্প উভয়ে সমান ॥
সর্পের বদনে বিষ যেরূপ প্রকার।
কটু-ভাষি-মুখে বিষ কটু ভাষা তার ॥
কখন ধোর না কণ্ঠে কটুময় স্বর।
কটু ভাষী কোথা বল পায় সমাদর ॥

হে দক্ষাত্মজাগণ! তোমরা লজ্জা এবং ভয়কে অবলম্বন কর। উহারা কুলবতীর লক্ষণ হয়।

দিবানিশি পূজে যেই পতির চরণ।
পতি বিনে অন্য জনে নাহি যার মন ॥

সে যদি লজ্জারে খেয়ে লজ্জাহীন হয়।
পতিব্রতা বোলে তারে কেহ নাহি কয়॥
দ্বিচারিণী অপবাদ দেয় সর্ব্বজন।
প্রধান হয়েছে লজ্জা সতীর লক্ষণ॥

আর ভয়কে যে কারণে গ্রহণ করিতে বলিতেছি তাহাও শ্রবণ কর।

ভয় রাখা রমণীর আবশ্যক করে।
ভয়েতেই রমণীর সর্ব্বদোষ হরে॥
ভয় হীনা রমণীরে বিশ্বাস তো নাই।
যখন যা মনে করে কোরে বসে তাই॥
যে নারীর কোন কুলে কেহ আর নাই।
তথাচ তাহার মনে ভয় রাখা চাই॥

তোমরা হিংসা এবং মনোদুঃখকে হৃদয়ে স্থান দান কোর না, এই উভয়ই অতীব মন্দ।

অহিংসা পরমধর্ম্ম ধর্ম্ম শাস্ত্রে কয়।
কোন বিষয়তে কিছু হিংসা ভাল নয়॥
বড়ই কদর্য্য হয় হিংসাময় ধারা।
হিংসানলে হিংসকেতে প্রাণে হয় সারা॥
তাই বলি হিংসা সবে কর পরিহার।
হিংসার সদৃশ পাপ নাই নাই আর॥

আর তোমরা মনোদুঃখে কখনই কাল যাপন কোর না, সর্ব্বদা আনন্দে কাল যাপন করিবে।

যদ্যপি কখন কেহ নিন্দাবাদ করে।
সর্ব্বস্ব বিষয় যদি তস্করেতে হরে॥
প্রিয় জনে যদি কয় অপ্রিয় বচন।
বিনা দোষে দণ্ড যদি করেন রাজন॥
ব্যাধিতে যদ্যপি যায় খোসে নিজদেহ।
তথাপিও মনোদুঃখে থেক নাক কেহ॥

—ঃ—

পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, বিশ্বাসের বাড়া বস্তু আর নাই।

বিশ্বাস পরম ধন, বিশ্বাসের বলে।
অসার সংসার দেখ সুনিয়মে চলে॥
পরস্পর যদি হোত বিশ্বাস-বিহীন।
স্রষ্টার সকল সৃষ্টি হইত বিলীন॥
কে মানিত বেদ শাস্ত্র কে মানিত ধর্ম্ম।
নির্ভয়ে করিত সবে ইচ্ছামত কর্ম্ম॥

(ক্রমশঃ)

সাবিত্রী সত্যবান যাত্রা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

রাজা অশ্বপতি। (অমাত্যগণ প্রতি) অমাত্যগণ! তোমরা অবিলম্বে বিবাহের উদ্যোগ কর, আমি অন্তঃপুরে চলিলাম।

অমাত্যগণ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। (অন্তঃপুরে রাণীর প্রতি) রাজ্ঞি! অদ্যই আমি সাবিত্রীকে লোয়ে দ্যুমৎসেন নৃপতির নিকটে গমন করিব ইহাতে তোমার মত কি?

রাণী। গীতচ্ছলে——

[গীত।]

বিবাহ কারণ, যা জান রাজন,
করগে তুমি তাই হে।
ওসব কিছু আমায় কোরনা জিজ্ঞাসা,
হয়েছি আমি হে আশাতে নিরাশা,
অন্তরেতে আর জামাতার আশা;
অন্তরেতে আর জামাতার আশা
নাই হে॥

মনে মনে আমার ছিল বড় আশা,
জামাই পেয়ে যাবে পুত্রের পিপাসা,
হায় হায় হে—
যেমন আশা মনে ছিল হে উজ্জ্বল,
তেমনি বিধি তার দিলে প্রতিফল,
এখন আশা জলে ডুবে রসাতল,
এখন আশা জলে ডুবে রসাতল
যাই হে ॥

মহারাজ! আপনি আমাকে আর বিবাহের কোন কথা বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন্ না। আপ্‌নার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন।

রাজা। প্রেয়সি! আর আক্ষেপ কর্‌লে কি হবে বল? জীব স্ব স্ব অদৃষ্টের উপরে কোন রূপেই কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। জীবই অদৃষ্টাধীন্, অদৃষ্ট কখনই জীবের অধীন নহে। অতএব বিধাতা যার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ কোরেছেন, তাকে তদনুসারেই কর্ম্ম-ফল ভোগ কোর্ত্তে হবে। বিধাতার লিখন কখনই ব্যর্থ হয় না। এক্ষণে ইহার দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর।

[গীত।]

বিধির লিখন খণ্ডে সাধ্য কার।
যার ভাগ্যে যা লেখা আছে
অবশ্য ঘটে সে তার ॥
আমি শ্রেষ্ঠ নরপতি,
সাবিত্রী আমার সন্ততি,
তার হোল হেন পতি,
বুঝ কি প্রকার;
ও যার ভাগ্যে আছে গরল লেখা
সেকি পায় অমৃত তার ॥

কোরে স্বয়ম্বরা পত্র,
পাঠালেম যত্র তত্র,
আসিল কত রাজ পুত্র,
বিবাহ কারণ—
হোলনা কেউ মনোমত,
ফিরে গেল শত শত,
মনোমত নাথ কন্যা,
পেয়েছে এবার;
কেবল বিধাতার এ বিড়ম্বনা
রাণী তুমি বেদ সার ॥

প্রেয়সি! দৈব বিড়ম্বনা জেনেই মনকে শীতল কর, বৃথা উতলা হোয় না।

(অনন্তর সাবিত্রীর প্রতি) বৎসে! তোমার বিবাহের সমুদয় প্রস্তুত হয়েছে; এক্ষণে পতি লাভার্থে দ্যুমৎসেনাশ্রম চল।

সাবিত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে আমি মাকে প্রণাম করি। জননি! প্রণাম হই; আমাকে আশীর্ব্বাদ কোরে বিদায় করুন।

রাণী। গীতচ্ছলে—

[গীত।]

আশীর্ব্বাদ করিলাম চাহিয়ে প্রভাকর।
জন্ম-এইস্তীরি হোয়ে,
সুখে তুমি কর ঘর ॥
সূর্য্য সত্য হন্ যদি মা,
সত্য যদি হন্ চন্দ্র মা,
শত সুতের হবি গো মা,
জামাই হবে রাজ্যেশ্বর।
হবেনা তব সতিনী,
হবি পতি-সোহাগিনী
হবে তোর আজ্ঞা কারিণী,
যত বামিনী,——

ভুবন তোর ভরিবে যশে,
স্বামী তোর রহিবে বশে,
সনাথের সহ বাসে,
বেঁচে থাক্ যুগযুগান্তর ॥

বাছা! তোকে বিদায় দিয়ে একাকিনী কেমন কোরে থাকুব যে আমি তাই ভাব্‌ছি।

(গীত।)

আমি তাই ভাবি অন্তরে।
কেমন কোরে, এ প্রাণ ধোরে, গো,
আমি একাকিনী রবো ঘরে ॥
আমি বলি তোরে এই জন্যে,
আমার আর নাহি পুত্র কন্যে,
সবে তুমি মাত্র এক কন্যে,
তোমা বিনে কেবা বল অন্যে,
আমায় মা বলে মা মধুর স্বরে ॥

বাছা! তোমার বিচ্ছেদ যে আমি কিরূপে সহ্য কর্‌ব, তার কিছুই উপায় দেখ্‌তে পাই না।

সাবিত্রী। মা! মেয়ে নিয়ে চির কাল কে ঘর করে মা? মা! কন্যা ধন, পরের ধন, এক্ষণে, আমি যাঁর ধন তাঁর কাছে যাই,—আমাকে বিদায় দেও।

রাণী। বাছা! তোমাকে যেন আমি বিদায় দিলেম, কিন্তু তোর সঙ্গে যে আবার কবে আমার পুনর্দেখা হবে, তা আমাকে সত্য কোরে বল্।

সাবিত্রী। মা! ঈশ্বর যদি আমার মুখ রক্ষা করেন, তা হোলে তোমার সঙ্গে পুনর্দেখা হবে; তা নৈলে এই দেখাতেই দেখা হোল মা!

রাণী। বাছা! বলিস্ কি? তোর কথা শুনে আমার প্রাণ্‌টা যে কেঁদে উঠ্‌লো!

(গীত।)

আমার বল্ মাথায় হাত দিয়ে।
দেখা হবে কি না হবে গো?
আবার পুনরায় এ মায়ে ঝিয়ে ॥
ও তোর কথা শুনে কাঁদে প্রাণ,
আমি হইলাম হতজ্ঞান,
বিনে তোমার ও বিধুবয়ান,
বল বাঁচে কিসে মায়ের প্রাণ,
আমার এ সংসার মা তোরে নিয়ে ॥

বাছা! তোকে আর দেখ্‌তে পাব কি না পাব, তা সত্য করে বল্?

সাবিত্রী। গীতচ্ছলে——

(গীত।)

সত্য কোরে মা তোমায় কি বলা যায়।
জীবন থাকে মা যদি দেখা হবে পুনরায় ॥
নাথের হোলে নিধন,
করিব সহগমন,
বেঁচে থাক্‌লে রব বেঁচে, করেছি এই পণ—
বিধি যদি রাখেন্ মুখ,
তবে মা দেখাব মুখ,
তা নৈলে এই দেখায়ে মুখ,
হোলেম মা আমি বিদায় ॥

জননি! আমি সত্য কোরে বোল্‌তে পারি না যে, তোমার সঙ্গে আর আমার

দেখা হবে কি না? কিন্তু উভয়ে জীবিত থাকলে অবশ্যই দেখা হবে।

রাণী। সাবিত্রী! তবে তো আমার সকলই মিথ্যা হোল।

সাবিত্রী। কেন মা, তোমার সকলই মিথ্যা হবে?

রাণী। গীতচ্ছলে——

[গীত।]

মিথ্যা হোল এ সংসার ও কি কব আর।
ছিলনা যে পুত্র কন্যে,
সে ভাল ছিল আমার॥
ছিলেম না তো অবগত,
কন্যে হোলে জ্বালা এত,
তা হোলে কি করিতেম,
সাবিত্রী সাধন—
সাবিত্রীর পূজা কোরে,
তোমারে উদরে ধোরে,
প্রতি ফল করে করে,
পেলেম ভাল আমি তার॥

বাছা! আগে যে আমার ছেলেপুলে ছিল না, সে ছিল ভাল। লোকে কথায় বলে যে, "না হওয়ার এক জ্বালা, হোলে শতেক জ্বালা," তা সে কথা মিথ্যে নয়।

সাবিত্রী। জননী! তুমি আমার জন্যে শোক বা দুঃখ কোর না। আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তা হোলে আমি কদাচই বিধবা হবো না।

রাণী। বাছা! পতি ভক্তি থাকলে কি বিধবা হয় না?

সাবিত্রী। না মা! কদাচই হয় না।

রাণী। বাছা! সে কি রূপ আমাকে বিশেষ কোরে বল?

সাবিত্রী। জননী! তবে শ্রবণ করুন।

(গীত।)

পতি ভক্তি মা আছে যার মনে।
আছে যার মনে আছে যার মনে॥
বৈধব্য যন্ত্রণা তার,
কখন ঘটেনা আর,
সধবায় কাল কাটে সেই সতী।
আমার সেই পতি-চরণে,
ভক্তি যদি থাকে মনে,
বিজয় করিব সে শমনে॥

রাণী। বাছা সাবিত্রী! যদি পতি-ভক্তি থাকলে স্ত্রীলোকে বিধবা না হয়; আর তোর যদি সেই পতি-ভক্তি থাকে; তা হোলে আমি অনুমতি দিলেম, তুই স্বচ্ছন্দে সেই সত্যবানকে স্বামীত্বে বরণ কোরগে যা।

সাবিত্রী। যে আজ্ঞা মা, তবে আমি চল্লেম।

রাণী। আচ্ছা, এসো বাছা! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন।

রাজা। রাজ্ঞি! তবে আমি সাবিত্রীকে লোয়ে গমন করি?

রাজ্ঞি। যে আজ্ঞা মহারাজ! আসুন।

[রাজার প্রস্থান।

মালিনী ও মেষ-রূপী রাজ-কুমারের প্রবেশ।

(গীত।)

আমি বামা মালিনী।
না জানে কে আমায়,
দিবসে করিতে পারি ঘোর যামিনী॥

পেতে ফাঁদ শূন্যপরে,
ধর্‌তে পারি শশধরে,
কোর্ত্তে পারি বৃদ্ধ নরে, যুবা কামিনী॥
যদি পাই প্রণয়ের পাখী,
ভ্যাড়া কোরে ধোরে রাখি,
যাদু বিদ্যা নাহি বাকী, সকলি জানি॥

লাগ্ ভেল্‌কী লাগ্, ওস্তাদের গুণ লাগ্। ওহে ভ্যাড়া! বাবুদের নমস্কার কর।

(ভ্যাড়ার প্রণাম।)

একজন পথিক। মালিনী! এটি কি ভ্যাড়া?

মালিনী। আজ্ঞে হাঁ মশায়, এটি ভ্যাড়া।

পথিক। এ ভ্যাড়াটি পাটুনেয়ে না দিশি?

মালিনি। এটি মের্‌জাপুরে ভ্যাড়া।

পথিক। আর এমন তর ভ্যাড়া তোমার আছে?

মালিনী। ওঃ! অনেক আছে; আমার চৌমাত্রার আড্‌ডায় অভাব কি?

পথিক। বলি এটি তোমার বানানো ভ্যাড়া, না যথার্থ ভ্যাড়া?

মালিনী। ক্যান আমার সকলি তো বানানো ভ্যাড়া।

পথিক। তবে এ ভ্যাড়াটি কোন্ মহাশয়?

মালিনী। এটি রাজার ছেলে।

পথিক। আচ্ছা, তুমি একে মানুষ কোর্ত্তে পার?

মালিনি। পার্‌বো না ক্যান?

পথিক। কোই, তবে একবার কর দিকি দেখি!

মালিনী। বোয়ের পাশে তেপুঁটুলে শ; ওরে ভ্যাড়া মানুষ হ; কার আজ্ঞে, হাড়ী ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা, শীগ্‌গির লাগ, শীগ্‌গির লাগ!

মন্ত্র পাঠ করিবা মাত্র রাজকুমার মেষ-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেহ প্রাপ্ত হইল।

পথিক। চমকিত হইয়া রাজপুত্রের প্রতি——

বলি রাজকুমার! তুমি কোন্ রাজার ছেলে? তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

রাজকুমার। পথিক! আমি হবচন্দ্র রাজার ছেলে, আমার নাম বোকাচন্দ্র, বাড়ী ফরিদপুর।

পথিক। উঃ! তাইতেই; বোকাকেই মালিনী বোকা কোর্ত্তে পারে, কিন্তু মানুষের কাছে এগুবার জো নাই।

রাজকুমার। বাপু! বোকাকেই বোকা করে এ কথা সত্য, কিন্তু আমি বোকা নোই। আমি যে জন্যে ভ্যাড়া হয়েছি, তা শোন।

(গীত।)

আমি তাই ভেবে হয়েছি ভ্যাড়া
মালিনীর কাছে।
পিরীত চোটে যায় পাছে॥
চেষ্টা করি বিধি মতে,
যাতে আমার থাকে মতে,
যেনো না তা কোন মতে,
অবোধ পাছে॥

মালিনীরে নিরখিয়ে,
খোসামোদের বোঝা নিয়ে,
আর কত বাবু ভেয়ে,
উমেদার আছে ॥

বাপু হে! আমি এই জন্যেই ভ্যাড়া হয়েছি।

মালিনী। রাজকুমার! চল আমরা মন্দিরে জাই। সেখান কার ভ্যাড়া গুলো হয় তো এতক্ষণ খিদেতে ছট্‌ফট্‌ কোচ্চে।

রাজকুমার। তবে চল।

[উভয়ে প্রস্থান।

(ক্রমশঃ।)

নন্দবিদায় যাত্রা।

[গত প্রকাশিতের পর।]

অতএব এখনি ইহাদের প্রাণ নষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। বরং তুমি এই নর-মিথুনকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখ। এবং তোমার ভগিনীর একে একে অষ্টম গর্ভস্থ সন্তান পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সংহার করিয়া ফেলো। তাহা হইলে আর তোমার কিছু মাত্র শত্রু-ভয় থাকিবে না।

নারদ-বাক্যে দুরাত্মা তাহাই করিল। এবং একে একে দেবকীর ষষ্ঠ গর্ব্ভজ সন্তান পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিল, অতঃপরে সপ্তম গর্ব্ভে তবাগ্রজ এই বলরাম জন্ম গ্রহণ করিলে, সেই গর্ব্ভ, যোগমায়া, নিজ মায়া বলে রোহিণী গর্ব্ভে সঞ্চালন করিলেন। পরে অষ্টম গর্ব্ভে তোমার জন্ম হইল। হে কৃষ্ণ! ভাদ্র মাসি কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী দিবসে রজনী যোগে যে সময়ে তুমি কংসকারাগারে ভূমিষ্ট হও; সেই সময়ে নন্দ প্রণয়িনী যশোমীতর গর্ব্ভজা এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হন্। ঐ কন্যা সাক্ষাৎ যোগমায়া। বসুদেব সেই রাত্রিতেই নন্দ যশোদার অজ্ঞাতসারে সেই কন্যার সহিত তোমাকে বিনিময় করিয়াছিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে কারা-রক্ষকেরা কারা মধ্যে সদ্যোজাত শিশুর রোদন ধ্বনি শ্রবণে কংস সদনে যাইয়া জ্ঞাত করিল। মহারাজ! অদ্য প্রাতঃকালে কারাগার মধ্যে সদ্যোজাত বালকের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। বোধ হয় দেবকী প্রসব হইয়াছে। দূত-মুখে দেবকীর প্রসব সমাচার পাইবা মাত্র, কংসাসুর তদ্দণ্ডেই কারাগারে যাইয়া দেখিলযে, অষ্টম গর্ব্ভে পুত্র না হইয়া, কন্যা হইয়াছে। তখন দৈববাণী স্মরণ পূর্ব্বক দেবতাগণকে মিথ্যাবাদী জ্ঞানে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিল। এবং সেই কন্যাকে শীলাতলে সংহার করিবার মানসে, যেমন তাঁহার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্তোলন করিল; কন্যা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইয়া বিমান মার্গে উত্থিত হইয়া উচ্চৈস্বরে। রে কংস! তোমাকে যিনি সংহার করিবেন, তিনি গকুলনগরে বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছেন। যোগমায়া এই কথা বলিয়া অন্তর্হ্বিতা হইলেন। হে কৃষ্ণ! কংস তদবধি তোমাকে সংহার করিবার মানসে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন রূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে ভদীয় হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল! হে বৎসদ্বয় এই আমি তোমাদিগের জন্ম-

বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। এক্ষণে সেই চির দুঃখিনী জননী ও পুত্র-শোক-সন্তপ্ত জনকের কারামুক্ত করিয়া তাহা-দিগকে সুখ প্রদান কর।

কৃষ্ণ। হে তাত! আমার জনক জননি কিরূপ অবস্থায় কারা-ভোগ করিতেছেন?

অক্রূর। বৎস! তবে তুমি শ্রবণ কর।

(গীত।)

সে দুঃখ কি কব রে,
তোরে বলিতে পাষাণ বিদরে।
দিবানিশি মনদুঃখে,
বারি ধারা বহে চক্ষে,
পাষাণ চাপা দিয়ে বক্ষে,
প্রহরিগণ প্রহার করে॥

বৎস! তোমার পিতা মাতার দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই। তুমি শীঘ্র দুঃসহ কারা-যন্ত্রণা হইতে তাঁহাদিগকে পরি-ত্রাণ কর।

(গীত।)

কৃষ্ণ আর কি কব তোমারে।
আছে যে কষ্টে তব জননী॥
পুত্রশোকে তাঁর মন,
অনুক্ষণ জ্বালাতন,
অন্ধ হয়েছে নয়ন,
কাঁদিয়ে দিবা রজনী॥
রামচন্দ্রের কথা ধর,
মায়ের যন্ত্রণা হর,
দিব্য চক্ষু দান কর,
হেরুন নীলকান্ত মণি॥

হে কৃষ্ণ! এই ভয়ঙ্কর দুর্বিসহ কারা যন্ত্রণায় তোমার জননীর কোন রূপেই জীবন রক্ষা হইত না, কেবল তোমারি আশাপথ অবলোকন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া কালযাপন করিতেছেন, অতএব তুমি তাঁহার চিরপ্রার্থনীয় মনোরথ পরি-পূর্ণ কর।

(গীত।)

দেবকী জননী তোমার কাঙ্গালিনীর বেশে।
কোথা কৃষ্ণ বোলে সদা নয়ন জলে ভাসে॥
অঙ্গেতে নাই আভরণ,
ছিন্ন বস্ত্র পরিধান;
ভয়েতে কম্পিত প্রাণ,
কংস রাজার ত্রাসে।
দিনান্তে কিঞ্চিৎ ফল,
অতি কষ্টে মিলে জল;
উঠিতে নাহিক বল,
অস্থি চর্ম্ম সার;—
কি কব তাঁর দুর্গতি,
পতি সহ বাঁধা সতী;
অগতির কর গতি,
রামচন্দ্র ভাষে॥

কৃষ্ণ। গীতচ্ছলে—

(গীত।)

কি শুনালে আমারে,
শুনে প্রাণ বিদরে।
আমরা দুটি ভাই দেবকী পুত্র,
এ কথার আগেতে পাইলে সূত্র;
এত দিন শত্রু যাইত কুত্র,
বধে তায় মায় দিতেম মুক্ত কোরে॥

হে অগ্রজ! যখন আমাদিগের জনক জননী সামান্য কংস হইতে এ প্রকার কষ্টভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং আমরাও জীবিত রহিয়াছি, তখন আমাকে ধিক্!

(গীত।)

ধিক্ ধিক্ ধিক্ ভাই আমারে।
সুখে ভুলে ব্রজপুরে,
ছিলাম মা যশোদার ঘরে,
জনক জননী মরে
কংস রাজার কারাগারে॥
পুত্র হোয়ে পুত্রের কর্ম্ম,
করিলে ভাই থাকে ধর্ম্ম;
না করিলে যে অধর্ম্ম
জগতে জানে।
চল চল যাব তথা,
যথা আছেন পিতা মাতা;
যুক্ত কোরে মনের ব্যথা,
ঘুচাব চরণে ধোরে॥
দেবকী উদরে জন্মে;
মা বলে ডাকিনে জন্মে;
যে দুঃখ হতেছে মর্ম্মে,
কহিব কারে।
দ্বিজরাম চন্দ্রে বলে,
বসিয়ে দেবকীর কোলে,
ডাকিলে জননী বোলে,
মনের দুঃখ যাবে দূরে॥

হে মহাশয়! চলুন, আমরা শীঘ্রগতি কারাগারে গমন করি।

অক্রূর। বৎস! চল চল শীঘ্র চল।

কৃষ্ণ! হে মহাশয়! এই তো আমরা কারা দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

অক্রূর। বৎস! ঐ স্থানে তোমার মাতা পিতা কারা বদ্ধ-আছেন; তোমরা ঐ স্থানে চল।

কৃষ্ণ উচ্চৈস্বরে। হে জনক জননী! এই আমরা, তোমাদিগের অকিঞ্চিৎকর পুত্র, আসিলাম।

বসুদেবের হাত ধরিয়া দেবকীর রঙ্গভূমে প্রবেশ।

দেবকী। গীতস্থলে—

(গীত।)

কে এলিরে মা বোলে
আয় কোলে আয় কোলে।
বিধাতা কোরেচেন কপালমন্দ,
কংস কারাগারে আছিরে বন্ধ,
কেঁদে কেঁদে নয়ন হোয়েছে অন্ধ,
দৃষ্টি হীন, ক্ষীণ পুত্র শোকানলে।
সিন্ধু মুনির শোকে অন্ধ মুনিবর,
সুশীতল হোলেন তেজে কলেবর,
বিধাতা কোরেছেন আমারে অমর,
ভাবি তাই আর কি আছে কপালে॥

হে বৎস! তুমি কে, কোথা হইতে আগমন করিলে? আমাকে শীঘ্র পরিচয় দেও। অদ্য তোমার মাতৃ-সম্বোধনে আমার প্রাণ দ্বিগুণতর শোকানলে দহ্যমান হইতেছে। অতএব শীঘ্র আমাকে পরিচয় দেও।

(গীত।)

কেরে আজ আমারে, মা বোলে,
আমার মনের আগুন বাড়াইলে।

দিয়ে অষ্ট পুত্র নিধি,
হোরে নিল দারুণ বিধি,
সেই শোকে নিরবধি,
ভাসিরে নয়নের জলে ॥

হে বৎস! শীঘ্র তোমার পরিচয় দেও। আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত অধৈর্য্য হতেছে।

কৃষ্ণ। গীতচ্ছলে——

(গীত।)

কেঁদোনা জননী তুমি
আমি তোমার পুত্র হই।
যারে গোকুলেতে রেখেছিলে,
সেই আমি অন্য নই ॥
ওমা! দুরন্ত কংসের ভয়ে,
পিতা আমায়ে কোলে লোয়ে;
রেখে এলেন নন্দালয়ে,
লুকায়ে আমারে।
কত দিন আর থাক্‌ব ব্রজে,
প্রকাশ হোলেম কাজে কাজে,
মধুপুরে সভার মাঝে,
হয়েছি আজ কংস জোই ॥

দেবকী। গীত চ্ছলে—

(গীত।)

জননী বোলে কি তোমার
আছে আজ মনে।
দিনেক দুদিন গেলে দেখা
হোতো না আর মায়ের সনে ॥
দেখরে দুর্দ্দশা চক্ষে,
পাষাণ চাপা আছে বক্ষে;
কেবল জীবন হোল রক্ষে;
তোমার মধুর নামের গুণে ॥

বসুদেব আর আমার করে,
বেঁধেছে দেখ করে করে,
জ্বালায় জীবন কেমন করে,
কহিব কারে;——
দ্বিজ রামচন্দ্র বলে,
এ দুঃখ শুনে পাষাণ গলে;
কেমন কোরে ভুলে ছিলে,
এ যন্ত্রণা কর্ণে শুনে ॥

(ক্রমশঃ।)

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব কলিকাতা, যোড়াসাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রীটের ৩২ নং বাটী হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীবিহারীলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

PRINTED BY S. P. CHATTERJEE, AT THE NEW BENGAL PRESS, 149, MANICKTOLAH ST., CALCUTTA.

সতাং মনঃপঙ্কজমুৎপ্রকাশকঃ। অসাধুচেতস্তমসাং বিঘাতকঃ ॥
অশেষজীব-ভ্রমনিদ্রিকাহরঃ। উদেতি বিজ্ঞানক-চক্রবান্ধবঃ ॥

১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা] ভাদ্র,—১২৭৮ সাল। [মূল্য চারি পয়সা।

ভাক্ত ব্রাহ্ম মুদ্গর।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

যথা——

যদা সমস্ত দেহেষু
পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ।
তদাহিকো ভবান্ কোহ
মিত্যেতৎ বিফলং বচঃ ॥
সিত নীলাদি ভেদেন
যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তিদৃষ্টিভিরাত্মাপি
তথৈকঃ সন্ পৃথক পৃথক ॥

অর্থাৎ যখন সমস্ত দেহেতে একমাত্র পুরুষ বিরাজমান থাকেন, তখন তুমি আমি এই বাক্য প্রয়োগ বৃথা।

আকাশ যেমন শ্বেত রক্ত নীলাদি বর্ণ দ্বারা ভিন্ন বোধ হয়, সেই প্রকার আত্মা এক হইয়াও ভ্রান্তি দৃষ্টি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে।

এবং যোগবাসিষ্ঠে——

নেহ কর্ত্তা নভোক্তাস্তি
দৃষ্ট্যানষ্ট কলঙ্কয়া।
বহবশ্চেহ কর্ত্তারো
দৃষ্টাদৃষ্ট কলঙ্কয়া ॥

অর্থাৎ মলিন রহিত দৃষ্টি হেতু কর্ত্তা বা ভোক্তা থাকে না। মলিন দৃষ্টি হেতু জগতে অনেক কর্ত্তা দৃষ্টি হয়।

হে মহাপুরুষ! ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে ১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যথা——

তাবৎ পত্নী সুতস্তাবৎ
তাবদৈশ্বর্য্য মীপ্সিতং।
সুখং দুঃখং নৃনাং তাবৎ
যাবৎ কৃষ্ণে ন মানসং ॥

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণেতে মন না হয়, সে পর্য্যন্ত মনুষ্যদিগের দারা, পুত্র, বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্য, সুখ দুঃখাদি হয়।

তথাচ ভগবতী গীতা ১৬ অধ্যায়ে——

পঞ্চ ভূতাত্মকো দেহো
যুক্তো জীবো যতঃ স্বয়ং।

বিচ্ছিদ্যমানে দেহেপি
নাপকারহস্য জায়তে ॥

অর্থাৎ জীব স্বয়ং পঞ্চভূত ময় দেহেতে যুক্ত আছে, দেহ বিদ্যমান হইলে উহার কোনই অপকার হয় না। এমত স্থির হইলে প্রত্যক্ষ সুখ দুঃখ ভোগী কে হইল, এই সংশয় প্রযুক্ত হিমালয় প্রশ্ন, তদ্ যথা——

দেহস্যাপি নচেদ্দেবি
জীবস্য পরমাত্মনঃ।
অপকারোঽত্র বিদ্যেতে
নৈতৎ দুঃখস্য ভাগিনঃ॥
তৎকথন্ যায়তে দুঃখং
যৎ সাক্ষাদনুভূয়তে।
অন্যো বা কোস্তি দেহেস্মিন্
দুঃখ ভোক্তা মহেশ্বরি॥

অর্থাৎ যদ্যপি দেহের অপকার, জীবাত্মা পরমাত্মার না হয়, তবে ইহারা দুঃখ ভাগীও নয়, সেই হেতু দুঃখই বা কেন হয়, যাহা যথার্থই অনুভূত হয়। হে মহেশ্বরি! দেহেতে জীবাত্মা পরমাত্মা ভিন্ন কে আছে যে দুঃখ ভোক্তা হয়? তথাহি—

নৈব দুঃখংহি দেহস্য
নাত্মনোপি পরাত্মনঃ।
তথাপি জীবো নীর্লেপো
মোহিতো মম মায়য়া॥
সুখ্যহং দুঃখ্যহঞ্চেতি
স্বয়মেবাভিমন্যতে।
হন্তা চেম্মন্যতে হন্ত
হতশ্চেন্মন্যতে হতং॥
তাবুভৌ ভ্রান্তি হৃদয়ৌ
নায়ং হস্তি ন হন্যতে॥

অর্থাৎ দুঃখ দেহের, জীবাত্মা পরমাত্মার হয় না। নির্লেপ জীব আমার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া আমি সুখী আমি দুঃখী ইহা স্বয়ং বোধ করেন। হনন ক্রিয়াশক্ত হইলে হন্তা, হত হইলে ইহা নষ্ট বোধ করেন। এই দুইই ভ্রান্ত মন, যে হেতু এ নষ্ট করে না এবং নষ্টও হয় না। বড়ই আশ্চর্য্য চিত্তেতে ভ্রমময় দৃষ্টি প্রকাশ হইতেছে, তদ্বশতই এই ভোগী জগৎরূপ চক্র প্রবর্ত্ত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞান রহিত যে চিত্তই দুঃখিত তাহাকেই জীব কহে। অথবা সুখ দুঃখাদিতে বিশেষরূপ আশক্ত চিত্তকেই জীব কহে। জীবের সুখ দুঃখ কল্পনা সঞ্চরণই বন্দন, অন্য বন্দন নাই তাহার অভাবই জীবের মুক্তি, ইহা বিধাতা কহিয়াছেন। যদি কহ যে ঈশ্বর সর্ব্বরূপী হইয়া ইহাতে নানা রূপ দুঃখ ভোক্তা ক্যান হইলেন, তাহা আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

(ক্রমশঃ।)

ভাক্ত বিবাহ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

কহিছে বৈকুণ্ঠ, শুনহে সুমতি,
ভাবনা কি বল তার।
ব্রহ্মের বিবাহ, করিতে নির্ব্বাহ,
লোইলাম তার ভার॥
যত বন্ধু মিলে, ভালো মেয়ে দেখে,
ব্রহ্মের বিবাহ দিয়ে।
কোরে বাদ্য ভাণ্ড, নানা নব কাণ্ড,
আসিব আলয়ে নিয়ে॥

টাকার ভাবনা, ভেব না অন্তরে,
হবে না খরচ বেশী।
অল্পে মেরে দিব, হুঁপায় সারিব,
চেয়ে রবে যত দ্বেষী ॥
গহনা কারণ, হোয় না উতলা,
প্রয়োজন নাই তায়।
বিনা অলঙ্কারে, বিয়ে হোতে পারে,
কিসের গহনা দায় ॥
পণেতে আগুণ, দিয়েছি সকলে,
পুড়ে হোল পণ ঝামা।
কারে পণ দেবে, কেবা পণ নেবে,
পুরোণো পণেতে আমা ॥
কুল কুল কুল, কোরো নাকো আর,
আমাদের কুল ভোর।
কুল আছে যার, থাকে নাকো আর,
নাহিক বোঁটায় জোর ॥
আর এক কথা, বলি আমি ভাই,
শুন তুমি মন দিয়ে।
স্বজাতির মতে, যেন কোন মতে,
দিও নাকো তুমি বিয়ে ॥
আমরা সকলে, একত্রে মিলিয়ে,
করিব যেরূপ ধার্য্য।
কথাটি না কোয়ে, নীচু মাতা হোয়ে,
তখনি কোরো সে কার্য্য ॥
সুখ্যাতি অখ্যাতি, যাহাই করুক,
ক্ষতি কিছু নাহি তায়।
সুখ্যাতে বাড়ে না, অখ্যাতে কমে না,
কখন কাহারো কায় ॥
এযে কলিযুগ, বড় নিদারুণ,
সহজ পাইবে যেথা।
যে কোন প্রকারে, সহ পরিবারে,
আগেতে যাইবে সেথা ॥

গোলে মালে আর, ঢুকো নাকো ভাই,
ফারাকে বেড়াও ঘুরে।
পুরাকেলে ভোল, স্বজাতির রোল,
শুনিয়ে পালাবে দূরে ॥
প্রাচীনের বাণী, শুনিয়ে যে জন,
প্রাচীনের মতে চলে।
কেবা আছে আর, তুল্য বল তার,
মহা মূর্খ ধরাতলে ॥
যত বুড়ো দেখি, সবিতো পাগল,
কিছুমাত্র নাই জ্ঞান।
যাহা মুখে আসে, অনায়াসে ভাষে,
ভাল মন্দ নাহি ধ্যান ॥
তাই বলি ভাই, প্রাচীনের মতে,
কোর নাকো যেন মন।
নব সম্প্রদায়, যে প্রকার গায়,
গাও তাই অনুক্ষণ ॥

পদ্য।

নবভদ্র মণিভদ্র বিনয় বচনে।
কহিতেছে মৃদু কণ্ঠে যত বন্ধুগণে ॥
শুন শুন বন্ধুগণ আমার যে মন।
বৈকুণ্ঠের মতে কর কার্য্য সমর্পণ ॥
নিশ্চয় জানিহ তায় খরচ সংক্ষেপ।
অথচ কার্য্যেতে কিন্তু রবে না আক্ষেপ ॥
অতএব সেই রূপ কার্য্য যদি কর।
সবিনয়ে কোই তবে উপদেশ ধর ॥
মান্য আর কোরো নাকো পূর্ব্বের আচার।
মান্য আর কোরো নাকো পূর্ব্বের বিচার ॥
মান্য আর কোরো নাকো পূর্ব্বকার ধর্ম্ম।
মান্য আর কোরো নাকো পূর্ব্বকার কর্ম্ম ॥

ধন্য যদি হোতে চাও সংসারে সর্ব্বথা।
গণ্য তবে কোর নাকো পুর্ব্বকার প্রথা॥
অন্য যদি মান্য করে প্রাচীনের মত।
মানুক আমরা কিন্তু দিই নাকে খত॥
যখন কৈশব ধর্ম্ম করেছি ব্যাভার।
তখন পুরোণ মত মানিব না আর॥
চলিব নূতন চেলে নূতন ফ্যাশনে।
বসিব চেয়ার টেনে পা রেখে আসনে॥
কহিব ইংরাজি বুলি ভারি কোরে গলা।
ফ্রুটের মধ্যে সুধু খাব চাঁপা কলা॥
ফেলে দিয়ে ফিস্ জুস্ ডিস্ টেনে নিয়ে
খাইব ঝল্সানো মাংশ রাই,সল্ট দিয়ে॥
লুচি রুটি ব্যাড থিঙ্গ্ পেট নষ্ট করে।
মজা কোরে কেক্ খাও যত পেটে ধরে॥
লম্বা কোঁচা দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বোলে যায়।
জ্যাকেট প্যাণ্টুলে সুধু এঁটেরাখ কায়॥
কদাচ যেওনা কেহ কাশী বৃন্দাবন।
বিলাতে গমন কোরো জ্ঞানের কারণ॥
এক এক জন জ্ঞানী আছে এ প্রকার।
মনু শাংখ্য পাতঞ্জল কোথা লাগে তার॥
গেও না গলায় গান কোন রূপ ভাবে।
শীস্ দিয়ে গেও গীত মিস্ ভুলে যাবে॥
হুঁকো ধোরে ধূমপান কোরো নাকো আর
ব্যাভার করহ সবে ম্যানিলা সিগার॥
অধিক কহিব কত মনে নাই তত।
কোন মতে মেন নাকো ওল্ড মত যত॥
যত ব্যাটা ধান-কাটা কাস্তে হাতে নিয়ে।
কোরে গ্যাছে হিঁদু ধর্ম্ম থত মত দিয়ে॥
পাইলে বরিষা বারি বারির বিপাকে।
কতক্ষণ আমা ভিত খাড়া হোয়ে থাকে॥
সেই রূপ প্রাপ্ত হোয়ে বিলাতীয় জ্ঞান।
তাহার প্রভাবে ভগ্ন হিঁদুদের ধ্যান॥

তাই বলি বন্ধুগণ শুন মন দিয়ে।
দিওনাকো ছেলেটির হিন্দু মতে বিয়ে॥
কো'রেছে নূতন মত আচার্য্য গোসাঁই।
সেই মতে বিয়ে দাও কোন দোষ নাই॥
যত রূপ জাতি আছে সমস্ত জগতে।
সকলেতে এক জাতি লেখে তাঁর মতে॥
তিনি কন এক বই দুই নাই আর।
এক হোতে সকলেতে হয়েছি প্রচার॥
এক ঠাঁই হোতে সবে এসেছি এখানে।
গোলেও যাইতে পুন হবে এক স্থানে॥
এক নারী এক নর একই জগত।
অগ্রাহ্য সে মত যার এক ছাড়া মত॥
সকলি যদ্যপি এক হোল এজগতে।
তবে কেন দ্বেষাদ্বেষ করি নানামতে॥
এইরূপে কোরে তিনি অনেক বিচার।
করেছেন স্থির সর্ব্ব বর্ণে একাকার॥

(ক্রমশঃ)

বুধসম্ভব নাটক।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

হে কামিনিগণ! তোমরা স্নেহের (এবং প্রণয়ের) সহিত প্রণয় কর। তাহা হইলে আর তোমাদিগের বিপদ থাকিবে না।

স্নেহ কোরে যদি রাখ খলমতি জনে।
স্নেহ কোরে যদি রাখ পশু পক্ষিগণে॥
স্নেহ কোরে যদি রাখ পরের তনয়।
স্নেহের গুণেতে তারা আপনার হয়॥
স্নেহ-হীন হোয়ে যদি ডাক নিজ সুতে।
কখন দেবেনা শিশু গাত্র তার ছুঁতে॥

আমি যদি প্রেম করি সকলের সনে।
কে আমার শত্রু হবে অখিল ভুবনে ॥
তাই বলি করি প্রেম পরস্পর সবে।
মিত্র বই শত্রু আর কোথাও না রবে ॥

যত কিছু বলিলাম তোমাদের কাছে।
সকলের হৃদয়েতে সে সকল আছে ॥
প্রকাশ না পায় তারা অবিদ্যার জোরে।
সভয়ে হৃদয়ে তারা আছে চুপ কোরে ॥
বিদ্যা-অসি ধোরে কর অবিদ্যা বিনাশ।
এখনি হইবে তারা হৃদয়ে প্রকাশ ॥

পরস্পর দ্বন্দ্ব আর কোরো না কোরো না।
পরস্পর কটু বাণী ধোরো না ধোরো না ॥
অজ্ঞান উদ্যানে আর চোরো না চোরো না।
হিংসাপেড়েসাড়ী আরপোরোনা পোরোনা ॥
সতিনী সন্তাপে আর জ্বোরোনা জ্বোরোনা।
দেহ কুম্ভে ভ্রম নীর ভোরো না ভোরো না ॥

হে হৃদয় রঞ্জিনী কামিনিগণ! আমার এই বচনাবলী মুক্তাবলীর ন্যায় হৃদয়ে ধারণকর, তাহা হইলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।

চন্দ্রের বচনাবসানে নক্ষত্রগণ স্ব স্ব আনন বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া নেপথ্যে গমন করিলেন।

(পট প্রক্ষেপণ)

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয়াঙ্ক।

পটোত্তোলনানন্তর চন্দ্র সভা।

(তথায় চন্দ্র এবং চন্দ্রপারিষদ-গণের প্রবেশ।)

চন্দ্র। ওহে পারিষদগণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব তোমরা অনতিবিলম্বে যজ্ঞের আয়োজন কর যেন কোন বিষয়ে কিছু অনাটন না হয়।

পারিষদগণের মধ্যে একজন। হে প্রভো! আপনি উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, উক্ত যজ্ঞে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এইচতুর্ব্বিধ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আহা! উত্তম কল্পনা করিয়াছেন উত্তম কল্পনা করিয়াছেন।

ইহাতেই বিলক্ষণ অনুভব হয়।
পাপ পুণ্য কর্ম্ম যত মন ছাড়া নয় ॥
যাহার যেমন মন করে সেই কর্ম্ম।
ধার্ম্মিকের মন সদা যাতে থাকে ধর্ম্ম ॥
বিবেকের মন সদা কাননেতে রব।
ব্রহ্মের সাধনা কোরে ব্রহ্মময় হব ॥
ভিকারীর মন সদা কোথা ভিক্ষা পাই।
পেটুকের মন সদা কি খাই কি খাই ॥
কামীর সতত মন স্বকামিনী ভোগ।
যোগীর সতত মন কিসে বাড়ে যোগ ॥
লোভীর সতত মন পর দ্রব্যোপরে।
মায়িকের মন সদা সংসার উপরে ॥
মানীর সতত মন কিসে রয় মান।
দানীর সতত মন সদা করি দান ॥

তোমার উত্তম মন ওহে নিশাকর।
মানস কোরেছ তাই কর্ম্ম শুভকর ॥
ইহাপেক্ষা কর্ম্ম আর নাহি ত্রিজগতে।
সাধিব তোমার কর্ম্ম সবে বিধিমতে ॥

হে নাথ! আমরা সাধ্যানুসারে আপনকার কর্ম্মে কখনই আলস্য করিব না। আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, তাহা আমরা শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করিব, যেহেতুক আমরা আপনকার অনুগত এবং আশ্রিত।

চন্দ্র। তোমাদিগের প্রত্যুত্তরে আমি শাতিশয় আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে বার্ত্তাবহকে অনুমতি কর, যেন নারদকে অবিলম্বে আমার নিকটে আসিতে কহে।

পারিষদ। (বার্ত্তাবহের প্রতি) বার্ত্তাবহ! তুমি অবিলম্বে নারদকে প্রভুর নিকটে আনয়ন কর, যেন বিলম্ব না হয়।

বার্ত্তাবহ। যে আজ্ঞা! তবে আমি চলিলাম।

(ক্ষণকাল পরে বার্ত্তাবহ এবং নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (বীণা বাদন করিতে করিতে হরি গুণানুবাদ গান)——

(গীত।)

ওহে ভবসিন্ধু কর্ণধার।
আমি আতর বিনে, কাতর অতি,
বিনামূলে কর পার ॥

শুনেছি সাধুর কাছে, তব কৃপা শক্তি আছে
কৃপাদান কর কর কৃপার আধার।

ভবার্ণবে তোমা বই,
আর মাঝি আছে কোই,
তোমাবিনে এ তুফানে, কে করে নিস্তার।

দেখিয়া তরঙ্গ ঘোর,
আতঙ্কে হয়েছি ভোর,
আতঙ্ক গঞ্জন কর, আতঙ্ক-সংহার।

কাম, ক্রোধ, জলচর,
জলে চরে নিরন্তর,
না হই না হই যেন, তাদের আহার ॥

হে মনোহর শীতকর নিশাকর! আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছ?

চন্দ্র। হে মহর্ষে! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এবং তাহার আয়োজনও করিয়াছি এবং করিতেছি। অতএব আপনাকে নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া সর্ব্বত্রে গমন করিতে হইবেক।

নারদ। (হাস্য করিতে করিতে) আহা! কি আনন্দ, কি আনন্দ, বহুদিবসের পর দেব-লোকে একটি বৃহৎ ফলার উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু হে শুধাকর! আমাকে মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী করিতে হইবেক।

চন্দ্র। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) যে আজ্ঞা, আপনকার যেপ্রকার অভিলাষ হয়, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

নারদ। (হা, হা, শব্দে হাস্য করিতে

করিতে) তবে আর আমার বিলম্বে প্রয়োজন কি, আমাকে পত্র দিলেই প্রস্থান করি।

চন্দ্র। না, আপনি গমন করিলেই হয়, এই লউন, পত্র গ্রহণ করুন।

নারদ। (পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক) তবে আমি চলিলাম, যেন শেষ রক্ষা হয়।

[নারদের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

সাবিত্রী সত্যবান যাত্রা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

(রাজা দ্যুমৎসেন, সত্যবান, ও তদীয় জননীর প্রবেশ।)

রাজা অশ্বপতি। (সাবিত্রীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দ্যুমৎসেন সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া)———

রাজর্ষে! আপনাকে নমস্কার করি।

দ্যুমৎসেন। হে সদাশয়! আমি অন্ধ, আমাকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করুন।

অশ্বপতি। মহাত্মন্! আমি মদ্র দেশাধিপতি, আমার নাম অশ্বপতি।

দ্যুমৎসেন। (সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসুন্ আসুন্ মহারাজ! অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে, এস্থানে আপনকার শুভাগমন হোয়েছে।

অশ্ব। হে রাজর্ষে! মহতের অভ্যর্থনাই এই প্রকার।

দ্যুমৎ। মহারাজ! আপনার এস্থানে আগমনের কারণ কি? আপনি কি মৃগয়া-উপলক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেন, না কোন প্রয়োজন বশতঃ উপস্থিত হইয়াছেন?

অশ্ব। হে রাজর্ষে! আমি প্রয়োজন বশতই আগমন করিয়াছি। আপনি আমার এই পরম শোভনা কন্যাটিরে ধর্ম্মানুসারে স্নুষার্থে প্রতিগ্রহ করুন।

দ্যুমৎ। মহারাজ! আপনার সুকুমারী কন্যা কিরূপে এই বনবাস-জনিতদুঃখ-পরম্পরা সহ্য করিবেন?

অশ্ব। হে রাজর্ষে! আমি আদ্যন্ত সমুদায় নিশ্চয় করিয়াই আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি; আপনি প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার বলবতী আশা লতাকে ছেদন করিবেন না।

দ্যুমৎ। মহারাজ! আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ আমার চির প্রার্থনীয়; এক্ষণে আমার সেই চির মনোরথ পরিপূর্ণ করুন।

অশ্ব। রাজর্ষে! আপনার মহৎ গুণে আমি চিরবাধিত হইলাম।

(অনন্তর বিবাহের আয়োজন করিয়া বনবাসী ঋষিগণের সম্মুখে মহামতি সত্যবানের প্রতি)

বৎস সত্যবান! অদ্য আমার এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাটিকে নারায়ণ, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং ঋষিগণ সাক্ষাতে তোমাকে সম্প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি ইহার স্বামী এবং ইনি তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। অতএব তোমরা উভয়ে উভয় প্রতি সমস্নেহ হইয়া যথা বিধানে সংসার কার্য্য সুনির্ব্বাহ কর।

(গীত।)

প্রাণ সমান, এ কন্যা রতন।
সোঁপিয়ে আমি তোমারে,
আজ শূন্য মনে, ভবনে, করিতেছি গমন।
সর্ব্বক্ষণ স্বসদনে,
রেখ বাপ্ রেখ সদা যতনে, সাধনের এ ধন ॥

(অনন্তর সাবিত্রীর প্রতি)

বৎসে! তুমি আমার বুদ্ধিমতী কন্যা; তোমাকে আর কি বোলব বল? এক্ষণে আমায় বিদায় দেও, আমি গৃহে যাই।

সাবিত্রী। পিতঃ! কন্যা দায়ের বাড়া আর দায় নাই; অতএব আপ্নি যখন আমাকে সৎপাত্রসাৎ করেছেন, তখন বিদায়ই হয়েছেন।

অশ্ব। বৎসে! তোমার সঙ্গিনিগণকে তোমার নিকটে রাখ।

সাবিত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

অশ্ব। (দ্যুমৎসেন প্রতি) হে রাজর্ষে! অদ্য আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমি যাহার পর নাই আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি স্বালয়ে গমন করি।

দ্যুমৎ। যে আজ্ঞা মহারাজ! যেন সময়ে সময়ে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ হয়। বনবাসী অন্ধ বৈবাহিককে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন না।

অশ্ব। (অমাত্যগণ প্রতি) ওহে অমাত্য গণ! তবে চল আমরা প্রস্থান করি।

অমাত্য। যে আজ্ঞা, তবে চলুন।

[স্বগণ সহিত অশ্বপতির প্রস্থান।

(সাবিত্রীর সখিগণ সাবিত্রীর প্রতি)

সখি সাবিত্রী! আজ তুমি ধূলি শয্যায় শয়ন কোরেছ কেন? আর তোমার নয়নে জল ধারাই বা পড়্ছে ক্যান? সখি ওঠো ওঠো, ধূলীতে শয়ন করে থেকো না।

(গীত।)

ওঠো গো সাবিত্রী! ত্যেজিয়ে ধরাসন।
ধরণী উপরে ক্যান করেছ তুমি শয়ন ॥
সোণার পত্র শয্যাপরে,
ধূল লাগে কলেবরে,
আমাদের প্রাণ ক্যামন করে,
তোমায় কোরে দরশন।
য্যান প্রভাতের শশী,
হেরি তোমার মুখশশী,
সোণার বরণ হোল মসি,
অকস্মাৎ ক্যান——
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে,
ক্যান ভাসো আঁখি জলে,
কথা নাই মুখ মণ্ডলে,
বল সখি কি কারণ ॥

সাবিত্রী। (সখিগণ প্রতি) গীতচ্ছলে—

(গীত।)

উঠ্বো কি স্বজনী উঠিতে শক্তি কোই।
দুরন্ত শমন ভয়ে আমি য্যান আমি নোই ॥

বিবাহের দিন অবধি,
শুণ্‌তেছি দিন নিরবধি,
চার্‌ দিন আছে আজ অবধি,
নাথের জীবন সোই।

দুখিনীর বাক্যধর,
চিতে সজ্জা কর কর,
তেজিব এ কলেবর,
প্রাণ স্বজনী,——

বিহনে মরণ-জল,
নেবেকি বৈধব্যানল,
না জ্বলিতে সে অনল,
কর আমায় জল সই॥

সখি! আর কি আমার ওঠ্‌বার শক্তি আছে?

(সখিগণ গীতচ্ছলে সাবিত্রীর প্রতি)

(গীত।)

অনর্থ ভাবনায় হোতেছ তুমি ক্ষীণ।
ভুলেও ভেব না সখি সখার মরণ দিন॥

বেঁচে থাকৃতে সাধ্যা সতী
কখনো মরে না পতি,
নিশি থাকৃতে নিশাপতি,
কভু কি হয় মলিন॥

আশ্রম হয় সরোবর,
সতী হয় তাহার সর,
পতি হয় তার জলচর,
ওগো স্বজনী,——

বারি থাক্‌তে সরোবরে,
জলচর কি প্রাণে মরে,
জীবন শুষ্ক হোলে পরে,
জীবনেতে মরে মীন॥

সখি! তোমার নাথের কখনই মৃত্যু হবেনা; তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর।

সাবিত্রী। সখি! যদি আমার নাথের মৃত্যুই হবেনা, তবে আমার প্রাণটা আকুল হোচ্চে ক্যান বল? আর তোমাদের প্রবোধ বাক্যেই বা অন্তঃকরণ শীতল না হোয়ে উচাটন হোচ্চে ক্যান বল? সখিগণ! আমার নাথের মৃত্যু হবেই হবে, আর তোমরা আমাকে বৃথা প্রবোধ দিওনা।

(গীত।)

প্রবোধে প্রবোধ আর নাহি মানে মন।
অবশ্য হবে গো সখি নাথের মরণ॥

যদি প্রভাকর হয়,
পশ্চিম দিকে উদয়,
তথাপি না মিথ্যা হয়,
ব্রাহ্মণ বচন॥

ব্রাহ্মণের বেদ বাক্য,
তাহাতে সেই ঋষি-বাক্য,
অবশ্য সে হবে ঐক্য,
ওগো স্বজনী——

যদি বল এসংসারে,
মৃত্যু দিন কে বল্‌তে পারে,
সর্ব্বজ্ঞ সে ঋষিবরে,
বলে সর্ব্বজন॥

সখিগণ! সে নারদ-বাক্য কখনই মিথ্যা হবার নয়; অতএব তোমরা এই হত-ভাগীনি দুঃখিনী সঙ্গিনীর হিতার্থিনী হোয়ে একটি চিতে সজ্জা কর, আমি পতির মৃত্যুর পূর্ব্বেই প্রাণ পরিত্যাগ কোরে সতী লোকে প্রস্থান করি।

সখিগণ। গীতচ্ছলে——

(গীত।)

কবে যে কি হবে সখি তাই ভেবে মনে।
মরণ বাসনা তুমি কোরোনা জীবনে॥
বিধাতার এ চরাচরে,
মৃত্যু ইচ্ছা যারা করে,
তাদের মত পাপী নরে,
নাহি এ ভুবনে॥
আশি লক্ষ জন্মান্তরে,
পেয়েছ এ কলেবরে,
তুচ্ছ ভেবোনা অন্তরে,
ওগো প্রাণ সোই ——
অমূল্য দেহ রতন,
যে জন করে যতন,
পুণ্যবান সেই জন,
নবকৃষ্ণ ভণে॥

———

সখি! মৃত্যু চিন্তা কোরোনা। বরং যাতে সখার জীবন রক্ষা হয়, তারই চিন্তা কর।

সাবিত্রী। সখি! জীবের শেষ হোলে মৃত্যুঞ্জয় যখন রক্ষা কোর্ত্তে পারেন না, তখন আমি সামান্যা মানবী হোয়ে তাঁরে কি উপায়ে রক্ষা কোর্ত্তে পারি বল?

সখি। সখি! সখার মৃত্যু দিনেতে একবার এক মনে, এক ধ্যানে, প্রাণপণে শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বোলে ডেকো; তাহোলে আর তোমার কোন ভয় থাকবে না।

সাবিত্রী। সখি! দুর্গতি নাশিনী দুর্গা কি এই দুর্ভাগিনী কামিনীর প্রতি, কৃপা দৃষ্টিপাত কোর্‌বেন্?

সখি। সখি! বেদতন্ত্র যদি সত্য হয় আর তুমি যদি যথা নিয়মে শ্রীদুর্গা বোলে ডাকতে পার, তা হোলে অবশ্যই তিনি তোমার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত কোর্‌বেন তার আর সন্দেহ কি বল?

(অনন্তর সত্যবানের মৃত্যু-দিবসে সাবিত্রী শুদ্ধান্তঃকরণে মুদ্রিতনয়নে ঊর্দ্ধ-বদনে অতি প্রত্যুষে বিপদ-ভঞ্জিনী ভগবতী দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন)

(গীত।)

এ সময়ে কোথা জগদম্বে।
জগদম্বে কোরুণা মোই মা,
আমায় কোরুণা কটাক্ষে হের অম্বে!
আজ আমার বড় দুর্দ্দিন,
নাথের মরণ দিন,
দুর্দ্দিন নিবারো অবিলম্বে॥
ওমা! দুরন্ত শমন ভয়ে,
রক্ষ গো রক্ষ অভয়ে,
শীর্ণাকার হয়েছি ভয়ে, ভয়-ভঞ্জিনী——
স্মরণ লোয়ে এই দাসী,
আছি গো মা উপবাসী,
মন উদাসী হয়ে নিরালম্বে॥

———

(গীত।)

শুনেছি পুরাণে তুমি আদ্যা।
অনাদ্যা অভয়ে,
তুমি হরের ঘরণী মহাবিদ্যা।
শুন্‌তে পাই মা সরবনে,
স্বর রূপে সুরগণে,
মোহিত করেছ বীণা বাদ্যে॥

ওমা ! কালীরূপে মহারণে,
রেখেছিলে সুরগণে,
মায়ারূপে ত্রিভুবনে, রেখেছ তুমি——
নব বলে এইরূপে,
রাখ আমায় কোন রূপে,
যেন না হয় কোন রূপে কাঁদ্দে ॥

(গীত ।)

ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম ফলে ।
শ্রীদুর্গা নামেতে,
ওমা ! মুনিঋষি আদি সবে বলে ;
স্মরিলে শ্রীদুর্গা নাম,
দুর্গমে হয় পূর্ণকাম,
না জানি এ ভাগ্যে কি ফল ফলে ॥

তারা ! তব নাম মাহাত্ম্য বাক্য,
সবে বলে ঋষি বাক্য,
আমারো যে ঋষিবাক্য,পতির নিধন——
দ্বিজ নবকৃষ্ণের বাক্য,
ঐক্য হবে উভয় বাক্য,
মোর্বে পতি বাঁচ্বে নামের বলে ॥

(গীত ।)

পতি যে রমণীর ক্যামন ধন ।
তোমা বৈ জানে কে,
ওমা নাহি জানে অন্য নারীগণ ;
পতি নিন্দে শুনে কাণে,
দক্ষ রাজার যজ্ঞ স্থানে,
স্বদেহ করিলে বিসর্জ্জন ॥

শ্যামা ! নিবেদি পদার বৃন্দে,
সইতে নার্লে পতি নিন্দে,
পতির নিধন আমি সহি কেমনে——
তেজিব এ কলেবর,
নৈলে পতির মৃত্যু হর,
হরিস্মৃতে করি নিবারণ ॥

(ঋষিকুমার মঙ্গলগর্ব্ব সত্য-
বানের প্রতি)

হে সখে সত্যবান ! অদ্য তোমার নিষ্কলঙ্ক মুখশশাঙ্ক মলিনাঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে ক্যান বল ? হে সখে ! যে দর্শন দর্শন করিলে মৃগকুল আকুল চিত্তে ইতস্তত ধাবমানহয় ; অদ্য তোমায় প্রফুল্লিত ইন্দীবর সদৃশ সেই নয়ন যুগল হইতে অবিরল বাষ্প বারি বিগলিত হইতেছে ক্যান বল ? এবং তোমার শুক-চঞ্চু বিনিন্দিত সুচারু নাসিকাগ্র বারম্বার স্ফীত এবং কুঞ্চিত হইতেছে ক্যান বল ? হে বন্ধো ! সুপক্ক বিম্বফল তপন তাপে তাপিত হইয়া যে প্রকার শুষ্ক ও বিরূপ হয়, অদ্য তোমার সেই বিম্ব তুল্য ওষ্ঠাধর কোন্ হুতাস্ রূপ হরি তাপে শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়াছে বল ?

হে প্রিয়বর ! প্রশস্ত প্রান্তর সদৃশ তোমার বক্ষঃস্থল ভূমিকম্পের ন্যায় বারম্বার কম্পিত হইতেছে ক্যান বল ? এবং তুমি মুকের ন্যায় নিরব হইয়া অন্তঃকরণে কি চিন্তা করিতেছ বল ?

হে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ! তোমার যে রূপের প্রভাতে আমাদের এই তপোবন

আলোকিত হয়; অদ্য তোমার সেই অলোক-সামান্য উজ্জ্বল রূপের আভাই বা কোথা গ্যাল?

আহা সখে! তোমার এবম্প্রকার ভাবাবলোকনে আমার অন্তঃকরণে বহুরূপ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র তোমার মনের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক আমার মনোদ্বিগ্ন নিবারণ কর, নতুবা আমাকেও তোমার ন্যায় তোমার নিমিত্তে শীর্ণ, বিবর্ণ ও চিন্তান্বিত হইতে হইবে।

(সত্যবান মঙ্গলগর্ব্বের প্রতি)

হে সখে মঙ্গলগর্ব্ব! অদ্য নিদ্রা ভঙ্গ হওনাবধি এপর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি নাই, সর্ব্বদা বামাঙ্গ বামলোচন স্পন্দিত হইতেছে। আহাঃ সখে! কি আশ্চর্য্য; এই হৃদয়-প্রফুল্লকর তপোবন দিনকর-কর-নিকরে আলোকিত হইয়াও নিশাকর-বিহিনা নিশির প্রায় আমি সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি।

বয়স্য! এইতো এক আশ্চর্য্য. আবার ইহাপেক্ষাও আর এক আশ্চর্য্য কথা বলি, শ্রবণ কর।

হে যুবন্! যেন এক দীর্ঘ-দন্তী শীর্ণ-কায় জীর্ণ-বস্ত্র-পরিধান ভয়ঙ্কর অবয়ব-বিশিষ্ট মহাপুরুষ শিষ্ট বাক্যে আমাকে বারম্বার কহিতেছেন হে সত্যবান! অদ্য তোমার নিমিত্ত হিরণ্ময় সিংহাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক পিতৃ-রাজ যম তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; তুমি যথাসময়ে তথা গমন কর, আর তোমার এখানে থাকিবার অধিকার নাই। হে সখে! যখন বারম্বার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছি, তখন আজ আমার জীবন বিনাশের বিস্তর সম্ভাবনা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে ঋষিকুমার! আমার জীবনের নিমিত্তে কিছুমাত্র অনুতাপ করি না; কেবল অন্ধ জনক জননীর কারণেই আমার নয়ন হইতে অবিরল বাষ্পজল বিগলিত হইতেছে। ওষ্ঠাধর শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়াছে। নাসিকা দুশ্চিন্তা যুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস বাতে বারম্বার স্ফীত ও কুঞ্চিত হইতেছে।

হে বন্ধো! যে নিমিত্তে আমার হৃদয় স্থল কম্পিত হইতেছে তাহা শ্রবণ কর। দৈব কর্ত্তৃক আমার জীবন নাশ হইলে পাছে আমার পূর্ণ যৌবনা ভার্য্যা হইতে আমাদিগের অকলঙ্ক কুল অপযশ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়, আমার সেই ভয়েই হৃৎকম্প হইতেছে। হে সখে! ভবিষ্যতে কি হবে তাহার, অনুশোচনা করা বৃথা। এক্ষণে তোমার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, যদি দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ আমার অকাল মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তুমি আমার ন্যায় আমার জনক জননীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং যাহাতে আমার সহধর্ম্মিণীর সতীত্ব ধর্ম্ম সম্পাদন হয়, তাহা তুমি যত্ন পূর্ব্বক সংশাধন করিবে। বন্ধো! আমার এই গুরু-ভার তোমা ব্যতিরেকে আর কাহাকে অর্পণ করি বল?

(ক্রমশঃ।)

———

নন্দবিদায় যাত্রা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

দেবকী। বাছারে! তোমার যে দুঃখিনী মাকে মনে ছিল এই আমার যথেষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণ। গীতচ্ছলে——

(গীত।)

মা আমায় দোষ দিও না।
আপনারি দোষে তুমি পেলে যন্ত্রণা॥
জন্মিলাম তোমার উদরে,
রেখে এলে পরের ঘরে,
কে পিতা কে মাতা তা তো
জান্তে পাল্লেম্ না॥
আমায় পরের অধীন কোরে,
না রাখিলে পরের ঘরে,
এ যন্ত্রণা কারাগারে,
সইতে হোত না॥
দ্বিজ রামচন্দ্র বলে,
একি তোমার তেমন ছেলে,
নাম নিলে এ ভব জালে,
বাঁধা থাকে না॥

হে মাত! এক্ষণে আর আপনাদের অনুতাপের বিষয় কি?

দেবকী। বাছা! আমাদের এ অনুতাপ মোলেও যাবে না। হে পুত্র! এই কি আমার সামান্য কষ্ট?

(গীত।)

আমার কাঁদিতে কাঁদিতে গেল দিন।
তোমারে উদরে ধোরে,
দুঃখে মোলেম, চিরদিন॥
সদা ভাবিতেম অন্তরে,
কবে আস্‌বি মধুপুরে,
পোড়ে এই কারাগারে,
দিন গণি দিন দিন।

বসুদেব দেবকীরে, মুক্ত করি কারাগারে,
রাজ্যভার দিয়ে উগ্রসেনে।
রাম কৃষ্ণ অতঃপরে, সঙ্গে লোয়ে উদ্ধবেরে,
উপনিত দেবকী সদনে॥
বসিয়ে মায়ের কোলে, ভেসে যান অশ্রুজলে,
স্নেহেতে মগন রাম কৃষ্ণ।
দেবকী বাৎসল্যে ভুলে, শ্রীকৃষ্ণের মুখে তুলে
ক্ষীর সর দেন হয়ে হৃষ্ট॥
সভায় বসিয়ে নন্দ, বলে ওহে উপানন্দ,
আজ কেন কেঁদে উঠে প্রাণ।
কৃষ্ণ গেল অন্তঃপুরে, এখন এলনা ফিরে,
হারাই হারাই করি জ্ঞান॥
বাম অঙ্গ করে নৃত্য, বুঝিতে না পারি তত্ত্ব,
শীঘ্র করি চল হে গোকুলে।
এনেছি অমূল্যধন, কাল মাণিক কাল ধন,
প্রাণে বাঁচি যশোদারে দিলে॥
কৃষ্ণের বিলম্বে নন্দ, মনেতে কি কর সন্দ,
আজ তব কপাল ভাঙ্গিল।
দ্বিজ রাম চন্দ্রের বিধি, শ্রীকৃষ্ণের এ অবধি,
ব্রজ লীলা সকলি ফুরাল॥

(নন্দ ব্রজবালকগণ প্রতি।)

রে শিশুগণ! তোমরা অবিলম্বে কৃষ্ণ-সমীপে গমন কোরে এই কথা জ্ঞাপন কর যে, তোমার পিতা গৃহে যাইবার জন্য তোমার গমন প্রতীক্ষা কোচ্ছেন; অতএব তুমি শীঘ্র আগমন কর।

শিশু। যে আজ্ঞা আমরা চোল্লেম।

(অতঃপর কৃষ্ণ সমীপে যাইয়া।)

(গীত।)

আয় আয় আয় ব্রেজে যাই রে কানাই।
থাকিতে এ মধু পুরে,
আর নাহি মন সরে,
তোমার বিলম্ব হেরে রাণী বুঝি বেঁচে নাই॥
হইল গোঠের বেলা,
মনে পড়ে ব্রেজের খেলা,
তুমি হয়ে রাজ ভোলা রহিলে ভুলে——
তাই বলি কাজে কাজে,
চল রে ভাই চল ব্রেজে,
গিয়ে রাম চন্দ্র দ্বিজের, মনোবাসনা পুরাই॥

হে কৃষ্ণ! পিতা নন্দ গৃহে যাবার জন্যে তোমার গমন প্রতীক্ষা কোচ্ছেন; অতএব তুমি শীঘ্র আগমন কর।

কৃষ্ণ। হে সখাগণ! তোমরা গোপ-পতি সমীপে গিয়ে তাঁকে বল যে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রেজে গমন করবে না।

শ্রীদাম। হে সখে। তুমি কি নিমিত্তে ব্রেজে যাবে না।

কৃষ্ণ। শ্রীদাম! এত দিন আমি ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় নন্দালয়ে বাস কোর্‌ছিলেম। আজ ভাগ্য ফলে আমার জন্ম দাতা মহাত্মা বসুদেব আর গর্ভ-ধারিণী দেবকীকে পেয়ে পরম সন্তোষ লাভ করেছি। অতএব আর আমার নৈমি-ত্তিক পিতা মাতার প্রয়োজন কি?

শ্রীদাম। হে কৃষ্ণ তোমার মুখ-নিঃসৃত বাক্য গুলিন্ ইন্দ্রের অশনি অপেক্ষাও প্রাণে কঠিন বোধ হচ্ছে। হে সখে! তুমি পুনর্ব্বার আর ও কথা বোলনা। এক্ষণে আমি যা বলি তা শ্রবণ কর।

(গীত।)

ধররে ধররে বংশী ধর।
অধরে মুরলী ধোরে রাধা বল বংশীধর॥
রাজ বেশ পরি হর,
চূড়া বেঁধে ধড়া পর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর,
এই ভার গিরিধর॥
ও ভাই! চরণে চরণ দিয়ে,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হয়ে,
হলধর সঙ্গে নিয়ে,
চল রে ভাই ব্রেজে——
দ্বিজ রাম চন্দ্র বলে,
রাখালগণ তো ভাল বলে,
ক্যান ভাষাও নয়ন জলে,
ওহে নব জলধর॥

হে কৃষ্ণ! তুমি আর আমাদের প্রত্যাখ্যান কোরোনা শীঘ্র পূর্ব্ব বেশ পরিধান কোরে গোপরাজ সমীপে আগমন কর।

কৃষ্ণ। সখে! আর আমাকে ব্রেজে যেতে অনুরোধ কোর না।

শ্রীদাম। গীতচ্ছলে——

(গীত।)

তোরে সাধিতে সাধিতে গেল দিন।
কি আছে ভাই তোমার মনে,
কেনরে এত কঠিন॥
না বসিলি সিংহাসনে,
না গেলি শ্রীবৃন্দাবনে,
ভাব দেখে ভাই ভাবি মনে,
না গৃহী না উদাসীন্॥
ও ভাই! সুধাতে না হোত তোকে,
মনের কথা বল্‌তে ডেকে,
আজ ক্যান ভাই আমায় দেখে,
হোল বদন ভারি ——
দ্বিজ রাম চন্দ্র ভণে,
এ অপমান অকারণে,
ব্যাথা দে শ্রীদামের প্রাণে,
সুখেতে কি যাবে দিন॥

হে সখে। আমি কি সাধে তোমাকে ব্রেজে যেতে অনুরোধ কোর্‌ছি; তার কারণ শ্রবণ কর।

(গীত।)

সাধে কি সাধি ভাই তোরে।
ও ভাই প্রাণ যায় না হেরে॥
রস বৃন্দাবনে, গিয়ে গোচারণে,
মলেম প্রাণে বিষ নীরে;——
করুণা কটাক্ষে, জীবন কর্‌লে রক্ষা
কালিয়ের দর্প হোরে॥
তব রূপ দেখি, জুড়ায় দুটি আঁখি,
কত সুখে সুখী হই রে——
সে কথা কি কব, মনে জান সব,
লোয়ে যাব পায়ে ধোরে॥

হে সখে! তুমি আমাদিগকে কালীয় হ্রদ হতে রক্ষা করেছ, ভয়ঙ্কর দাবানল হোতে পরিত্রাণ করেছ, ক্ষুধার সময়ে বনে সুস্বাদযুক্ত অন্ন দান করেছ, গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্র-কোপ হোতে পরিমুক্ত করেছ এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক হৃত গোবৎস গোপালগণকে মোচন কোরে আপনার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ কোরেছ। হে সখে যদি কিছুদিন পরে ব্রজধাম পরিত্যাগের অভিলাষ ছিল; তবে তুমি কি জন্যে ঐ সকল অখণ্ডনীয় বিপদ হোতে আমাদিগকে রক্ষা করেছিলে? হে কৃষ্ণ? তুমি কি নিমিত্তে আমার কথার উত্তর দাও না? তোমার নতশিরে থাক্‌বার প্রয়োজন কি?

(গীত।)

কথা ক রে বনমালী।
কি দায় ঘটালি ॥
করিয়ে বিরত্ব, বোধে কংস দৈত্য,
এ মধুর রাজত্ব পেলি——
তার অংশ নিতে, আসি নে চাহিতে,
তবে ক্যান বিমুখ হোলি ॥
তোমার মধুর বচন, শুনে যুড়ায় জীবন,
তাতে কৃপণ কেন হোলি——
রামচন্দ্র ভণে, শুন শিশুগণে,
এখন কৃষ্ণ ধনশালী ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার নিরব থাকা উচিত নয়; আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি; তার উত্তর কর।

(গীত।)

রাখাল রাজ! যাবি কি না বল্।
তোরে মধুপুরে রেখে ক্যামনে যাইব বল ॥
কা'ল আসিব বোলে এলি মধুপুরে,
সে কথা বিস্মৃত হোলি রে অন্তরে,
কপট বচনে ভুলায়ে আমারে,
করিস্ ক্যান কৃষ্ণ মিছে ছল ॥

(ক্রমশঃ)

☞ এই বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব কলিকাতা, যোড়াসাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রীটের ৩২ নং বাটী হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীবিহারিলাল রায় দ্বারা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।

Printed by S. P. Chatterjee, at the New Bengal Press, 149, Manicktolah St., Calcutta.

সতাং মনঃপঙ্কজমুৎপ্রকাশকঃ। অসাধুচেতস্তমসাং বিঘাতকঃ॥
অশেষজীব-ভ্রমনিদ্রিকাহরঃ। উদেতি বিজ্ঞানক-চক্রবান্ধবঃ॥

১ ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।] আশ্বিন,—১২৭৮ সাল। [মূল্য চারি পয়সা।

ভাক্ত ব্রাহ্ম মুদ্গার।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

রাজস তামস গুণাক্রান্ত ভাবে, তাদৃশ অবস্থা। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্য—

যদ্যেবং স কথং ব্রহ্মন্,
পাপ-যোনিষু জায়তে।
ঈশ্বরঃ স কথং ভাবৈ-
রনিষ্টৈঃ সংপ্রযুজ্যতে॥
করণৈরন্বিতশ্চাপি,
পূর্ব্বভাবং কথঞ্চন।
বেত্তি সর্ব্বগতাং কস্মাৎ,
সর্ব্বগোপিনবেদনাং॥

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্! এতদ্ভাবাপন্ন সেই ঈশ্বর, কি হেতু পাপ-যোনি সমূহে জন্ম-গ্রহণ করেন? কি হেতু সেই ঈশ্বর মায়িক গুণ সমূহ কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে প্রাযুজ্যমান হয়েন? সেই ঈশ্বর ইন্দ্রিয় সমূহেতে যুক্ত হইয়া কি হেতু ঈশ্বরত্ব ভাবকে জানিতে-ছেন না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কি হেতু নানা কারণে সুখ দুঃখ জরা মরণাদি পীড়াকে বিলক্ষণ রূপে বোধ করিতেছেন? এই রূপ প্রশ্নের উত্তর করেন যে, যথা—

রজসা তমসাচৈব,
সমাবিষ্টো ভ্রমন্নিহ।
ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংযুক্তঃ
সংসারং প্রতিপদ্যতে॥

অর্থাৎ ঈশ্বর রজোগুণ ও তমোগুণেতে সমাবিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করতঃ অশুভ কার্য্য সমূহেতে লিপ্ত থাকায় সংসার প্রাপ্ত হয়েন। ইহা যুক্তিতেও পাওয়া যায় যে, আত্ম-কার্য্য সিদ্ধিতে ছোট বড় কোন ব্যক্তিই মানাপমান ও সুখ দুঃখ গ্রহণ করেন না, কেবল কার্য্য মাত্র সাধনীয় হয়। দেখ যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি নিজ গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র হয়, তখন স্তম্ভাভাবে স্বয়ং স্তম্ভের ন্যায় হইয়া মস্তক কি হস্তের দ্বারা কোন আচ্ছাদন, স্তম্ভের কার্য্য করে, এবং মৃত্তিকা খনন করিতে, খন্তার অভাবে

স্বয়ং হস্ত দ্বারা খনন কার্য্য নির্ব্বাহ করে, আর রজ্জু অভাবে হস্তের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকে, আর ঐ স্তম্ভ, খন্তা, ও রজ্জু প্রাপ্ত হইলে তাহা দ্বারা সেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করে। এমতে রাজা প্রভৃতি ধনবান লোকে আত্মার্থ যে ব্যাপার স্বয়ং কর্ত্তব্য, তাহা সমস্ত ধন প্রয়োগে আত্ম-প্রতিনিধি লোক দ্বারা পৃথক পৃথক উপাধি মর্য্যাদা ভেদে গ্রাম্য শাসন অবধি মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, প্রতিনিধি অভাবে তাহা আপনিই করিয়া থাকেন। তবে এই বিবেচ্য যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ও পদার্থগুণ ও ব্যক্তি ভেদ আছে; এমতে, ইহা হয়, কিন্তু সৃষ্টি কালে পরমেশ্বর বিনা অন্য কোন পদার্থ ছিল না, এপ্রযুক্ত, যেমন মাকড়শা কীট স্বদেহ হইতে নানা জাল সৃষ্টি করে, সেই মত তিনি সংকল্প দ্বারা স্বয়ং সর্ব্বময় রূপে প্রকাশ পাইলেন, সুতরাং আমি তুমি ইত্যাদি নানা ব্যক্তি ও কুক্কুর কৃমি প্রভৃতি উপাধি ভেদে নানা ভোগ ও ব্যাপার সাধনের কারণ হইয়াছেন। যদি এই রূপই হইল, তবে ঈশ্বর অতিরিক্ত আর কি আছে? কেবল উপাধি অহঙ্কার মাত্র ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়, যদ্দ্বারা এই জগৎ দৃশ্য হইতেছে এবং ক্ষুদ্র দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মগত মাহাত্ম্য বোধ করিলেই দৃশ্য বস্তুর স্বপ্ন সৃষ্টিবৎ মর্ম্ম ও আত্মনিষ্ট মহা ব্যাপারাত্মক ব্যাপকতা সুলভ হয়। তথাচ যোগবাশিষ্ঠে —

ব্রহ্মাহং জগতঃ স্রষ্টা,
ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর।
লোকপালপুরৈঃ সার্দ্ধং,
ভুবনানি চতুর্দ্দশঃ॥
নির্ম্মিতানি ময়ৈতানি,
তেষামন্তরহং স্থিত।

অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মা হইয়া জগতের সৃষ্টি ও পালন করিতেছি। আমিই মহেশ্বর হইয়া জগতকে ভক্ষণ করিতেছি। আমিই লোকপাল ও তাহাদিগের পুরী সকলের সহিত এই চতুর্দ্দশ ভুবন নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং ঐ সৃষ্ট বস্তু সকলের অন্তরে আছি। অতএব অহঙ্কারী আত্ম-সুখ দুঃখ ভোগী স্বকীয় মাহাত্ম্যজ্ঞ পুরুষ নির্লিপ্ত স্বপ্নবৎ ক্রীড়া মাত্র স্থায়ী। তথাচ—

পলায়তে যঃ পুরুষঃ,
স্বাত্মানং প্রহরন্ স্বয়ং।
স্ববাসনা প্রহারেভ্যস্তং,
ভ্রাম্যতি মনঃ স্বয়ং॥
অহং যত্র করোমীতি,
সমগ্রং জাগতং ভ্রমং।
রাগদ্বেষ ক্রমস্তত্র,
কুতোন্যস্যাপ্যসম্ভবাৎ॥

অর্থাৎ যে পুরুষ আপনাকে প্রহার করত স্বয়ং পলায়ন করেন; স্বীয় বাসনা প্রহার হইতে সেই মনই স্বয়ং ভ্রমণ করেন। আমি করি ইহাই সমস্ত জগতের ভ্রম। সে খানে রাগ দ্বেষের ক্রম বা অন্যের সম্ভব কোথায়? এ কারণ আমরাও স্বপ্ন প্রাপ্ত সুখানুমানে সুখ দুঃখকে ভ্রান্তি জন্য মাত্র জানিতে শক্ত হইতে পারি। যদি বস্তু-বিচার এবং জ্ঞান বিশেষ লাভ হয়। তথাচ যোগবাশিষ্ঠে——

মনশ্চ চঞ্চলা যৈষা,
তুবিদ্যা রামসোচ্যতে।
তামেব বাসনানাম্নীং
বিচারেণ বিনাশয় ॥
শাস্ত্র বৈরাগ্যামলয়া,
ধিয়া পরম ভূতয়া।
কর্ত্তব্যং কারণজ্ঞেন,
বিচারোঽনিশমাত্মনঃ ॥
বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্য,
ধী পশ্যতি পরংপদং।
দীর্ঘ সংসার রোগস্য,
বিচারোহি মহৌষধং ॥
কোঽহং কথময়ং দোষঃ
সংসারাখ্য উপাগতঃ।
ন্যায়েনেতি পরামর্শো,
বিচার ইতি কথ্যতে ॥
(ক্রমশঃ।)

ভাক্ত বিবাহ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

পদ্য।

মণির বচন, শুনিয়ে তখন,
কহিতেছে ক্ষেত্র দাস।
শুনহে সুমতি, করহে সুমতি,
বয়ে যায় ভাদ্র মাস ॥
এক মত হয়ে, এক কথা কয়ে,
প্রকাশি সরলান্তরে।
অনুমতি কর, যেয়ে দ্রুততর,
আনিগে আচার্য্য বরে ॥
তাঁহার সন্ধানে, আছে বহু স্থানে,
অনেক কন্যার ভোল।
এ সম্বাদ পেলে, সবকাজ ফেলে,
মিটাবেন এই গোল ॥
তাঁহার মতন, আছে কোন জন,
লিখিতে পড়িতে আর।
তাঁহার বচন, শুনে নি যে জন,
বৃথাই জীবন তার ॥
গিয়ে লম্বা ঘরে, সুমধুর স্বরে,
যখন বক্তৃতা করে।
বেশ্যাদের মত, মিষ্ট বাক্যে কত,
যুবাদের মন হরে ॥
দেশের কারণ, করেছেন পণ,
আপনার প্রাণাবধি।
ছেড়ে নিজদেশ, এ দেশ সে দেশ,
করিছেন নিরবধি ॥
তেমন রতন, ভারত ভুবন,
কখন ধরেনি গলে।
তাঁর কথা শুনে, ভুলে তাঁর গুণে,
সকলের মন গলে ॥
চুম্বক যেমন, করে আকর্ষণ,
সুকঠিন লৌহখণ্ড।
ঠিক সেপ্রকার, বল্ আছে তাঁর,
আকর্ষিতে অবগণ্ড ॥
তাঁহার সহিত, যার আছে প্রীত,
সেই জানে ভাল তাঁরে।
যতগুণ তাঁর, সাধ্য আছে কার,
এক মুখে কহিবারে ॥
যদি শতানন, হয়ে কোন জন,
জন্মায় ভারতাধারে।
তবে তাঁর গুণ, বর্ণিতে নিপুণ,
সেই জন হোতে পারে ॥
যবন সভায়, যবনের প্রায়,
করেন ব্যাভার যত।

ইংরাজ মহলে, নিজজ্ঞান বলে,
খ্রীষ্টপদে হন নত ॥
প্রহ্লাদ-জনক, সমান সাধক,
হরিনাম যেন বিষ্।
শিবদুর্গা রাম, শুনে এই নাম,
অত্যন্ত করেন রিষ্॥
গঙ্গাতে না নান্, সে জল না খান,
ভুলেও না জান তথা।
সেই জল খান, সেই জলে নান্
যবনের খাদ যথা ॥
হিঁন্দুয়ানি খানা, মোণ্ডা আদি নানা,
ভুলেও না দেন মুখে।
পাইলে বিস্কুট, কোরে কুট্‌কুট,
চর্ব্বণ করেন সুখে ॥
রামপাখী যত, ভয়ে থতমত,
সর্ব্বদা তাঁহার কাছে।
মাংস ভার ভার, উদরে তাঁহার,
না জানি কতই আছে ॥
মাংস মাত্রে ভাই, কিছুবাকী নাই,
সকলি চলেছে তাঁর।
বিশেষতঃ হংস, হইল নির্ব্বংশ,
হোয়ে তাঁর অপচার ॥
তীর্থেতে যখন, করেন গমন,
হোটেল আলয়ে বোসে।
মাংস ফেলে দিয়ে, ঝোল আলু নিয়ে,
খাইতেন কোসে কোসে ॥
যে অবধি তাঁর, হয়ে অপচার,
হয়েছে পেটের দোষ।
সেই দিনাবধি, খান নিরবধি,
বাছুরের অণ্ডকোষ ॥

অধিক তাঁহার কথা কি কহিব ভাই।
তেমন গুণের লোক ত্রিজগতে নাই ॥
হীরণ্যকশ্যপ বটে মানিত না হরি।
তবু সে বলিত মুখে শঙ্কর শঙ্করী ॥
আমাদের গুরুটির আশ্চর্য্য ব্যাপার।
ভুলেও না নেন্ নাম কোন দেবতার ॥
বোধ হয় দেবগণ কবেও না কবে।
পাকাধানে মোই তাঁর দিয়েছিল সবে ॥
সেই রাগে নাহি লন দেবতার নাম।
গুরুর মতন কেহ নাই গুণ গ্রাম ॥
মাটির মানব তিনি মাটির মানব।
* * কত খান নাহি তবু রব ॥
একা আমি কত তাঁর দিব পরিচয়।
চাক্ষুষ হইলে যাবে সকল সংশয় ॥
অতএব অনুমতি যদি কর ভাই।
এই দণ্ডে এই বেশে মের্জাপুরে যাই ॥
তথায় যাইয়া দেখা কোরে তাঁর সনে।
নিয়ে আসি ঢাকাপুরে অতি সযতনে ॥
আমি গিয়ে যদি তাঁর ধরি দুই পায়।
আর কি এড়াতে তিনি পারেন আমায় ॥
ভাল বাসা শিষ্য তাঁর শিষ্য মধ্যে আমি।
যথায় তথায় তাঁর হই অনুগামী ॥
তীর্থেতে যখন তিনি করেন গমন।
আমার হোল না যাওয়া অর্থের কারণ ॥

(ক্রমশঃ)

--:--

বুধসম্ভব নাটক।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

চন্দ্র। ওহে সভাসদ্‌গণ! তোমরা বিশ্বকর্ম্মাকে আনয়ন পূর্ব্বক যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ কর, এবং আহূত

অনাহূত ব্যক্তিগণের আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি কর, অধিক আর কি কহিব, যেন কেহ কোন প্রকারে ক্লেশ প্রাপ্ত না হন্, ইহাই আমার অভিপ্রায় জানিবে।

পারিষদ। হে প্রভো! আপনি কোন বিষয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইবেন না। আমরা সমুদয় কার্য্য সুনিয়মে সুসম্পাদন করিব। আপনি নিরুদ্বেগচিত্তে আর আর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন।

[সকলের প্রস্থান।

(পটপ্রক্ষেপণ।)

(পটোত্তোলনানন্তর বিষ্ণু-লোক তথায় নারদের প্রবেশ।)

বিষ্ণু। (নারদকে দেখিয়া) এ কি, নারদ যে, এস, এস, কি অভিপ্রায়ে আসা হয়েছে, আজকে বড় আনন্দযুক্ত দেখিতেছি।

নারদ। হে নাথ! নমস্কার, নমস্কার তোমার চরণে নমস্কার।

অন্তর জামিন্ যদি অন্তর জামিন্।
জিজ্ঞাসিছ কেন তবে কও হে প্রবীণ॥
বুঝিতে তোমার ভাব তনু হোল ক্ষীণ।
দীনের না গেল তবু ভ্রমময় দিন॥

স্তব।

কে পাবে তোমার অন্ত, তুমি আদি তুমি অন্ত
তুমি শিব বিধাতা বাসব।
তুমি ব্যোম ধরাচল, তুমি বহ্নি তুমি জল;
এ ব্রহ্মাণ্ড তুমিই কেশব॥
তোমার আজ্ঞায় রবি, প্রকাশিয়া নিজ ছবি;
দিবাভাগ করিছে প্রচার।
গ্রহতিথি তারাগণ, তারা ভ্রমে অনুক্ষণ;
তব আজ্ঞা করিয়া স্বীকার॥
প্রাপ্ত হতে তব লোক, নরলোকে নরলোক,
করিতেছে কতই সাধন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, নাগ আদি লক্ষ লক্ষ:
ধ্যান করে তোমার চরণ॥
তুমি নাথ সর্ব্বসার, অবিদিত কি তোমার,
সকলি বিদিত তব কাছে।
আসিয়াছি যার তরে, যে পত্র আমার করে
জানিতে কি বাকী তব আছে।

হে নাথ! যখন তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। হে কমলা-পতি পতিত পাবন! সিন্ধু-সুত সুধাকর রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন, আমি নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া আসিয়াছি, এই লও পত্র গ্রহণ কর।

বিষ্ণু (পত্রগ্রহণ পূর্ব্বক) তবে নারদ! আরকোথায় কোথায় পত্র দেওয়া হয়েছে, আমার মহাদেবকে দেওয়া হোয়েছে তো?

নারদ।——

প্রথমে এসেছি আমি আপনার কাছে।
কৈলাসেতে যাব পরে অভিপ্রায় আছে॥
তথা হতে ব্রহ্ম লোকে করিব গমন।
তার পর করিব হে সর্ব্ব নিমন্ত্রণ॥

বিষ্ণু। এ যজ্ঞের পত্রবহ তুমি একক না আর কেউ আছে?

নারদ।——

পত্রবহ একা আমি আর কেহ নাই।
অবিলম্বে একা আমি সর্ব্ব লোকে যাই॥
আমাকেই আঁটেনাকো ওহে নারায়ণ।
অপর বাহকে আর কিবা প্রয়োজন॥

হে প্রভো! এক্ষণে আর আমার কথা কহিবার অবসর নাই, অতএব বিদায় গ্রহণ করিলাম।

[নারদের প্রস্থান।

(পটপ্রক্ষেপণ।)

(পটোত্তোলনানন্তর
কৈলাসধাম—তথা হরপার্ব্বতী এবং
ভূতগণ শোভিত সভায়
নারদের প্রবেশ।)

নারদ বীণা বাদন করিতে করিতে——

(গীত।)

হর হর হর, শশাঙ্ক শেখর,
ভূতেশ ভৈরব, গিরীশ শিব।
কতদিনে আর, পাইব তোমার,
যুগল চরণ, কও হে শিব॥

আশুতোষ নাম, ধর গুণ ধাম,
রাখ রাখ নাম, নাশি অশিব।
দিতেছ আহার, করহে নিস্তার,
যখন আগারে, কোরেছ জীব॥

কও সদাশিব, কবে পাব শিব,
কবে হবো শিব, আমি হে শিব।
আশার অনল, হইয়ে প্রবল,
করিছে আমাকে, ক্রমে নির্জীব॥

নেবে না আগুন, বড় নিদারুণ,
বাড়িছে দ্বিগুণ, কিসে নাশিব।
কৃপার নিদান, কর কৃপাদান,
কৃপানীরে আমি, কবে ভাসিব॥

স্তব।

বোম্ বোম্ বোম্, ভূতেশ ভৈরব,
ভবানি-রঞ্জন, শ্রীকণ্ঠ হর।
বোম্ বোম্ বোম্, ঈশান ঈশ্বর,
শঙ্কর উমেশ, চন্দ্র-শেখর॥

বোম্ বোম্ বোম্, কপর্দ্দী পিনাকী,
স্মর-হর শিব, ত্রিপুরান্তক।
বোম্ বোম্ বোম্, গিরীশ গিরীশ,
মহেশ কেদার, ভব-তারক॥

তুমি নাথ ত্রিলোচন দয়ার নিধান হে।
দেব দেব মহাদেব দেবের প্রধান হে॥
কত গুণ ধর তুমি কে পাবে সন্ধান হে।
নাহিক বন্ধান গুণে নাহিক বন্ধান হে॥
বাঁচাইলে দেবাসুরে কোরে বিষ পান হে।
গঙ্গার করিলে সৃষ্টি গেয়ে দিব্য গান হে॥
ভক্তের কুশল হেতু হোয়ে কৃপাবান হে।
মহারণে ত্রিপুরের বিনাশিলে প্রাণ হে॥

মহাদেব হাস্য করিতে করিতে। হে নারদ! তোমার স্তবে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে তুমি কি নিমিত্তে আগমন করিয়াছ, তাহা আমাকে বিজ্ঞাপন কর।

নারদ। (নমস্কার পূর্ব্বক) হে নাথ! আপনকার ললাট-ভূষণ দ্বিজরাজ রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন। আমি সেই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পত্রবাহক হইয়া আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি, অতএব পত্র গ্রহণ করুন।

মহাদেব। আমার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হইল, এক্ষণে আর আর স্থানে গমন কর।

[নারদের প্রস্থান।

(পটপ্রক্ষেপণ।)

(পটোত্তোলনানন্তর ব্রহ্মলোক ;— তথায় গান গাইতে গাইতে মহামুনি নারদের প্রবেশ।)

(গীত।)

যুগে যুগে অবতার।
কিরূপেতে হও তুমি,হয়ে নিরাকার ॥

যদি তুমি নিরাকার,
এ সংসার তবে কার,
কে করিল কোথা বা, সে,কিবা নাম তার ॥

ঘুচাইতে এই ভ্রম,
কোরেছিনু বহু ক্রম,
বৃথা হোল পরিশ্রম, গেলনা বিকার ॥

নব হৃদে নব ভাব,
সদা হয় আবির্ভাব,
কিন্তু এ ভাবের ভাব, হোল না প্রচার ॥

হে পিতঃ তোমার চরণে প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর, আশীর্ব্বাদ কর।

ব্রহ্মা——

কও কও কও শুনি প্রাণের নন্দন।
কি মানসে মম বাসে তব আগমন ॥

নারদ——

আসি নাই কোন আসে, তোমার সদনে।
আনিয়াছি পত্র পিতা, দেখহ নয়নে ॥

ব্রহ্মা। হে পুত্র! সিন্ধু সুতের পত্র পাঠে পরম পুলকিত হইলাম। রাজসূয় যজ্ঞ তাহার যোগ্য যজ্ঞ হইয়াছে, এ যজ্ঞ সামান্য যজ্ঞ নয়, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন তাহার যজ্ঞ যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সুনিয়মে সুসম্পন্ন হয়। হে পুত্র! এক্ষণে তুমি অন্যান্য স্থানে গমন কর।

[নারদের প্রস্থান।

(পটপ্রক্ষেপণ।)

(পটোত্তোলনানন্তর চন্দ্রের যজ্ঞস্থান; তথায় চন্দ্র এবং চন্দ্র পারিষদগণের প্রবেশ।)

চন্দ্র। হে সভ্যগণ! তোমরা নয়ন প্রকটন পূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মার বিরচিত এই যজ্ঞ স্থান মনোনিবেশ করিয়া দর্শন কর, ইহা অতি রমণীয় এবং কমনীয় হইয়াছে। আমি অনুমান করি, এ প্রকার যজ্ঞ স্থান কুত্রাপি হয় নাই।

সভ্য। হে প্রভো! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সকলি সত্য, যে হেতুক আমরা যতই দর্শন করিতেছি ততই অভিনব বোধ হইতেছে এবং অন্তঃকরণ আনন্দে পুলকিত হইতেছে।

চন্দ্র। হে পারিষদগণ! যেমন ইচ্ছানুরূপ যজ্ঞ স্থান হইয়াছে সেই রূপ সকল বিষয় ইচ্ছানুরূপ হইলে পরম পরিতোষ লাভ করি।

সভ্য। হে নাথ! আমাদের বিবেচনায় এরূপ বোধ হইতেছে যে, আপনকার সত্র অতি সুনিয়মে এবং বিঘ্ন বিরহে নিষ্পন্ন হইবেক; কারণ আপনকার অবয়ব অতি মঙ্গলময় দর্শন করিতেছি।

চন্দ্র। হে সভ্যগণ! তোমরা অবিলম্বে

নিমন্ত্রিতগণের বাসস্থানে আবশ্যকমত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখ, কারণ, যজ্ঞের দিন ক্রমে নিকট হইয়া আসিল।

পারিষদ। হে নাথ! সমুদয়ই প্রস্তুত আছে, কেবল যথাস্থানে রক্ষা করিবার অপেক্ষা মাত্র আছে। আপনি বিলক্ষণ রূপে জানিবেন, যে আমরা থাকিতে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবেক না।

চন্দ্র। আমি অনুমান করি, নারদ নিমন্ত্রণ করিয়া পুনরাগমন করিতেছেন, হে সভ্যগণ! ঐ শ্রবণ কর, তাঁহার সুধাসম কন্টস্বর সুরতানলয় সহকারে শ্রবণ করা যাইতেছে!

সভ্য। আজ্ঞে হাঁ, নারদ মুনিই আসিতেছেন বটে। আহা! তাঁহার মনোহর গান মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

(নারদ নেপথ্যাভ্যন্তরে বীণা তন্ত্রয় সহিত কণ্ঠস্থ সুরসংযোগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিরচিত গীত গাহিতেছেন।)

(গীত।)

এখন হোলি নে মন মনের মতন।
নিকট হইল ক্রমে বিকট শমন॥

হরিসুত ভয় হরি,
মুখে বল হরি হরি;
বিপদ সাগরে তরি,
হরির চরণ॥
হরি ব্রহ্ম হরি হর,
হরি হরি সুধাকর,
হরি হন দেবেশ্বর,
সহস্র-লোচন॥
হরি ব্যোম চরাচর,
হরি নাগ হরি নর,
হরি হন ধরাধর,
রত্নাকর বন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর হরি,
হরির শমন হরি,
হর জায়া হন হরি,
পতিত পাবন॥
এখন হোলিনে মন, মনের মতন,
নিকট হইল ক্রমে, বিকট শমন॥

অহংকার পরিহর,
মহামায়া ত্যাগ কর,
বিবেক-বসনপর,
প্রবেশো কানন।
আছে তথা ফুল ফল,
নদীর নির্ম্মল জল,
তাই খেয়ে সুশীতল,
কর রে জীবন॥

বিছানায় কিবা ফল,
বনে আছে দূর্ব্বাদল,
অতিশয় সুকোমল
সুদৃশ্য রচন।
অথবা কুসুম তুলে,
বিছায়ে বৃক্ষের মূলে,
আনন্দ দোলায়ে দুলে,
কররে শয়ন॥
এখন হোলি নে মন, মনের মতন,
নিকট হইল ক্রমে, বিকট শমন।

বিষয় বাসনা রস,
তাহাতে হোয়ো না বশ,
লোভে হয় অপযশ,
জীবন নিধন।
কাম ক্রোধ রিপুষত,
সকলেরে কর হত,
তারাই কুকাজে রত,
করে অনুক্ষণ॥
সুতসুতা আদি দারা
আপন না হয় তারা,
হইলে জীবন হারা,
পর পরিজন।
ভবে যদি হবে পার,
হরিপদ কর সার,
হরি বিনে নাহি আর,
পাতকি-তারণ॥
এখন হোলি নে মন, মনের মতন।
নিকট হইল ক্রমে, বিকট শমন॥

(নারদের রঙ্গভূমে প্রবেশ, পুনরায় গীতারম্ভ)

(গীত।)

ওরে মূঢ়নর, ভেঙে গেলে ঘর,
কোথা পাবি ঘর, বসিতে তখন।
কার ঘরে যাবি, সব ঘরে চাবি,
কার কাছে চাবি, দেহ নিকেতন॥
ঘর ভেঙ্গে গেলে, যদি ঘর চাও,
ঘরামীর গুণ, তবে মুখে গাও;
নহিলে তখন, ঘরের কারণ,
বিটপীতে বোসে, করিবি রোদন॥

বিষয় রসেতে, হোয়ে অভিভূত,
ভাবিতেছ মনে, আমি গুণ যুত;
গেলে পঞ্চভূত, হবি শেষে ভূত।
নহে রে অদ্ভুত, আমার বচন॥

বিষয় বাসনা, কখন করোনা,
বিষয় জ্বরেতে, কখন জ্বোরোনা,
বিষয় কারণে, পরের সদনে,
ভুলেও কখন, কোরো না গমন॥

রাজি হোয়ে বিধি, যাহা দেবে খেতে,
তাই নিও নর, দুই হাত পেতে;
হোয়ে এক জেতে, গিয়ে অন্য জেতে,
হাতপেতে কিছু কোরো না গ্রহণ॥

মেপেছে যা বিধি, আহার তোমার,
তার অতিরেক, পাবে না কো আর;
বিধির যে বিধি, করিয়ে অবিধি,
কে দেবে কহ না, অশন কারণ॥

স্বকরে বিধাতা, ধরিয়ে লিখন,
যার ভাগ্যে যাহা, করেছে লিখন;
তার ভাগ্যে তাই, ঘটে সর্ব্বদাই,
অন্যথা না হয়, বিধির লিখন॥

বিধির বিধিতে, সংসার চলিছে,
বিধির বিধিতে, সকলি ফলিছে;
বিধি দিলে ফল, তবে পায় ফল,
নতুবা বিফল, অমূল্য রতন॥

অমূল্য রতন ফণি-শিরে মণি,
কিবা তার ফল, পায় বল ফণী;
পেলে সেই মণি, অন্যে হয় ধনী,
বোয়ে মরে ফণী, বাহক মতন॥

মস্তকে মুকুতা, ধরিয়ে বারণ,
হোতে নাহি পারে, মুকুতা ভাজন ;
ঝিনুক উদরে, চারু মতি ধরে,
না জানে ঝিনুক, মুকুতা কেমন ॥

এসব জানি রে, বিধির ঘটন,
অদৃষ্ট ক্রমেতে, ঘটে অঘটন ;
দেখিয়া নয়নে, শুনিয়া শ্রবণে.
তবু তো হোলোনা, কাহার চেতন ॥

(ক্রমশঃ)

সাবিত্রী সত্যবান যাত্রা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

রাজা দ্যুমৎসেন। (স্বীয় পুত্র সত্যবানের প্রতি) বৎস! সত্যবান! তুমি অবিলম্বে বন হইতে কাষ্ঠ এবং ফল মূলাদি আনয়ন কর, যেন বিলম্ব হয় না।

সত্যবান। যে আজ্ঞা মহারাজ ; আমি চল্লেম!

(অনন্তর কুঠার এবং স্থালী লইয়া সত্যবান গমনোন্মুখ হইলে সাবিত্রী সত্যবান প্রতি)

হে নাথ! অদ্য একাকী কুঠার হস্তে কোথায় গমন করিতেছেন?

সত্যবান। প্রেয়সি! আমি পিতার আজ্ঞানুসারে কাষ্ঠ এবং ফল মূলাদি আহরণার্থে বন গমন করিতেছি।

সাবিত্রী। হে প্রাণবল্লভ! তোমাকে পরিত্যাগ কোরে আমি একাকিনী মৌনাবলম্বিনী হয়ে ক্যামন কোরে থাকবো? অতএব হে নাথ! অদ্য আমিও তোমার সঙ্গে বন গমন করবো।

সত্যবান। ভাবিনি! তুমি কখন বন গমন কর নাই ; অতএব বনের পথ তোমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশ-কর হইবে। বিশেষতঃ ব্রতোপবাসে তুমি অত্যন্ত ক্ষীণা এবং মলিনা হইয়াছ ; তুমি কিরূপে বন গমন করিবে?

সাবিত্রী। গীতচ্ছলে——

(গীত।)

আমি যাব যাব তোমার সনে।
নিষেধ কোরো না আমায় ধরি চরণে।
তোমার ধরি চরণে ॥
সত্য বোল্‌ছি তোমার পাশে,
আছি ভাল উপবাসে,
আমারে রেখে আবাসে,
যেও না বনে ; তুমি যেও না বনে ॥
শিবকে ছেড়ে হৈমবতী,
থাকেন কি হে প্রাণপতি,
তেম্‌নি আমি তোমায় ছেড়ে থাকি ক্যামনে
বল থাকি ক্যামনে ॥

সত্যবান। (সাবিত্রী প্রতি) প্রেয়সি! যদি তোমার একান্তই বন গমনে ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তুমি আমার পিতা মাতার অনুমতি লোয়ে এসো ; নতুবা তাঁহারা আমাকে দোষী করবেন।

সাবিত্রী। যে আজ্ঞা নাথ! তবে আমি চল্লেম। (অনন্তর দ্যুমৎসেনের প্রতি

সাবিত্রী) হে আর্য্য! আমাকে অনুমতি করুন আমি আর্য্য-পুত্রের সহিতে অদ্য বন গমন করি। (দ্যুমৎসেন স্বীয় ভার্য্যার প্রতি) রাজ্ঞি! যে অবধি সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হয়েছেন, সে অবধি এ পর্য্যন্ত আমার নিকটে কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন নাই; অতএব আমি অনুমতি করিলাম, ইনি সত্যবানের সহিতে বন গমন করুন।

রাণী। যে আজ্ঞা মহারাজ। (পরে সাবিত্রীর প্রতি) বাছা! তবে তুমি বন গমন কর; কিন্তু সত্যবানের কাচ ছাড়া হোয়ো না।

সাবিত্রী। না ঠাকুরাণি, আমি তাঁর কাছে কাছেই থাকুব। (অতঃপর সত্যবানের প্রতি) হে নাথ! তাঁহারা অনুমতি দিয়েছেন, চলুন আমরা বন গমন করি।

সত্যবান। প্রেয়সি! তবে চল।

(উভয়ে গমন করিতে করিতে সত্যবান সাবিত্রীর প্রতি)

আহা, প্রেয়সি! একবার নয়ন প্রকাশ কোরে বনের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন কর।

প্রিয়ে! ঐ দেখ, ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার কোরে নৃত্য করছে। ঐ দেখ নদীর জল মনের ন্যায় গমন করছে। ঐ দেখ পর্ব্বত সকল নানা পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। ঐ দেখ মধুপকুল মধুলোভে গুণ গুণ স্বরে পুষ্পে পুষ্পে পরিভ্রমণ করছে।

প্রেয়সি! ঐ দেখ কোকিলগণ কিশলয়োপরি কুহু রবে কি সুমধুর গান করছে। আহা! বনের মনোহারিণী শোভা সন্দর্শনে বোধ হয়, যেন রতিপতি রতি সমভিব্যাহারে বনবাসী নব-যৌবন-সম্পন্ন নর নারীকুলকে আকুল করিবার নিমিত্তে এই মনোহর শোভাকর মহারণ্যে বারমাস বসবাস কোরে আছেন।

প্রিয়ে! ময়ূরগণের নৃত্য, নদীর শোভা, পর্ব্বতের প্রিয়-দর্শন, এবং পুষ্পের সৌরভে কোন্ যুবক যুবতি পঞ্চশরের শর সন্ধান হোতে বিমুক্ত হোতে পারে?

আহা! কলঘোষের কুহুনাদে, ভ্রমরের, গুণ্ গুণ্ শব্দে এবং দক্ষিণ মারুতের মন্দ মন্দ গতিতে কোন্ যুবক যুবতী না আমোদিত হয়?

প্রিয়ে! এই স্থানে বোসে তুমি বনের শোভা সন্দর্শন কর, আমি কাষ্ঠ আহরণ করি।

সাবিত্রী। হে নাথ! যেন আমাকে একাকিনী রেখে দুর স্থানে যেয়ো না।

সত্যবান। না প্রিয়ে! দূরে যাব না, তোমার নিকটেই থাকুবো।

(তৎপরে সত্যবান কুঠার স্কন্ধে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে স্বগত।)

এই শুষ্ক শাখাটিকে ছেদন কোর্‌লে অনেক কাষ্ঠ হোতে পারে, কিন্তু এত কাঠ বহন করেই বা কে? (কিঞ্চিৎ নিরবে থাকিয়া পরে) যা হউক, এই টেকেই কাটি।

(এই বলিয়া বারদ্বয় কুঠারাঘাত করিয়া সাবিত্রীর প্রতি)

প্রেয়সি! অত্যন্ত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়েছে

আমার মাথায় যেন কে শূল দিয়ে বিঁধ্ছে। যাতনাতে অঙ্গ অবশ হচ্ছে। এবং হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হচ্ছে। আর আমি এক মুহূর্ত্ত কালও দাঁড়াতে পারি না, একবার শয়ন কোর্‌বো।

সাবিত্রী উপবেশন-পূর্ব্বক। হে হৃদয়-বল্লভ! তুমি আমার উরুদেশে মাথা রেখে শয়ন কর।

(অনন্তর সত্যবান সাবিত্রীর উরুদেশে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে পর যম এবং যমানুচর-গণের প্রবেশ।)

যম। (অনুচরগণ প্রতি) ওরে অনুচর গণ! তোরা অবিলম্বে রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে আমার নিকটে আনয়ন কর্।

দূত। যে আজ্ঞে ধর্ম্মরাজ! আমরা তবে চল্লেম।

(গীত।)

শুনরে শুনরে যত পাপিগণ।
শুন পাপিগণ, শুন পাপিগণ;
ওরে তেজিয়ে অধর্ম্ম কর্ম্ম,
পালো সবে নিজ ধর্ম্ম;
তানৈলে অন্তিম কালে আছেরে শমন॥
ওরে যমের কাছে হাতি ঘোড়া,
সাজ্‌বে না কো জামা যোড়া।
ধোর্‌বো কোসে কেশে, জোর কোরে,—
এখন খাচ্ছ বাবা এণ্ডা মোণ্ডা,
দিনে রেতে শত গণ্ডা।
ঠাণ্ডা মনে মোটা পেট্ ভোরে—
গেলে যমের ঘর, খাবে মনোহর,
ওরে যম রাজার যমদণ্ড।
দিনে রেতে ষাট্ দণ্ড,
দণ্ড খেয়ে মেরু দণ্ড হবেরে ভঞ্জন॥

(গীতাবসানে সাবিত্রীর নিকটে যাইয়া, দিন-দূত নিশি-দূতের প্রতি)

ওরে নিশি দূত! যম ব্যাটা বড় সেয়ানারে ভাই!

নিশি-দূত। কেন রে! হয়েছে কি?

দিন-দূত। ওরে ভাই! যে ছুঁড়িটা ঐ ছোঁড়াটাকে আগ্‌লে বোসে আছে; ওর কাছে এগোয় কেরে ভাই। ওটার গা-দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্চে।

নিশি-দূত। ওরে সত্যি নাকি? রোস্‌ দিকি দেখি।

(নিশি-দূত সাবিত্রীর কাছে গিয়ে আছাড় খেয়ে পোড়ে গায়ের কাপড় খুলিতে খুলিতে দিন-দূতের প্রতি)

ওরে দিনে! গেলুম রে, ওরে আমি পুড়ে মোলুম রে, ওরে আমায় বাঁচা রে, ওরে আর আমি এমন বেটার চাকুরী কোর্‌বো না রে, ওরে বাবা রে, ওরে কি হলো রে, এঁ্যা, এঁ্যা,—আঃ, আঃ,—উঃ, উঃ—

দিনদূত। দুঃশালা, আমি তো তোকে বল্লুম, যে ও ছুঁড়ির গা দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্চে; তুই শালা গেলি কেন?

নিশি-দূত। (নিরুত্তরে) আঃ আঃ—উঃ উঃ—ইঃ ইঃ—বাবারে—

দিন-দূত। শালাকে দুশোবার বারণ কল্লুম, চারশো বার বারণ কোল্লুম, হাজার বার বারণ কল্লুম, লক্ষবার বারণ কল্লুম, ক্রোর্‌বার বারণ কল্লুম; তখন শালার হুঁস্ হোলনা, এখন আঃ আঃ—উঃ উঃ—ইঃ ইঃ—রব কোরে যেন সিদ্ধি পোড়্‌তে বোস্‌লেন্।

নিশিদূত। বন্ধু! যা হবার তা হয়েছে ভাই; এখন সেই যম ব্যাটাকে জোপ্‌য়ে সোপ্‌য়ে পাঠাইগে চল্।

(এই কথা বলিয়া অন্তর হইতে সাবিত্রীর প্রতি)

বাছা! যেমন পোড়ানটা আমাকে পোড়ালি, এম্নি কোরে সেই সর্ব্বনেশে যম ব্যাটাকে পোড়াস্ মা। (অনন্তর যমের নিকটে যাইয়া যমের প্রতি) ধর্ম্মরাজ! তোমাকে একবার যেতে হবে।

যম। ক্যান রে! কি হয়েছে কি?

দূত। আজ্ঞা না এমন কিছু হয় নি, সেখানে গেলেই জাস্তে পার্‌বেন তখন, যে হয়েছে কি।

যম। হাঁরে! তোদের ভয়যুক্ত দেখ্‌ছি কেন বল্ দেখি!

দূত। আজ্ঞা, ধর্ম্মরাজ! আমরা জাস্তেম যে তুমিই যম, কিন্তু তোমার যে আবার যম আছে, তা আমরা জাস্তেম না।

যম। ওরে! আমিই তো সকলের যম; আমার আবার যম কে রে?

দূত। ধর্ম্মরাজ! তবে শ্রবণ করুন—

(গীত।)

শুন হে বলি তোমারে শমনো,
শুন শমনো শুন শমনো॥
ওহে, যে নারি গহণ বনে,
নিয়ে আছে সত্যবানে,
কার সাধ্য তার কাছে করে গমনো॥
আমরা জানিতেম মনে মনে,
নাই কো যম আর তোমাবিনে,
যমের যম হয় সে কামিনি,—
তেমন কামিনী এ ভুমণ্ডলে,
নাহি কামিনী-মণ্ডলে,
রূপেতে চমকে সদা দামিনী,—
গিয়ে কাননে হের নয়নে,
আমরা নয়নে হেরে সে সতী,
আতঙ্গ পেয়েছি অতি,
নিরখিছে সেই সতী পতি বদনো॥

———

ধর্ম্মরাজ? শুন্‌লেন্ তো?

যম। আচ্ছা আমি যাচ্ছি চল।

দূত। বিলক্ষণ মশাই! আবার তোমার সঙ্গে যাবো, যেতে হয় তুমি আপনি যাও, আমরা আর যেতে পার্‌বো না।

যম। হাঁ রে! তোরা আমার কীঙ্কর হয়ে সামান্যা মানবীকে ভয় কোরিস্? তোদের ধিক্।

দূত। মশাই গো! ধিকই বল আর ধাকুই বল, কিন্তু ভয় হয় কি না হয়, তা গেলেই জাস্তে পার্‌বেন।

যম। ওরে! তোদের ভয় নাই, তোরা আমার সঙ্গে চল্।

দূত। মশাই? দাওয়ান্‌জীকে সঙ্গে লোয়ে যান্।

যম। ওরে! বটে বটে ভাল বলেছিস্, তাকে ডেকে আন্‌তো।

দূত। যে আজ্ঞা তাইতো বল্‌চি সে আঁটকুড়ির ব্যাটা আর বাকী থাকে কেন? সে ব্যাটা গেলেই যে পৃথীবির কণ্টক যায়।

(অনন্তর উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন)

বলি, গুপ্ত খুড়ো ঘরে আছ গো? ওগো খুড়ো।

চিত্রগুপ্ত। ওরে দিনে যাচ্ছি রে। (রঙ্গভূমে আগমনপূর্ব্ব) হাঁরে! আমাকে ডাক্‌লি ক্যান বল্ দেখি?

দূত। খুড়ো! ধর্ম্মরাজ তোমাকে ডাক্‌চেন।

চিত্রগুপ্ত। আচ্ছা যাচ্চি চল্। যমের নিকটে যাইয়া, ধর্ম্মরাজের জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক।

যম। এস এস গুপ্তজা এস। গুপ্তজা তোমাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

গুপ্ত। ধর্ম্মরাজ! কোথায় যেতে হবে বলুন দেখি?

যম। ওহে! দ্যুমৎসেন-কুমার সত্যবানকে আস্তে যেতে হবে।

গুপ্ত। ধর্ম্মরাজ! আমি তো যেতে পার্‌ব না।

যম। ওহে গেলেই বা, তাতে ক্ষতি কি বল?

গুপ্ত। কি বল্লেন ক্ষতি কি! তাতে বিলক্ষণ ক্ষতি আছে। সে খানে গেলেই মানের ক্ষতি। আমি চিত্রগুপ্ত; আমাকে না জানে কে। আমি সর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ত্রিভুবনের খাতা রেখে থাকি। ধর্ম্ম-রাজ! এবং তোমারও খাতা রেখে থাকি। তুমি কি না আমাকে সামান্য দূতের কাজ্ কোর্ত্তে বল? অধিক আর কি বল্‌বো; যদি আমার এই ভোঁতা কলমের জোর থাকে, আর এই বিদ্যার ভাণ্ডার বাহাল্ থাকে; তা হোলে চিত্রগুপ্তের অনেক চাকরী জুট্‌বে। আমি কি চাকরীর ভাব্‌না করি?

যম। ওহে গুপ্তজা! তুমি রাগ কর কেন? তোমাকে নিয়ে যাবার একটু বিশেষ কারণ আছে।

গুপ্ত। তবে কারণটা কি বল দেখি? কিছু গোলমাল বেদেছে নাকি?

যম। ওহে, হাঁ হে, একটু গোলমাল উপস্থিত হয়েছে।

গুপ্তজা। (হাস্য করিতে করিতে) তাই বল যে একটু গোলমাল বেদেছে; তা তার আর ভাবনা কি? আমি এখনি খাতা আন্‌য়ে মিট্‌য়ে দিচ্ছি।

যম। আচ্ছা; তবে একার খাতা আনাও।

গুপ্ত। যে আজ্ঞা, তাই তো বোল্লেই হয়।

(অনন্তর চিত্রগুপ্ত স্বীয় ভৃত্য কাণাকড়িকে আহ্বান)

ওরে কাণাকোড়ে।

কাণাকড়ি। এজ্ঞে যাচ্চি গো মোশাই।

চিত্রগুপ্ত। ওরে আমার খাতা গুলো নিয়ে আয় তো।

কাণা। এজ্ঞে আমি টো টোমার খাটা বোইটেই আছি।

(অনন্তর রঙ্গভূমে প্রবেশ।)

গুপ্তজা। ওরে! খাতা গুলো এনেছিস্?

কাণা। এজ্ঞে, এনেছি মোশাই।

গুপ্তজা। তবে আমার রোকোড়ের খাতা খানা দে দেখি।

কাণা। এজ্ঞে, আমি কি টোমার ওকোড়্ খচড়া চিনি গা?

গুপ্তজা। কি বোল্লি ব্যাটা? আমার বাড়ীর শ্যালটা কুকুরটা পর্য্যন্ত খাতা চেনে, তুই ব্যাটা খাতা চিনিস্‌নে?

কাণা। এজ্ঞে, আমি যে টোমার অবলা পুরুচ (রোদন)

এক জন সভ্য। ওহে বাবু কাণা-কড়ি! তুমি কাঁদছ ক্যান বল দেখি?

কাণা কড়ি। এজ্ঞে, কট্‌টা মোশাই! কান্নার কটা বোলটে গেলে পেরাণ্টা আরো কেঁডে ওটে।

সভ্য। ওহে বাবু! ক্যান বল দেখি?

কাণা। এজ্ঞে, টবে ছেবন করুন।

(গীত।)

আমি সাডে কি কাঁডি গো,
হাউ হাউ হাউ হাউ কোরে,
কট্‌টা মহাশয়,
শুন ডুখের পরিচয়।

ভুল ভ্রান্টে এক ডিনের টরে,
পাইনে আমি যেটে ঘরে,
বৌটি কটো ডুঃখু করে,
শোবারি সময়॥

বে কোল্লেম যা এঁচে এঁচে,
সে আঁচা গিয়েছে কেঁচে,
গুপ্‌টো বেটা ঠাকটে বেঁচে,
বংস বিড্‌ডি নয়॥

এজ্ঞে কট্‌টা মোশাই! আমি কি সাড কোরে কাঁডি? আমি কোটা না খেয়ে না ডেয়ে শেট খানার ঘট্‌টে বেচে বে কল্লুন্, টা এম্‌নি বেটার চাক্‌রি করি যে বোয়ের কাছে একৃটি বারও যেটে পাইনে, কেবল বেটার খাটা বোইটে বোইটেই প্রানটা আমার বের্‌য়ে গেল। (এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে) কট্‌টা মোশাই গো! আমি কোটা আমার কোট্টে ডশ বচরের ডাগর ডেকে বে কোরে ছেনু গো——

সভ্য। ওহে বাবু কাণাকড়ি! তুমি তোমার কোর্ত্তে দশ বাছরের বড় দেখে বিয়ে করেছ ক্যান বল দেখি?

কাণা। এজ্ঞে মোশাই! এই বেটার কাছে আট্টির ডিন খেটে খেটে ওগে ঢোরে ছেলো, টা ভাবনু কি, যে একটু ডাগোর ডোগোর ডেকে বে করি; টা হোলে অড্‌ড্যাকাও; হবে আর অম্বা বেচাও হবে।

সভ্য। ওহে বাবু! রথ দেখা, আর কলা বেচা কি বল দেখি?

কাণা। এজ্ঞে মোশাই! বোল্‌বো কি; এই মেই টানাও হবে আর * হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

গুপ্তজা। কাণা-কড়ির প্রতি ধমক দিয়া। ওরে বেটা গোল কোর্‌ছিস্ কি? খাতা গুলো নিয়ে আয় না।

কাণা। এই যে নেও না।

(গুপ্তজা খাতা লইয়া চক্ষে চস্‌মা প্রদান পূর্ব্বক যমের প্রতি)

ইস্ ধর্ম্মরাজ! এ যে বড় গোলোযোগ দেখ্‌তে পাই। এ খাতা এ খানে মিটবেনা চলুন্ সেই খানেই যাই।

যম। গুপ্তজা! তবে চল সেই খানেই চল।

গুপ্ত। যে আজ্ঞা তবে চলুন্।

(যম, যমানুচরগণ চিত্রগুপ্ত যথায় সত্যবান আছেন তথায় গমন করিলেন।)

(ক্রমশঃ।)

নন্দ বিদায় যাত্রা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

শ্রীদাম। ভাই। কৃষ্ণ! এক্ষণে তুমি ব্রজপুরে যাবে, কি না যাবে, তা আমাকে, সত্য কোরে বল? আমি তোমাকে কথনই পরিত্যাগ কোরে যাব না।

কৃষ্ণ। সখে! আমি নিশ্চয় যাব না। তুমি রাখালগণকে লোয়ে প্রস্থান কর।

শ্রীদাম। গীতচ্ছলে——

(গীত।)

ও প্রাণ কৃষ্ণ রে বল কি হবে।
তোরে রেখে মধুপুরে,
রাখালগণ কেমনে যাবে॥
শয়নে স্বপনে,
যারে পড়ে মনে,
সে জন বিহনে,
কেমনে প্রাণ বাঁচিবে॥
তুমি ধন মন,
ব্রজবাসীর প্রাণ,
মনেতে তা জান,
তোমারে কে বুঝাইবে॥

হে কৃষ্ণ? তুমি আর আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না, এক্ষণে রাখাল বেশ ধারণ কোরে পিতা নন্দের, আমাদিগের, এবং আর আর গোপবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে ব্রজধামে চল। ব্রজবাসিগণ তোমার গমন মার্গ অবলোকন কোরে রয়েছে।

কৃষ্ণ। হে শ্রীদাম! তুমি আর বারম্বার আমাকে বিরক্ত কোরো না। আমি বসুদেব দেবকীকে পরিত্যাগ কোরে আর পাদ মাত্রও স্থানান্তরিত হবো না, তোমরা আমার আশা পরিত্যাগ কোরে প্রস্থান কর।

শ্রীদাম গীতচ্ছলে——

(গীত।)

যাব না যাব না ব্রজে,
ও কথা বোলো না।
জীবন থাকিতে তোমায়,
ছাড়িয়ে যাব না॥
তুমি তরু আম্‌রা লতা,
কে না জানে এসব কথা,
তোমায় ছেড়ে যাব কোথা,
প্রাণে ব্যথা দিও না॥
যা বোল্লে তা বোলেছ ভাই,
আরও কথা বোল না ভাই।
ও কথা শুনিয়ে সবাই,
প্রাণে ব্যথা পাই।
দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে,
শুন শুন রাখালগণে,
পেয়েছ সাধনের ধনে,
ধোরে ছেড়ে দিও না॥

এই বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব যোড়াসাঁকো চাসাধোবা পাড়া ষ্ট্রীটে ৭২ নং বাটী হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীহিরালাল রায় দ্বারা প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

Printed by S. P. Chatterjee at the New Bengal Press, 149, Manicktolah Street, CALCUTTA.